* প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। --কুরআন

* মৃত্যু মানুষের সকল আশা-আকাংখায় ছেদ টেনে দেয়। --হাদীস শরীফ

* মানুষ প্রতিদিন তার মত মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে, কিন্তু সে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে যায়। -হযরত আলী (রাঃ)

* দুটি জিনিষ আমার বোধগম্য নয়, এক- বন্টনকৃত রুজীর চেয়ে বেশি খাওয়া। দুই- নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করা। --শেখ সাদী (রহঃ)

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা
ISBN-984-837-015-8

দাকায়েকুল হাকায়েক
মৃত্যু রহস্য

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ)

দাকায়েকুল হাকায়েক মৃত্যু রহস্য ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ)

www.AmarIslam.com

দাকায়েকুল হাকায়েক

মৃত্যু রহস্য

মূল

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)

অনুবাদ

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
আরবী প্রভাষক, আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদরাসা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা

www.AmarIslam.com

 www.AmarIslam.com

আল-এছহাক প্রকাশনী

দাকায়েকুল হাকায়েক

মৃত্যু রহস্য

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.

অনুবাদ	মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
প্রকাশক	তারিক আজাদ চৌধুরী আল-এছহাক প্রকাশনী বিশাল বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল ফোন : ০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯
স্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকাল	এপ্রিল ২০১২
প্রচ্ছদ	আরিফুর রহমান
কম্পোজ	আল-এছহাক বর্ণসাজ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য	১০০ [একশত] টাকা মাত্র
ISBN	984-837-015-3

প্রকাশকের কথা

দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার ফলে প্রখ্যাত আলেম ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) এর লিখিত 'দাকায়েকুল হাকায়েক' কিতাবটি বাংলাভাষায় প্রকাশ করার তাওফীক হয়েছে। সে জন্য মহান আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অসংখ্য দরূদ ও ছালাম পেশ করছি।

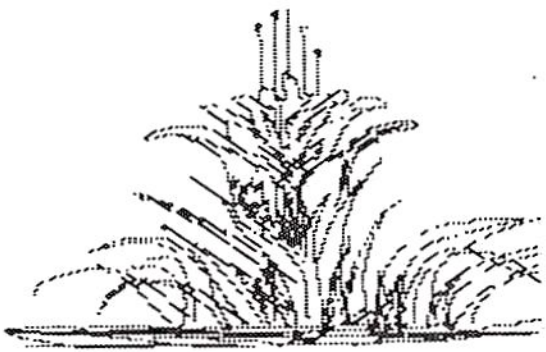
মৃত্যু চিরন্তন সত্য। যা আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র সত্তা ছাড়া সমস্ত সৃষ্টিকে গ্রাস করবে, যা নবী-রাসূল, পীর-অলি, ভাল-মন্দ সর্ব শ্রেণীর মানুষ তথা জীব-জন্তু,. জড়-প্রাণী, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত ও সাগর মহাসাগর সবকিছুতেই ঘটবে এবং ঘটছে। মৃত্যুর এই যবনীকা পাত সমস্ত সৃষ্টিকুলে কিভাবে সংঘঠিত হবে তার রহস্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তথ্যাবলীসহ কোরআন হাদীসের দলিলসহ বিস্তারিতভাবে অত্র কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমনকি সৃষ্টি কুলের আদি সৃষ্টি নূরে মোহাম্মদী, সৃষ্টি জগত, আদম সৃষ্টি ও প্রথম ফেরেশতাকুল সৃষ্টির রহস্যসহ বেহেশত-দোযখ ও কবর হাশরের বিভিন্ন বিষয় অত্র কিতাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে সমস্ত মানব-দানব, জ্বিন-ফেরেশতা ও সৃষ্টি কুলের জড় জগত ও জীব জগত তথা আসমান -জমীন সহ আজরাইল (আঃ) এর মৃত্যুর করুণ ঘটনা বিধৃত হয়েছে বিধায় অত্র কিতাবের বাংলা নাম 'মৃত্যু রহস্য' রাখা হয়েছে।

আমাদের জানা মতে বাংলা ভাষায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) এর লিখিত কিতাব এই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। তাই,নতুন বই হিসাবে কোন ভুল-ত্রুটি পাঠকের নজরে ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব ইন্‌শাআল্লাহ্। মৃত্যু নামক চির সত্য বিষয়টি সবার জীবনে কিভাবে ঘটবে, তা জেনে যদি আমরা সবাই যার যার দুনিয়ার জীবন আখেরাতের জন্য সুন্দর ভাবে সাজাতে পারি, তবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই সত্য উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নিবেদক—
প্রকাশক

সূচীপত্র

دَقَائِقُ الْحَقَائِقِ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

كَلِمَةُ الْمُتَرْجِم

অনুবাদকের কিছু কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَ النَّاسَ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰي سَيِّدِ الْاَكْوَانِ وَسَيِّدِ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ وَعَلٰي آلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْاَنْجَابِ ‐

হামদ ও সালাতের পর ঃ

মানুষ যেহেতু মরণশীল, অবশ্যই মরিতে হইবে ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই, যেমন আল্লাহ পাক সুবহানুহু তা'লা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ‐

তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু অবশ্যই তোমাদেরকে পাইয়া যাইবে যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর না কেন। অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেন– كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে। অপর একস্থানে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

যখন তাহাদের নিকটে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন উহা বিন্দু মাত্র আগেও হইবে না পরেও হইবে না অর্থাৎ ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যু ঘটিয়া যাইবে। সুরায়ে আর-রাহমানে এরশাদ করিয়াছেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ‐

পৃথিবীতে যতকিছুই রহিয়াছে সব কিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে শুধু মাত্র হে রাসূল! আপনা'র সম্মানিত ও মহিমান্বিত পরওয়ারদিগারের যাতই অবশিষ্ট থাকিবে। কবি বলিয়াছেন—

اَلَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلّٰى ✱ سَتُدْفَنُ عَنْقَرِيْبٍ فِي التُّرَابِ

لَهٗ مَلَكٌ يُّنَادِيْ كُلَّ يَوْمٍ ✱ لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ

ওহে সুউচ্চ দালানে অবস্থানকারী মানুষ! অচিরেই তোমাকে মাটির নীচে দাফন

www.AmarIslam.com

করা হইবে। তাই আল্লাহর একজন ফিরিশতা আছেন যিনি প্রতিদিন ডাকিয়া বলেন হে মানব সকল! তোমরা মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু গড়ার আছে ঐ গুলো ধ্বংস হইয়া যাওয়ার জন্যই গড়।

অন্য একজন বুজুর্গ বলিয়াছেন—

مَوْتُ كَأْسٍ كُلُّ نَاسٍ شَارِبٌ * قَبْرُ بَيْتٍ كُلُّ نَاسٍ دَاخِلٌ
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِيْ اَهْلِهٖ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ

মৃত্যুর শরাবের পাত্র হইতে প্রত্যেক মানুষই শরাব পান করিবে এবং কবর যে এক গৃহ রহিয়াছে উহাতে সব মানুষই প্রবেশ করিবে। মানুষ তাহার পরিবার পরিজনদের মাঝখানে স্বানন্দে রহিয়াছে অথচ মৃত্যু তাহার এত বেশী নিকটে যে, উহা তাহার জুতার ফিতার চাইতেও অতি কাছে।

হযরত শেখ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) বলিয়াছেন—

فَكَمْ مِّنْ كَفْنٍ مَغْسُوْلٌ * وَصَاحِبُهٗ فِى السُّوْقِ مَشْغُوْلٌ
كَمْ مِّنْ قَبْرٍ مَحْفُوْرٌ * وَصَاحِبُهٗ فِي السُّرُوْرِ مَغْرُوْرٌ
وَكَمْ مِّنْ فَمٍ ضَاحِكٌ * وَهُوَ عَنْقَرِيْبٍ هَالِكٌ

১। অনেক লোকদের কাফনের কাপড় প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে অথচ কাফন প...ধানকারী এখনও বাজারে বেচা কেনায় মশগুল হইয়া মৃত্যুকে ভুলিয়া রহিয়াছে।

২। অনেক কবরসমূহ তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে, অথচ উহাতে যেই ব্যক্তিকে দাফন করা যাইবে সে এখনও আনন্দে মশগুল রহিয়াছে।

৩। বহু মুখমন্ডল এমন আছে যেই গুলি হাসিখুশিতে লিপ্ত অথচ অচিরেই সেই চেহারা ধ্বংস ও বিলিন হইয়া যাইবে।

অপর জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেনঃ

يَا صَاحِبِىْ لَا تَغْتَرَّ بِتَنَعُّمٍ * فَالْعُمَرُ يَنْفَدُ وَالنَّعِيْمُ يَزُوْلُ
وَاِذَا جَمَلْتَ اِلَي الْقُبُوْرِ جَنَازَةً * فَاعْلَمْ بِاَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُوْلُ

হে আমার বন্ধু তুমি দুনিয়ার নাজ নিয়ামতে লিপ্ত হইয়া ধোকায় নিমজ্জিত হইও না। কারণ তোমার হায়াত শেষ হইয়া যাইবে এবং যাবতীয় নেয়ামত ফুরাইয়া যাইবে। যখন তুমি কোন জানাযা কাধে লইয়া কবরস্তানের দিকে যাইবে তখন তুমি মনে করিবে ইহার পর এই খাটের উপর আমাকেও উঠানো হইবে এবং কবরস্তানের দিকে আসা হইবে।

হুজুর আকরাম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে—

اِسْتَعِدُّوْا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ مَلَكِ الْمَوْتِ মালাকুল মউত আসার পূর্বেই তুমি মওতের প্রস্তুতি নাও। অপর এক হাদিসে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

عِشْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَحِبَّ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهٗ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ تُجْزٰى بِهٖ .

যতক্ষণ তোমার অন্তর চায় তুমি পৃথিবীতে জীবিত থাক কারণ অচিরেই তুমি মরিয়া যাইবে। আর যাহা তোমার ইচ্ছা ভালবাস, কারণ অতি শীঘ্রই তুমি উহা হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। আর যাহা তোমার ইচ্ছা আমল কর, তোমাকে উহার প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হইবে।

কবরে গিয়া আফসোস ও হায়হুতাস করিলে কোন লাভ হইবে না। যেমন কোন شَاعِرٌ বলিয়াছেন—

يَمُرُّ اَقَارِبِيْ بِحِذَاءِ قَبْرِىْ * كَاَنَّ اَقَارِبِىْ لَمْ يَعْرِفُوْنِىْ

হায় আমার আত্মীয় স্বজনগণ আমার কবরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ তাহারা যেন আমাকে না চেনার মত করিয়া যাইতেছে। অপর এক কবির ভাষায়—

ایکه مردان میروی دامن کشان * از سر اخلاص الحمد بخوان
تو توانگر گشتی از مال من * تو چرا غافل نشي از حال من

প্রত্যেক কবর বাসিন্দা তাহার আপনজনকে সম্বোধন করিয়া বলে ওহে অমুক ব্যক্তি! তুমি এত খুশি ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন দিকে যাইতেছ? একটু থাম এবং শুধু মাত্র ছুরা ফাতেহাটি হইলেও এখলাছের সহিত পাঠ কর। তুমি আমার সম্পত্তি নিয়া ধনী হইয়াছ অথচ তুমি আজ আমার অবস্থা হইতে গাফেল রহিয়াছ।

شاهان جهاں فخر سے لینے تهے جنهیے باز *
قبر مین وه سورهء الحمد کا محتاج

পৃথিবীর রাজা বাদশাহগণ যাহারা অহংকার ও গর্ব সহকারে লড়াই করিত তাহারা আজ কবরের মধ্যে الحمد شريف এর মুহতাজ। শূন্য হাতেই কবরে গিয়াছে।

مرنیکے بعد تن پر ساده کفن رهیگا * آئے تهے خالي دامان جائینگے خالی دامان
نه کچه مال دولت نه دهن جائیگا * فقط سا تهه تیرا کفن جائیگا .

মরণের পর শরীরের উপর ধবধবে সাদা কাফনই একমাত্র থাকিবে। যেমন খালি হাত আসিয়াছ সেই ভাবে আবার খালি হাত যাইতে হইবে। সাথে কোন ধনদৌলত ও মালপত্র যাইবে না। শুধু কাফনের কাপড়গুলিই যাইবে।

মূলতঃ মওত হইল আখেরাতের অফুরন্ত জীবনের প্রারম্ভ অবস্থা মাত্র। যেমন কবি বলিয়াছেন—

مو كو سمجها هے تونے اختشام زندگي * در حقيمت هے وهى صبح دوام زندگى

মরণকে তুমি জীবনের শেষ প্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছ অথচ ইহা হায়াতে জাবেদানী বা আখেরাতের অফুরন্ত হায়াতের জন্য সকাল বেলা মাত্র। আর মরণের পর ইহকালীন জীবনের সবকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, যেমন একজন বুজুর্গ বলিয়াছেন—

وَلَوْ اَنَّا اِذَا مُتْنَا تكنا * لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ شَيْئٍ
وَلٰكِنَّا اِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا۔ * وَنُسْئَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْئٍ

অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পর আমাদেরকে ইহকালীন জীবনের কোন কিছুর কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এমনিই ছাড়িয়া দেওয়া হইত তা হলে প্রতিটি জীবনের তুলনায় মরণই শান্তির বস্তু হইত। কিন্তু আমাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হইবে এবং ইহার পর প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে পুঙখানুপুঙখভাবে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

মোদ্দা কথা, মউত কি তাহা ভালভাবে জানা প্রত্যেক মানুষের অতীব প্রয়োজন, চাই সেই ব্যক্তি শিক্ষিত হউক কিংবা অশিক্ষিত হউক, ধনী হউক বা গরীব হউক। তবে মউত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইলে হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ) লিখিত কিতাবটি পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু কিতাবটি আরবীতে হওয়ার দরুন সকল শ্রেণীর মানুষ উহা পাঠ করিতে সক্ষম হয় না যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী আর যাহারা আরবীতে বিজ্ঞ তাহাদের সম্মুখেও বর্তমানে কিতাবটি অনুপস্থিত তাই আমি অধম খোদার আসীম রহমতের উপর ভরসা করতঃ মূল আরবী ইবারত রাখিয়া গত রমজান হিঃ কিতাবটির অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করিয়াছি এবং কিতাবটির বাংলা নাম দিয়াছি "মৃত্যু রহস্য"।

হে রাব্বুল ইজ্জত আমার এই সামান্য শ্রম টুকু কবুল করুন, ভবিষ্যতে আপনার বান্দাদের আরও বেশী খেদমতের তৌফিক দান করুন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আহক্কর ঃ

(মৌলানা) মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান
আরবী প্রভাষক, আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা
লোহাগাড়া, চট্টলা, বাংলাদেশ।

كَلِمَةُ الْاِمْتِنَانِ وَالشُّكْرِ

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, লালন কর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, হায়াতদাতা ও মওতদাতা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক সেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূল (সঃ) ও তাঁহার পূত পবিত্র পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর, যিনি মানব জাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসাবে প্রেরীত।

সালাত ও সালামের পর, আমি অধম চট্টলার স্বনামধন্য খ্যাতিসম্পন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের একজন নগণ্য ছাত্র ছিলাম। বর্তমানে আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসার একজন নগণ্য খাদেম। জ্ঞান বলতে তো মোটেই নাই। কিন্তু আমার মাথার মুকুট ইহ-পরকালীন মুরব্বী মুহাদ্দেসীন কেরামগণের ছায়াতলে থাকিয়া দীর্ঘ (১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৯০ ইং) তের বছর পর্যন্ত সামান্য কিছু ছোহবত ও দোয়া অর্জন করি। ইহাই আমার সম্বল। যেমন কোন খোদা প্রেমিক বলিয়াছেন—

گر تو خارا سنگ ومرمرشوى * چون بصاحب دل رسى گوهر شوى

অর্থাৎ তুমি যদি মূল্যহীন কঠিন পাথরের মতও হও কিন্তু যদি ছাহেবে ক্বলব তথা আল্লাওয়ালাদের সোহবত পাও, তাহা হইলে তুমি মূল্যবান মনি মুক্তায় পরিণত হইয়া যাইবে। হযরত বড় পীর শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) ও বলিয়াছেন–

يَا غُلَامُ دَعِ النَّفْسَ وَالْهَوىٰ وَكُنْ تُرَابًا تَحْتَ اَقْدَامِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ

হে আমার প্রিয় তরীক্বতপন্থী বৎস! নফছ এবং তার কু প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করিয়া কিছু সময়ের জন্য তুমি আহলুল্লাহদের পায়ের ধুলায় পরিণত হও। যেমন কোন বুজর্গ বান্দা বলেন —

خاك شو مردان حق را زيرپا * خاك كن بر هر هوايت همچو ما

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের পায়ের ধুলায় পরিণত হও। আর আমার মত তুমিও তোমার সম্পূর্ণ কু প্রবৃত্তি কে মাটির সহিত মিশাইয়া দাও। কেননা—

ار پدران كى شو سر سبز سنگ * خاك شوتا گل بروے رنگ برنگ

পৃথিবীতে দেখা যায় বসন্তকালে কঠিন পাহাড় শিলায় কোন ধরনের তরুলতা ও শস্য শ্যামলা ফসল ফলেনা, সুতরাং তুমি মাটির ন্যায় হইয়া যাও। তাহা হইলে তোমার নম্রতার মাটি হইতে বিভিন্ন প্রকারের রং বেরঙের ফল ও ফুল ফলিত হইবে।

তাই আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদদের দোয়ায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ) এর دَقَائِقُ الْحَقَائِقِ কিতাবটির সরল বাংলা অনুবাদ লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। মাননীয় ওস্তাদগণের দোয়াই আমার একমাত্র পুঁজি ও সম্বল। যেহেতু নবীয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

اَنَا دُعَاءُ اَبِى اِبْرَاهِيْمَ ع وَبَشَارَةُ اَخِي عِيْسَى ع

আমি আমার পিতা হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) এর দোয়ার ফল এবং হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) এর সুসংবাদ এর প্রতিচ্ছবি। তাই আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদগণের মধ্য হইতে বিশেষ কয়েকজন ওস্তাদের নাম বরকত হাসিলের জন্য উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কেননা است بـراك بـآثـار الصالحين যেহেতু বৈধ তাহা হইলে است بـراك باسمآءهم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

নূরে মুহাম্মদী (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা

اَلْمُقَدَّمَةُ فِىْ بَيَانِ نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ .

قَدْ جَاءَ فِى الْخَبَرِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ شَجَرَةً وَلَهَا اَرْبَعَةُ اَغْصَانٍ فَسَمَّاهَا بِشَجَرَةِ الْيَقِيْنِ .

সকল প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের লালনকর্তা ও পালনকর্তা, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁহার প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তদীয় সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ ত'লা একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার চারটি কান্ড রহিয়াছে যেই বৃক্ষটির নাম হইল এক্বিনের বৃক্ষ।

ثُمَّ خَلَقَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حِجَابٍ مِّنْ نُّوْرِ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الطَّاؤُسِ وَوَضَعَهُ عَلٰى تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَسَبَّحَ عَلَيْهَا مِقْدَارَ سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ خَلَقَ مِرْاٰةَ الْحَيَاءِ فَوَضَعَ قُبَالَتَهُ فَلَمَّا نَظَرَ الطَّاؤُسُ فِيْهَا رَاٰى صُوْرَتَهُ اَحْسَنَ صُوْرَةٍ وَاَزْيَنَ هَيْئَاةٍ فَاسْتَحْىٰ مِنْ صُوْرَتِهِ فَسَجَدَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَارَ تِلْكَ السَّجْدَةُ فَرْضًا مُؤَقَّتًا فَامَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَ صَلَوَاةٍ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاُمَّتِهِ .

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নূর কে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আলোকময় উজ্জ্বল পর্দার মধ্যে যাহার আকৃতি হইল ময়ূরের আকৃতির ন্যায় এবং উহাকে সেই বৃক্ষটির উপর বসাইয়া রাখিলেন, তখন সেই ময়ূরটি উক্ত এক্বিন বৃক্ষের উপর বসা অবস্থায় সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ পাক ছুবহানুহু তা'লার তছবিহ পাঠে নিমগ্ন ছিলেন।

এর পর লজ্জার আয়না সৃজন করিয়াছেন এবং সেই হায়ার আয়নার প্রতি ময়ূরটি দৃষ্টি দিল তখন সে তাহাতে তাহার সুন্দর আকৃতি ও শরীরের মনোরম গঠন প্রকৃতি অবলোকন করিয়া তাহার ছুরতের উপর খুবই লজ্জিত হয় এবং পাঁচ বার সেজদায় ঝুঁকিয়া পড়ে। অতএব ঐ সিজদাগুলি ওয়াক্তিয়া ফরজে পরিণত হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাহার উম্মতগণকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ দিলেন।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى نَظَرَ اِلٰى ذَالِكَ النُّوْرِ فَتَعَرَّقَ حَيَاءً مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمِنْ عَرَقِ رَأْسِهٖ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ ، وَمِنْ عَرَقِ وَجْهِهٖ خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَاللَّوْحَ وَالْقَلَمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْحِجَابَ وَالْكَوَاكِبَ وَمَا كَانَ فِى السَّمَاءِ .

অতঃপর আল্লাহ তা'লা সেই নূরে মুহাম্মদী (সঃ) এর দিকে তাকাইলেন। ফলে সেই নূর আল্লাহ তা'লার লজ্জায় ঘার্মাক্ত হইয়া যায়। সর্ব শরীর হইতে অজস্র ঘাম বাহির হয়।

অতপর আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাহার মাথার ঘাম হইতে সমস্ত ফেরেশ্তা জাতিকে সৃষ্টি করেন এবং তাহার চেহারার ঘাম হইতে আরশ, কুরছী, লৌহ, ক্বলম, চন্দ্র, সূর্য, পর্দা, নক্ষত্ররাজি এবং আকাশে যত কিছু আছে তাহা সৃষ্টি করেন।

وَمِنْ عَرَقِ صَدْرِهٖ خَلَقَ الْاَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْعُلَمَاءَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ وَمِنْ عَرَقِ حَاجِبِهٖ خَلَقَ اُمَّتَهٗ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَمِنْ عَرَقِ اُذُنَيْهِ خَلَقَ اَرْوَاحَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ وَمَا اَشْبَهَ ذَالِكَ وَمِنْ عَرَقِ رِجْلَيْهِ خَلَقَ الْاَرْضَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَمَا فِيْهَا .

আর উহার বক্ষের ঘাম হইতে আম্বিয়া ও মুরছাল পয়গাম্বরগণ, আলেমগণ, শহীদগণ এবং নেক্কারগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয় চক্ষুর পলকের ঘাম হইতে তাঁহার উম্মতের মুমিন পুরুষ ও স্ত্রী ও মুসলমান নর নারী পয়দা করিয়াছেন আর উভয় কানের ঘাম হইতে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি পুজকদের রূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহা ইহাদের সদৃশ হয় তাহাদেরও। আর উভয় পায়ের ঘাম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ভূমন্ডল ও ইহাতে অবস্থিত সব কিছু।

ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُنْظُرْ اَمَامَكَ فَنَظَرَ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى اَمَامَهٗ نُوْرًا وَعَنْ وَرَائِهٖ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِهٖ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِهٖ نُوْرًا وَهُوَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ سَبَّحَ

سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ خَلَقَ نُوْرَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ اِلٰى ذَالِكَ النُّوْرِ فَخَلَقَ اَرْوَاحَهُمْ فَقَالُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

অতঃপর আল্লাহ তা'লা বলিলেন হে নূরে মুহাম্মদী! তুমি তোমার সামনের দিকে তাকাও, তখন নূরে মুহাম্মদী সামনের দিকে তাকাইলে দেখিতে পান সামনেও নূর এবং তাঁহার পেছনেও নূর, ডান দিকেও নূর, বাম দিকেও নূর। আর এই চার আলো হইল (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (২) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৩) হযরত ওসমান গনী (রাঃ) ও (৪) হযরত আলী (রাঃ)। অতঃপর তসবীহ পাঠ করিতে থাকে একাধিক্রমে সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত।

অতঃপর নূরে মুহাম্মদী হইতে সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) গণের নূরকে সৃষ্টি করেন। আবার ঐ নূরের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তাহাদের রূহসমূহ সৃষ্টি করেন। তাহারা সবাই বলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

ثُمَّ خَلَقَ قِنْدِيْلًا مِّنَ الْعَقِيْقِ الْاَحْمَرِ يُرٰى ظَاهِرُهٗ مِنْ بَاطِنِهٖ ثُمَّ خَلَقَ صُوْرَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَصُوْرَتِهٖ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ وَضَعَ فِىْ يَدِهِ الْقِنْدِيْلَ وَاَقَامَهٗ كَقِيَامِهٖ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ طَافَ الْاَرْوَاحُ حَوْلَ صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّحُوْا وَهَلَّلُوْا بِمِقْدَارِ مِأَةِ اَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ اَمَرَ الْاَرْوَاحَ لِيَنْظُرُوْا اِلَيْهَا كُلُّهُمْ.

এরপর লাল বর্ণের নিখুঁত আকিক পাথরের একখানা লাইট-ল্যাম্প তৈরী করেন যাহার ভিতরের দিক হইতে বাহিরের দিক দেখা যায়। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ছুরত তৈরী করেন তাঁহার পৃথিবীর ছুরতের মত। অতএব ঐ ল্যাম্পটি তাঁহার হাত মুবারকে রাখেন এবং ল্যাম্পটিকে নামাজের ক্বেয়ামের মত দন্ডায়মান করান। পরে সমস্ত রূহজগত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ছুরত আকৃতি মুবারকের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে এবং ছুবাহানাল্লা ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাকে অনবরত একলক্ষ বছর পর্যন্ত। ইহারপর আবার সমস্ত রূহকে ছুরতে মুহাম্মদী (সঃ) এর দিকে তাকাইবার নির্দেশ দিলেন।

فَمِنْهُمْ مَنْ رَاٰى رَأْسَهٗ فَصَارَ خَلِيْفَةً وَسُلْطَانًا بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَاٰى جَبْهَتَهٗ فَصَارَ اَمِيْرًا عَادِلًا . وَمِنْهُمْ مَنْ رَاٰى حَاجِبَيْهِ فَصَارَ نَقَّاشًا .

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى أُذُنَيْهِ فَصَارَ مُسْتَمِعًا وَمُقْبِلاً وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى عَيْنَيْهِ فَصَارَ حَافِظًا بِكَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى خَدَّيْهِ فَصَارَ مُحْسِنًا وَعَاقِلاً .

সুতরাং যাহারা তাঁহার মাথা মুবারক দেখিলেন তাঁহারা খলিফা ও বাদশাহ হইলেন মানুষের মাঝে। আর যাহারা তাঁহার মুখমন্ডলের দিকে তাকাইলেন তাঁহারা ন্যায় পরায়ন শাসক হইলেন। আর যাহারা তাঁহার চোখের (ভ্রু) পলকের দিকে তাকাইলেন তাহারা নক্শা অঙ্কনকারী (আর্টস মেন) হিসাবে পরিণত হইলেন। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার কান মুবারক দেখিলেন তাঁহারা শ্রবণকারী এবং অগ্রসরকারী হিসাবে পরিণত হইলেন। আর যাহারা তাঁহার উভয় চক্ষুর দিকে তাকাইলেন তাহারা হাফেজে কোরআন হইলেন। আর যাহারা তাহার গাল মুবারক দেখিলেন তাহারা হইলেন সাহায্যকারী ও বিবেকবান।

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى اَنْفَهُ فَصَارَ حَكِيْمًا وَطَبِيْبًا وَعَطَّارًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى شَفَتَيْهِ فَصَارَ حَسَنَ الْوَجْهِ مِنَ الرِّجَالِ وَزِيْرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى فَمَهُ فَصَارَ صَائِمًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى سِنَّهُ فَصَارَ رَسُوْلاً بَيْنَ السَّلَاطِيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى حَلْقَهُ فَصَارَ وَاعِظًا وَمُؤَذِّنًا وَنَاصِحًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى عُنُقَهُ فَصَارَ اَجْرًا .

নূরে মুহাম্মদী (সঃ) এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকারী রূহসমূহ হইতে যেই রূহ বা যাহারা তাঁহার পবিত্র নাসিকা দেখিয়াছেন তাহারা হাকিম, ডাক্তার ও আতর বিক্রেতা হইয়াছেন। আর যাহারা তাঁহার ওষ্ঠ মুবারক দেখিয়াছেন তাহারা পুরুষদের মধ্য হইতে উজ্জল ও সুন্দর চেহারার অধিকারী উজীর হইয়াছেন। আর যাহারা তাহার মুখমন্ডল শরীফ দেখিয়াছেন তাহারা রোজাদার হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার দাঁত মুবারক দেখিয়াছেন তাহারা রাজা বাদশাহ্র দূতে পরিণত হইয়াছেন। আর যাহারা তাহার কণ্ঠদেশ দর্শন করিয়াছেন তাহারা ওয়ায়েজ (বক্তা), মুয়াজ্জিন ও নসীহতকারী হইয়াছেন। আর যাহারা তাঁহার গৃবা মুবারক দেখিয়াছেন তাহারা ব্যবসায়ী হইয়াছেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى عَضُدَيْهِ فَصَارَ رَمَّاحًا وَسَيَّافًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى عَضُدَهُ الْاَيْمَنَ فَصَارَ حَجَّامًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى عَضُدَهُ الْاَيْسَرَ فَصَارَ جَلَّادًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى كَفَّهُ الْاَيْمَنَ فَصَارَ صَرَّافًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى كَفَّهُ الْاَيْسَرَ فَصَارَ كَيَّالاً وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى يَدَيْهِ فَصَارَ سَخِيًّا وَكَرِيْمًا .

যাহারা তাঁহার হাতের উভয় বাজু দেখিয়াছেন তাহারা তীর নিক্ষেপকারী ও তরবারীবাজ হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার ডান হাতের বাজু দেখিয়াছেন তাহারা নাপিত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার বাম হাতের বাজু দেখিয়াছেন তাহারা জল্লাদ হইয়াছে। যাহারা তাঁহার ডান হাতের তালু দেখিয়াছেন তাহারা অর্থ তছরূপকারী হইয়াছে। যাহারা তাহার বাম হাতের তালু দেখিয়াছেন তাহারা ওজনকারী হইয়াছেন। যাহারা তাহার দুই হাত দেখিয়াছেন তাহারা দানশীল ও সম্মানী হইয়াছেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى ظَهْرَ كَفِّهِ الْاَيْمَنِ فَصَارَ صَبَّاغًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى ظَهْرَ كَفِّهِ الْاَيْسَرِ فَصَارَ بَخِيْلاً وَلَئِيْمًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى اَنَامِلَهُ فَصَارَ كَاتِبًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى ظَهْرَ اَصَابِعَهُ الْيُمْنٰى فَصَارَ حَدَّادًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى ظَهْرَ اَصَابِعَهُ الْيُسْرٰى فَصَارَ خَيَّاطًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى صَدْرَهُ فَصَارَ عَالِمًا وَمُكَرَّمًا وَمُجْتَهِدًا .

যাহারা তাঁহার ডান হাতের পৃষ্ঠভাগ দেখিয়াছে তাঁহারা রং শিল্পী হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার বাম হাতের পৃষ্ঠ ভাগ দেখিয়াছেন তাহারা কৃপণ হইয়াছে। যাহারা তাঁহার আঙ্গুল মুবারক দর্শন লাভ করিয়াছে তাহারা লেখক হইয়াছে। যাহারা তাহার ডান আঙ্গুলী সমূহের পিছনের দিক দেখিয়াছে তাহারা কর্মকার/কামার হিসাবে পরিণত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার বাম আংগুলির পৃষ্ঠ ভাগ দেখিয়াছেন তাহারা দর্জী হইয়াছেন। আর যাহারা তাঁহার বক্ষ মুবারক দেখিয়াছেন তাহারা আলেম, সম্মানী ও মুজতাহীদ হইয়াছেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى ظَهْرَهُ فَصَارَ مُتَوَاضِعًا وَمُطِيْعًا بِاَمْرِ الشَّرْعِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى جَنْبَيْهِ فَصَارَ غَازِيًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى بَطْنَهُ فَصَارَ قَانِعًا وَزَاهِدًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى رُكْبَتَيْهِ فَصَارَ سَاجِدًا وَرَاكِعًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى رِجْلَيْهِ فَصَارَ صَيَّادًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَصَارَ مَاشِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى ظِلَّهُ فَصَارَ مُغَنِّيًا وَصَاحِبَ الطَّنْبُوْرِ .

যাহারা তাহার পৃষ্ঠ দেখিয়াছেন তাহারা বিনয়ী ও শরীয়তের আদেশ পালনকারী হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার পাঁজর দেখিয়াছেন তাহারা গাজী হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার পেট মুবারক দেখিয়াছেন তাঁহারা অল্পে তুষ্ট ও পরহেজগার হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার হাঁটু দুইটি দেখিয়াছেন তাহারা সেজদাকারী ও রুকূকারী হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার পদদ্বয় দেখিয়াছেন তাহারা শিকারী হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার পায়ের নীচের অংশ দেখিয়াছেন তাহারা পদব্রজী হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার ছায়া দেখিয়াছেন তাহাদের গায়ক ও বাদক হইয়াছেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى وَلَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهِ فَصَارَ مُبْتَدِعًا وَيَهُوْدِيًّا وَنَصْرَانِيًّا وَكَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى وَلَمْ يَنْظُرْ فَصَارَ مُدَّعِيًا بِالرَّبُوْبِيَّةِ كَالْفَرَاعِنَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُفَّارِ. اِعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الصَّلٰوةَ عَلٰى صُوْرَةِ اَحْمَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقِيَامُ كَالْاَلِفِ وَالرُّكُوْعُ كَالْحَاءِ وَالسُّجُوْدُ كَالْمِيْمِ وَالْقُعُوْدُ كَالدَّالِ وَخَلَقَ الْخَلْقَ عَلٰى صُوْرَةِ اِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّأْسُ مُدَوَّرٌ كَالْمِيْمِ وَالْيَدَانِ كَالْحَاءِ وَالْبَطْنُ كَالْمِيْمِ وَالرِّجْلَانِ كَالدَّالِ وَلَا يَخْلُقُ اَحَدًا مِّنَ الْكَفَرَةِ عَلٰى صُوْرَةِ بَلْ يُبَدِّلُ صُوَرَتَهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْخِنْزِيْرِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

আর যাহারা গভীর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকায় নাই তাহারা বেদআতী, ইহুদী, নছরানী এবং কাফের হইয়াছে। যাহারা অন্য মনস্ক/বেখায়ালী অবস্থায় দেখিয়াছে তাহারা খোদায়ী দাবীকারী হইয়াছে যেমন ফিরআউন ও অন্যান্য কাফিরগণ।

জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'লা নামাজকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র নাম احمد শব্দ এর মত সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন কিয়াম বা দাঁড়ানো "الف"এর মত রুকু "ح" এর মত, সিজদা "م" এর মত, বৈঠক "د" এর মত। হযরত "محمد"(সঃ) এর নাম এর আকৃতিতে সৃষ্টজীবকে সৃজন করিয়াছেন যথা মাথা হল "م" এর মত গোল, উভয় হাত "ح" এর মত, পেট "م" এর মত, আর উভয় পা হল "د" এর মত।

কোন কাফির কে তাহার আকৃতিতে পয়দা করিবেন না বরং তাহাদের ছুরৎকে শুকরের আকৃতিতে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। (সঠিক তথ্য আল্লাহর অধিক জ্ঞাত)।

www.AmarIslam.com

প্রথম অধ্যায়

হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ فِىْ ذِكْرِ تَخْلِيْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تُرَابِ اَقَالِيْمِ الدُّنْيَا فَرَأْسُهُ مِنْ تُرَابِ الْكَعْبَةِ وَصَدْرُهُ مِنْ تُرَابِ الْوَهْنَاءِ وَظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ مِنْ تُرَابِ الْهِنْدِ وَيَدَيْهِ مِنْ تُرَابِ الْمَشْرِقِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تُرَابِ الْمَغْرِبِ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তা'লা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবীর সব রাজ্যের মাটি দ্বারা। অতএব তাঁহার মাথা তৈরী করিয়াছেন কা'বা শরীফের মাটি দ্বারা, তাহার বক্ষ তৈরী করিয়াছেন ওহানার মাটি দ্বারা, পিঠ ও পেট তৈরী করিয়াছেন ভারতের মাটি দ্বারা, উভয় হাত বানাইয়াছেন পূর্ব প্রান্তের মাটি দ্বারা আর উভয় পা সৃষ্টি করিয়াছেন পশ্চিম সীমান্তের মাটি দ্বারা।

قَالَ وَهْبٌ رضـ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْاَرْضِ السَّبْعِ فَرَأْسُهُ مِنَ الْاُوْلٰى وَعُنُقَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ وَصَدْرُهُ مِنَ الثَّالِثَةِ وَيَدَيْهِ مِنَ الرَّابِعَةِ وَظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ مِنَ الْخَامِسَةِ وَفَخِذَيْهِ مِنَ السَّادِسَةِ وَسَاقَيْهِ وَقَدَمَيْهِ مِنَ السَّابِعَةِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَأْسَهُ مِنْ تُرَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَوَجْهَهُ مِنْ تُرَابِ الْجَنَّةِ وَاَسْنَانَهُ مِنْ تُرَابِ الْهِنْدِ وَعَظْمَهُ مِنْ تُرَابِ الْجَبَلِ وَعُقْدَتَهُ مِنْ تُرَابِ الْبَابِلِ وَظَهْرَهُ مِنْ تُرَابِ الْعِرَاقِ وَقَلْبَهُ مِنْ تُرَابِ الْفِرْدَوْسِ وَلِسَانَهُ مِنْ تُرَابِ الطَّائِفِ وَعَيْنَيْهِ مِنْ تُرَابِ حَوْضِ الْكَوْثَرِ.

হযরত ওহাব (রাঃ) ইবনে মুনাব্বাহ্ বলিয়াছেন আল্লাহ তা'লা হযরত আদম (আঃ) কে সাত তবকা জমিন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মাথা তৈরী করিয়াছেন প্রথম তব্কা হইতে, গর্দান তৈরী করিয়াছেন দ্বিতীয় তব্কা হইতে, তাহার বক্ষ তৈরী করিয়াছেন তৃতীয় তব্কা হইতে, উভয় হাত চতুর্থ তব্কা হইতে, পিঠ ও পেট তৈরী করিয়াছেন পঞ্চম তব্কা হইতে, উভয় রান তৈরী করিয়াছেন ষষ্ঠ তব্কা হইতে, উভয় পা সপ্তম তব্কা হইতে তৈরী করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তালা তাঁহার মাথা তৈরী করিয়াছেন বাইতুল মুকাদ্দিসের মাটি হইতে; চেহারা তৈরী করিয়াছে বেহেশতের মাটি হইতে,

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

দাঁত তৈরী করিয়াছেন, ভারতের মাটি হইতে, হাড়্ডী তৈরী করিয়াছেন পাহাড়ের মাটি হইতে, আর গিড়া তৈরী করিয়াছেন বাবেল শহরের মাটি হইতে, পিঠ তৈরী করিয়াছেন ইরাকের মাটি হইতে, কলব তৈরী করিয়াছেন জান্নাতুল ফিরদাউসের মাটি হইতে, জিহ্বা তৈরী করিয়াছেন তায়েফ এর মাটি হইতে এবং তাঁহার উভয় চক্ষু তৈরী করিয়াছেন হাউজে কাউছারের মাটি হইতে।

وَلَمَّا كَانَ رَأْسُهُ مِنْ تُرَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لَا جَرَمَ صَارَ مَوْضَعُ الْعَقْلِ وَالْعَظْمَةِ وَالنُّطْقِ وَلَمَّا كَانَ وَجْهُهُ مِنْ تُرَابِ الْجَنَّةِ صَارَ مَوْضَعَ الزِّيْنَةِ وَلَمَّا كَانَ عَيْنَاهُ مِنْ تُرَابِ حَوْضِ الْكَوْثَرِ صَارَ مَوْضَعَ الْمَلَاحَةِ وَلَمَّا كَانَ اَسْنَانُهُ مِنْ تُرَابِ الْهِنْدِ صَارَ مَوْضَعَ الْحَلَاوَةِ وَلَمَّا كَانَ ظَهْرُهُ مِنْ تُرَابِ الْعِرَاقِ صَارَ مَوْضَعَ الْقُوَّةِ .

আর তাহার মাথা বাইতুল মুকাদ্দিসের মাটি হইতে সৃষ্টি করায় উহা আকল, সম্মান ও কথাবার্তা বলার আধারে পরিণত হইল। তাঁহার চেহারা বেহেশ্তের মাটি হইতে সৃজন হওয়ায় উহা সৌন্দর্যের আধারে পরিণত হইয়াছে। আর তাহার উভয় চক্ষু হাউজে কাউছারের মাটি হইতে তৈরী করায় মনোহর হইয়াছে আর তাহার দাঁত ভারতের মাটি হইতে তৈরী হওয়ায় মিষ্টি ও পরিপাটি হইয়াছে। আর তাহার পিঠ ইরাকের মটি হইতে তৈয়ার হওয়ায় তাহা শক্তির আধারে পরিণত হইয়াছে।

وَلَمَّا كَانَ عُقَدُهُ مِنْ تُرَابِ الْبَابِلِ صَارَ مَوْضَعَ الشَّهْوَةِ وَلَمَّا كَانَ عَظْمُهُ مِنْ تُرَابِ الْجَبَلِ صَارَ مَوْضَعَ الصَّلَابَةِ وَلَمَّا كَانَ قَلْبُهُ مِنْ تُرَابِ الْفِرْدَوْسِ صَارَ مَوْضَعَ الْاِيْمَانِ ، وَلَمَّا كَانَ لِسَانُهُ مِنَ الطَّائِفِ صَارَ مَوْضَعَ الشَّهَادَةِ .

আর গিড়া যেহেতু বাবেল শহরের মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন তাই উহা কামনার আধার হইয়াছে। হাড্ডি যখন পাহাড়ের মাটি হইতে তৈয়ার হইয়াছে উহা শক্ত ও মজবুত স্থান হইয়াছে। আর তাহার অন্তর যখন জান্নাতুল ফেরদাউসের মাটি হতে সৃষ্টি হইয়াছে তাই উহা ঈমানের স্থান হইয়াছে। আর জিহ্বা যখন তায়েফ এর মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে তাই উহা শাহাদাত এর স্থান হইয়াছে।

وَجَعَلَ فِيْهِ تِسْعَةَ اَبْوَابٍ فِيْ رَأْسِهِ عَيْنَاهُ ، اُذُنَاهُ ، مَنْخَرَاهُ ، وَفَمُهُ ، وَاثْنَيْنِ فِيْ بَدَنِهِ قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ .

আর আল্লাহ তা'লা আদমের (আঃ) মধ্যে নয়টি দরজা তথা ছিদ্র তৈয়ার করিয়াছেন। সাতটি মাথার মধ্যে (১-২) দুইটি চক্ষু (৩-৪) দুইটি কর্ণ, (৫-৬)

দুইটি নাসিকা, (৭) মুখ আর দুইটি ছিদ্র শরীরের নিম্ন ভাগে তাহা হইলঃ (১) পেশাবের স্থান (২) পায়খানার স্থান।

وَقَالَ الْعَطَاءُ (رح) جَمِيْعُ الْحَوَاسِّ خَمْسَةٌ وَقِيْلَ سِتَّةٌ فَالْبَصَرُ فِي الْعَيْنِ ، وَالسَّمْعُ فِي الْاُذُنِ ، وَالذَّوْقُ فِي الْفَمِ ، وَالشَّمُّ فِي الْاَنْفِ ، وَاللَّمْسُ فِي الْيَدَيْنِ ، وَالْمَشْيُ فِي الرِّجْلَيْنِ .

আতা (রঃ) বলিয়াছেন মানব শরীরে সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি হইল পাঁচটি, কেহ কেহ বলিয়াছেন ছয়টি যে (১) দৃষ্টি শক্তি চক্ষে, (২) শ্রবণ শক্তি কানে, (৩) স্বাদ আস্বাদনের শক্তি মুখে, (৪) নাকে ঘ্রাণ শক্তি (৫) হাত দুইটিতে স্পর্শ শক্তি এবং (৬) চলন শক্তি রহিয়াছে দুই পায়ের মধ্যে।

وَقَالَ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّنْفُخَ الرُّوْحَ فِيْ اٰدَمَ اَمَرَ الرُّوْحَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ وَيُقَالُ مِنْ دِمَاغِهِ فَاسْتَدَارَ فِيْهِ مِقْدَارَ مِأَتَىْ سَنَةٍ .

তিনি আরও বলেন যখন আল্লাহ তা'লা আদম (আঃ) এর মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন রূহকে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য বলিলেন। বর্ণিত আছে, মাথার মগজ এর দিক দিয়া রূহ প্রবেশ করিল এবং দুইশত বছর পর্যন্ত মাথার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

ثُمَّ نَزَلَ فِي الْعَيْنَيْنِ فَنَظَرَ اِلٰى نَفْسِ فَرَاٰى كُلَّهَا طِيْنًا فَلَمَّا بَلَغَ اِلٰى اُذُنَيْهِ سَمِعَ تَسْبِيْحَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ نَزَلَ اِلٰى خَاشِمِهِ فَعَطَسَ فَقَبْلَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ عِطَاسِهِ لَقَّنَهُ اللّٰهُ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ . فَاَجَابَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا اٰدَمُ ثُمَّ نَزَلَ اِلٰى صَدْرِهِ فَعَاجَلَ الْقِيَامَ فَلَمْ يُمْكِنْهُ ذَالِكَ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا . فَلَمَّا وَصَلَ اِلٰى جَوْفِهِ اِشْتَهَى الطَّعَامَ .

তারপর রূহ আদম (আঃ) এর মাথা হইতে চক্ষুর দিকে নামিয়া আসিল, তখন তাঁহার ব্যক্তিসত্ত্বার দিকে নজর করিলে দেখিতে পায় যে তাঁহার সমস্ত শরীর মাটিরই। অতপর যখন রূহ তাঁহার উভয় কান পর্যন্ত পৌছিল তখন তিনি ফিরিশ্তাদের জিকির ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

অতঃপর যখন রূহ তাঁহার নাকের ছিদ্রদ্বয়ে নামিয়া আসিল তখন তিনি হাঁচি দিলেন। হাঁচি হইতে অবসর হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'লা তাঁহাকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শিখাইয়া দিলেন। তদুত্তরে তাহাকে আল্লাহ পাক বলিলেন, (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ) হে আদম তোমার উপর আল্লাহ রহমত করুন।

অতঃপর রূহ যখন তাহার বুকে নামিয়া আসিল তখন তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়াইতে মনস্থ করিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব হইল না।

এই ব্যাপারে আল্লাহর বাণী রহিয়াছে যে "মানুষ নেহায়েত অধৈর্য্য" রূহ যখন তাঁহার পেটে পৌছিল তখন তিনি ক্ষুধা অনুভব করিলেন।

ثُمَّ انْتَشَرَ الرُّوْحُ فِي الْجَسَدِ كُلِّهٖ فَصَارَ لَحْمًا وَدَمًا ، وَعَرَقًا وَعِصَابَةً. ثُمَّ كَسَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِبَاسًا مِّنْ ظُفُرٍ تَزِيْدُ كُلَّ يَوْمٍ حُسْنًا . فَلَمَّا قَارَبَ الذَّنْبَ بَدَّلَ هٰذَا الظُّفْرُ وَبَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فِيْ اَنَامِلِهٖ لِيَذْكُرَ بِذَالِكَ .

তৎপর রূহ তাঁহার সমস্ত শরীরে প্রসার লাভ করিল তখন তাঁহার শরীর গোশ্‌ত, রক্ত, ধমনী, স্নায়ুতে পরিপূর্ণ হইল। তখন নখ নির্মিত পোশাকের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করা হইল যাহাতে দিন দিন তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর যখন দোষনীয় কার্যের নিকটবর্তী হইলেন তখন তাহার নখের আবরণ চর্মে পরিবর্তিত হইল এবং সেই অবস্থার স্মৃতি স্বরূপ প্রতিটি অংগুলির অগ্রভাগে সামান্য নখ বাকী রহিল যাহাতে সেই সময়ের কথা স্মরণ করেন।

فَلَمَّا اَتَمَّ اللّٰهُ خَلْقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ وَاَلْبَسَهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّةِ وَنُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ جَبْهَتَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ رَفَعَ عَلَى السَّرِيْرِ وَحَمَلَهُ عَلٰى اَعْنَاقِ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اللّٰهُ لَهُمْ طُوْفُوْا بِهٖ فِي السَّمٰوَاتِ لِيَرٰى عَجَائِبَهَا وَمَا فِيْهَا فَيَزْدَادُ يَقِيْنًا فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى اَعْنَاقِهَا وَطَافُوْا بِهٖ فِي السَّمٰوَاتِ مِقْدَارَ مِأَةِ عَامٍ .

অতঃপর যখন আল্লাহ তা'লা হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করিলেন এবং রূহকে তাঁহার মধ্যে ফুঁক দিলেন, বেহেশ্‌তী পোশাক তাহাকে পরিধান করাইলেন, তখন তাঁহার কপালে মুহাম্মদ (সঃ) এর নূর পূর্ণিমার চাঁদের মত চক্ চক্ করিতেছিল। এর পর তাহাকে একটি পালং (খাট) এর উপর তুলিয়া ফেরেশ্‌তাগণ সেই পালংকে তাহাদের কাঁধে উঠাইয়া লইলেন। আল্লাহ তা'লা ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন আদম (আঃ) কে আসমানের সকল আশ্চর্য বস্তু দেখাইয়া দেওয়ার জন্য প্রদক্ষিণ করাইয়া আনে, যাহাতে তিনি নিজের একীন ও বিশ্বাসকে শক্তিশালী করিতে সমর্থ হইবেন। ফেরেশ্‌তারা বলিলেন হে প্রভু! আমরা শুনিয়াছি ও মানিয়াছি। তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে কাঁধে তুলিয়া সমস্ত আসমানী জগতে শত বৎসর পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সমস্ত কুদরতির আশ্চর্য জিনিসসমূহ দেখাইলেন।

www.AmarIslam.com

ثُمَّ خَلَقَ فَرَسًا مِّنَ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ يُقَالُ لَهُ مَيْمُوْنَةُ ، وَلَهَا جَنَاحَانِ مِنَ الدُّرِّ وَالْمَرْجَانِ .

পরে আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জত সুগন্ধি-মিশ্‌ক দ্বারা একটি ঘোড়া সৃষ্টি করিলেন। সেই ঘোড়ার নাম ছিল মায়মুন, ঘোড়াটির দুইটি ডানা ছিল একটি মুক্তার, দ্বিতীয়টি মারজান পাথরের।

فَرَكِبَهَا آدَمُ وَجِبْرَائِيْلُ اَخَذَ بِلِجَامِهَا وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاِسْرَافِيْلُ عَنْ يَسَارِهٖ وَطَافُوْا بِهٖ فِي السَّمٰوَاتِ كُلِّهَا وَهُوَ يُسَلِّمُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا آدَمُ هٰذِهٖ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

অতঃপর সেই ঘোড়ায় আদম (আঃ) সওয়ার হইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) লেগাম ধরিলেন, হযরত মিকাইল (আঃ) ছিলেন তাঁহারা ডান দিকে আর বামে ছিলেন হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ)। তাঁহারা তাঁহাকে নিয়া আস্‌মানসমূহে ঘুরিতে লাগিলেন। আদম (আঃ) ফেরেশ্‌তাগণকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া সালাম দিলেন। আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে বলিলেন হে আদম! ইহা হইল তোমার এবং তোমার মু'মিন সন্তান সন্তুতির একে অপরকে সম্বর্ধনা করার নিয়ম এবং এই নীতি কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের মাঝে প্রচলিত থাকিবে।

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিরিশতার বৃত্তান্ত

اَلْبَابُ الثَّانِىْ فِىْ ذِكْرِ "الْمَلَائِكَةِ"

اِعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ اَرْبَعَةً اِسْرَافِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَ جِبْرَائِيْلُ وَعَزْرَائِيْلُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَجَعَلَ اِلَيْهِمْ اُمُوْرَ الْخَلَائِقِ تَدْبِيْرَهُمْ وَ تَدْبِيْرَ الْعَالَمِ. فَجَعَلَ جِبْرَائِيْلَ صَاحِبَ الرِّسَالَةِ وَمِيْكَائِيْلَ صَاحِبَ الْاَمْطَارِ وَالْاَرْزَاقِ ، وَعَزْرَائِيْلَ صَاحِبَ الْاَرْوَاحِ وَاِسْرَافِيْلَ صَاحِبَ الْقَرْنِ .

জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'লা চার জন ফিরিশতা ইস্‌রাফিল্, মিকাঈল, জিব্রাঈল, ও আজরাঈল (আলাইহিমুচ্ছালাম) কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের উপর সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় কাজ-কর্ম এবং পৃথিবী পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। ওহী ও রিসালতের কাজ জিব্রাইল (আঃ) এর হাতে, বৃষ্টি বর্ষণ ও রিজিকের ভার মিকাঈল (আঃ) হাতে , রূহ কব্জা করার ভার আজরাঈল (আঃ)-এর হাতে এবং সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার ভার হযরত ইসরাফিল (আঃ) হাতে সোপর্দ করেন।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى ان يُعْطِيَهُ قُوَّةَ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ وَّسَبْعَ اَرَضِيْنَ فَاَعْطَاهُ. وَقُوَّةَ الرِّيَاحِ وَقُوَّةَ الْجَبَلِ فَاَعْطَاهُ. وَقُوَّةَ الثَّقَلَيْنِ فَاَعْطَاهُ. وَقُوَّةَ السِّبَاعِ فَاَعْطَاهُ. وَخَلَقَ مِنْ قَدَمَيْهِ اِلٰى رَأْسِهِ شُعُوْرًا وَاَفْوَاهُهُ وَاَلْسِنَتُهُ مُغَطّٰى. وَيُسَبِّحُ بِكُلِّ لِسَانٍ بِاَلْفِ اَلْفِ لُغَةٍ. وَخَلَقَ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَلَكًا يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَكِرَامًا كَاتِبُوْنَ وَهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে ইসরাফিল (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলেন হে আল্লাহ! আমাকে সপ্ত আকাশের ও সপ্ত জমিনের শক্তি দান করুন, আল্লাহ তা'লা তাহা দান করিলেন। তারপর বাতাস ও পাহাড় এর শক্তি চাহিলে তাহাও দান করিলেন। পুনরায় সমস্ত জ্বিন-ইনসানের শক্তির আবেদন করিলে তাহাও দান করিলেন। হিংস্র জন্তুর শক্তির প্রার্থনা করিলে তাহাও আল্লাহ তা'লা তাহাকে দান করিলেন। তাঁহার উভয় পা হইতে মাথা পর্যন্ত লোম দ্বারা আবৃত, মুখ ও জিহবা ডানা দ্বারা আবৃত। তাঁহার প্রত্যেক লোমে হাজার হাজার চেহারা, প্রত্যেক চেহারায় রয়েছে হাজার হাজার মুখ, প্রত্যেক মুখে আছে হাজার

হাজার জিহ্‌বা, প্রতিটি জিহবা দ্বারা শত সহস্র ভাষায় আল্লাহ তা'লার তসবীহ পাঠ করিতেছে। তাহার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে একজন ফিরিশতা পয়দা হইতেছে যাহারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার তসবীহ পাঠে নিমগ্ন। ইহারাই হইতেছেন আল্লাহর খাছ দরবারের ফিরিশতা, আরশ বহনকারী ও কিরামন কাতেবীন ফিরিশতা, তাঁহারা সবাই হযরত ইসরাফিল (আঃ) এর আকৃতিতে ভূষিত।

وَيَنْظُرُ اِسْرَافِيْلُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اِلٰى جَهَنَّمَ فَيَذُوْبُ وَيَصِيْرُ كَوَتَرِ الْقَوْسِ وَيَبْكِىْ وَيَتَضَرَّعُ. وَلَوْلَا اَذِنَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْعَ بُكَاءِهٖ وَدُمُوْعِهٖ لَامْلَئَتِ الْاَرْضَ فَصَارَ بِدُمُوْعِهٖ كَطُوْفَانِ نُوْحٍ عـ وَمِنْ عَظْمَتِهٖ اَنَّهُ لَوْ صُبَّ مَاءُ جَمِيْعِ الْبِحَارِ وَالْاَنْهَارِ عَلٰى رَأْسِهٖ مَا وَقَعَتْ قَطْرَةٌ عَلَى الْاَرْضِ .

হযরত ইসরাফিল (আঃ) প্রতিদিন তিনবার করিয়া দোযখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ইহাতে তাঁহার শরীর গলিয়া ধনুকের ছিলার মত হইয়া যায়। তিনি বিনয়ের সহিত ক্রন্দন করিতে থাকেন। আল্লাহ তা'লা যদি তাহাকে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিতে বাধা না দিতেন তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার চোখের পানিতে ভাসিয়া যাইত, হযরত নুহ (আঃ)-এর তুফানের মত।

হযরত ইসরাফিল (আঃ) এর শরীর এত যে বৃহদাকারের যদি দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্র ও নদী-নালার পানি তাঁহার মস্তকের উপর ঢলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়িবে না।

فَصْلٌ: اَمَّا مِيْكَائِيْلُ عـ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَعْدَ اِسْرَافِيْلَ عـ خَمْسَ مِأَةِ عَامٍ وَمِنْ رَأْسِهٖ اِلٰى قَدَمَيْهِ شُعُوْرٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَاَجْنِحَتُهُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَعَلٰى كُلِّ شَعْرٍ اَلْفُ اَلْفِ لِسَانٍ وَعَلٰى كُلِّ لِسَانٍ اَلْفُ اَلْفِ عَيْنٍ يَبْكِىْ بِكُلِّ عَيْنٍ رَحْمَةً لِلّٰهِ عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَبِكُلِّ لِسَانٍ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فَيَمْطُرُ مِنْ كُلِّ عَيْنَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ قَطْرَةٍ فَيَخْلُقُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا عَلٰي صُوْرَةِ مِيْكَائِيْلَ عـ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَسْمَائُهُمْ كُرُوْبِيُّوْنَ وَهُمْ اَعْوَانُ مِيْكَائِيْلَ عـ وَهُمْ مُوَكَّلُوْنَ عَلَى الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَالْاَرْزَاقِ وَالْاَثْمَارِ .فَمَا مِنْ قَطْرَةٍ فِى الْبِحَارِ وَلَا ثَمَرَةٍ عَلَى الْاَشْجَارِ وَلَانَبَاتٍ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا وَعَلَيْهَا مُوَكَّلٌ.

মিকাঈল (আঃ) কে আল্লাহ তা'লা ইসরাফিল (আঃ) এর পাঁচ শত বছর পরে পয়দা করিয়াছেন। তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত জাফরানি লোম দ্বারা আবৃত। তাহার ডানা পান্নার তৈরী। তাহার প্রতিটি লোমে হাজার হাজার চেহারা, প্রতিটি

চেহারাতে হাজার হাজার মুখ, প্রতিটি মুখে হাজার হাজার জিহ্বা, প্রতিটি জিহ্বায় হাজার হাজার ভাষা। আবার জিহবাতে হাজার হাজার চক্ষুও রহিয়াছে সেই চক্ষু দিয়া গুনাহগার মুমিনের জন্য দয়া ও করুণা করার জন্য আল্লাহর দরবারে রহমতের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। আর প্রত্যেক জিহবা দিয়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাহিতে থাকে। ক্রন্দনের সময় প্রতিটি চক্ষু হইতে সত্তর হাজার পানির ফোটা পড়িতে থাকে সেই প্রত্যেক ফোটা হইতে এক একজন ফিরিশতা তৈরী হয় হযরত ইসরাফিল (আঃ) এর আকৃতিতে। তাহারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকিবে। ইহাদিগকে "কাররুবিউন" বলা হয় ইহারা মিকাঈল (আঃ) এর সহযোগী ফিরিশতা। ইহারা বৃষ্টি বর্ষণ, শস্যাদি-উৎপাদন, রিজিক ও ফল ফলাদির কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সমুদ্রের প্রতি বিন্দু পানির জন্য, বৃক্ষের প্রতিটি ফলের জন্য, জমিনের প্রত্যেক উদ্ভিদের কাজে একজন করিয় নিযুক্ত ফিরিশতা হইলেন তাহারাই।

فَصْلٌ: اَمَّا جِبْرَائِيْلُ فَخَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَعْدَ مِيْكَائِيْلَ خَمْسَ مِأَةِ عَامٍ وَلَهُ اَلْفٌ وَسِتُّ مِأَةِ جَنَاحٍ وَمِنْ رَأْسِهِ اِلٰى قَدَمَيْهِ شُعُوْرٌ مِّنَ الزَّعْفَرَانِ وَشَمْسٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَلٰى كُلِّ شَعْرٍ قَمَرٌ وَكَوَاكِبُ وَهُوَ كُلَّ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِىْ بَحْرِ النُّوْرِ ثَلٰثَ مِأَةٍ وَّسِتِّيْنَ مَرَّةً فَاِذَا خَرَجَ مِنْهُ. سَقَطَ مِنْ اَجْنِحَتِهِ قَطْرَاتٌ . فَتَخَلَّقَ اللّٰهُ مِنْهَا مَلَكًا عَلٰى صُوْرَةِ جِبْرَائِيْلَ ع يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَسْمَائُهُمْ اَلرُّوْحَانِيُّوْنَ وَاَمَّا صُوْرَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ فَصُوْرَةُ اِسْرَافِيْلَ ع فِى الْوَجْهِ وَالْاَلْسِنَةِ وَالْاَجْنِحَةِ.

আর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে আল্লাহ তা'লা হযরত মিকাঈল (আঃ) এর পাঁচশত বছর পরে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার একহাজার ছয়শত পাখা আছে, তাঁহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর জাফরানী লোমে আবৃত। তাহার উভয় চোখের সামনে একটি সূর্য্য আছে, আর প্রতিটি লোমের উপর এক একটি চন্দ্র ও নক্ষত্র রহিয়াছে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রতিদিন (৩৬০) তিনশত ষাটবার নূরের সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করেন, উহা হইতে যখন তিনি বাহির হন তখন তাহার ডানা হইতে অনেক অনেক নূরের ফোটা ঝড়িয়া পড়ে। সেই নূরের প্রতিটি ফোটা হইতে তাঁহার অবিকল আকৃতি এক একটি ফিরিশতা আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেন। তাহারা সবাই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহর তসবীহ পাঠে নিয়োজিত। তাহাদের নাম হইল "রুহানিয়্যুউন"। আর মালাকুল মউত আয্‌রাঈল (আঃ)-এর আকৃতি হুবহু ইসরাফিল (আঃ)-এর ই আকৃতি। তাহার চেহারা, জিহবা, ডানা সব কিছু ইসরাফিল (আঃ) এর অনুরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর সৃষ্টি কাহিনী

اَلْبَابُ الثَّالِثُ فِىْ تَخْلِيْقِ الْمَوْتِ

جَاءَ فِى الْخَبَرِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمَوْتَ بِاَلْفِ اَلْفِ حِجَابٍ وَعَظْمَتُهُ اَكْبَرُ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ ، وَلَقَدْ يُشَدُّ بِسَبْعِيْنَ اَلْفَ سِلْسِلَةٍ وَكُلُّ سِلْسِلَةٍ طُوْلُهَا اَلْفُ عَامٍ لَا تَقْرُبُ مَلَائِكَةٌ وَلَا يَعْلَمُوْنَ مَكَانَهُ وَلَا يَسْمَعُوْنَ صَوْتَهُ وَلَا يَدْرُوْنَ مَا هُوَ اِلٰى وَقْتِ آدَمَ خَلِيْفَةِ اللّٰهِ فَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ مَا لِلْمَوْتِ فَاَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْحِجَابَ فَكُشِفَتْ حَتّٰى رَاٰى الْمَوْتَ .

হাদিস শরীফে নবী করিম (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'লা মওতকে হাজার হাজার পর্দার আড়ালে পয়দা করিলেন, তাহার শরীর ছিল সমস্ত আসমান ও সমস্ত জমীন হইতে অনেক গুন বড়। সেছিল সত্তর হাজার শিকলে বাঁধা সেই শিকলগুলির দৈঘ্য ছিল হাজার বছরের দূরুত্ব। ফিরিশতারা তাহার নিকটে পৌছিতে অক্ষম, তাহার অবস্থানের বিষয়েও তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তাহার কোন আওয়াজও তাহারা শুনে নাই।

আদম (আঃ) খলিফতুল্লা- এর সৃষ্টির সময় পর্যন্ত মওত কি জিনিস তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তখন আল্লাহ তা'লা মালাকুল মওত এর প্রভাব তাহার উপর আরোপ করিলেন। তখন মালাকুল মওত জিজ্ঞাসা করিলেন মওত কি? আল্লাহ তা'লা তখন পর্দা সরাইতে আদেশ দিলেন। পর্দা সরাইয়া দেওয়া হইলে মালাকুল মওত তাহাকে (মওতকে) দেখিতে পাইলেন।

فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْمَلَائِكَةِ قِفُوْا فَانْظُرُوْا هٰذَا الْمَوْتَ فَوَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْمَوْتِ طِرْ عَلَيْهِمْ بِاَجْنِحَةٍ كُلِّهَا وَافْتَحْ اَعْيُنَكَ. فَلَمَّا طَارَ الْمَوْتُ نَظَرَ الْمَلَائِكَةُ فَخَرُّوْا مَغْشِيًّا عَلَيْهِمْ بِاَلْفِ عَامٍ. فَلَمَّا اَفَاقُوْا قَالُوْا رَبَّنَا اَخَلَقْتَ اَعْظَمَ مِنْ هٰذَا خَلْقًا؟ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَنَا خَلَقْتُهُ وَاَنَا اَعْظَمُ وَقَدْ يَذُوْقُ مِنْهُ كُلُّ خَلْقٍ .

আল্লাহ তা'লা সকল ফিরিশতাকে ধীরস্থির ভাবে দাঁড়াইয়া মওতকে দেখিতে হুকুম দিলেন। তাঁহারা সকলে দাঁড়াইয়া মওতকে মনোযোগ সহকারে দেখিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'লা মওতকে সমস্ত পাখা মেলিয়া ও চক্ষু খুলিয়া ফিরিশতাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়ার পর মওত উড়িয়া গেল। তাঁহার ভয়ংকর আকৃতি এবং প্রভাব দেখিয়া ফিরিশতারা এক হাজার বছর পর্যন্ত বেহুশ হইয়া রহিল, পরে যখন হুঁশে আসিল তখন তাহার। বলিলেন হে আমাদের প্রভু! আপনি ইহার চাইতে কি আরও বড় আকৃতির কোন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন? আল্লাহ তা'লা বলিলেন আমি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই ইহার চাইতে বড়। প্রত্যেক প্রাণীই তাহার স্বাদ গ্রহণ করিবে।

قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى يَا عَزْرَائِيْلُ قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِلٰهِىْ بِاَىِّ قُوَّةٍ اٰخُذُهُ فَاِنَّهُ عَظِيْمٌ. فَاَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قُوَّةً فَاَخَذَ الْمَوْتَ فَسَكَنَ الْمَوْتُ. وَقَالَ يَارَبِّ ائْذَنْ لِّىْ حَتّٰى اُنَادِىَ فِى السَّمَاءِ مَرَّةً فَاَذِنَ لَهُ فَنَادَ الْمَوْتُ بِاَعْلٰى صَوْتٍ .

অতঃপর আল্লাহ তা'লা আয্‌রাঈল কে বলিলেন, হে আয্‌রাঈল! মওতের উপর আমি তোমাকে শক্তি প্রদান করিলাম। আজরাঈল (আঃ) বলিলেন হে প্রভু কিভাবে আমি তাহাকে পাকড়াও করিব? সে তো অনেক বড়। অতএব আল্লাহ তা'লা তাহাকে শক্তি প্রদান করিলেন। তখন আজরাঈল আঃ মওত কে পাকড়াও করিলে সে বশ্যতা স্বীকার করিল।

মৃত্যু বলিল হে প্রভু আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন যাহাতে আমি আসমানে একবার মাত্র একটি কথার ঘোষণা দিতে পারি। তখন আল্লাহ পাক তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দিতে লাগিল।

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اُفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ حَبِيْبٍ وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ الزَّوْجِ وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اُفَرِّقُ بَيْنَ الْاَبْنَاءِ وَالْاٰبَاءِ وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اُفَرِّقُ بَيْنَ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اَقْهَرُ الْقُوٰى مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اُخَرِّبُ الدُّوْرَ وَالْقُصُوْرَ ، وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اَقْتُلُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ. وَلَمْ يَبْقَ مَخْلُوْقٌ اِلَّا وَيَذُوْقُنِىْ .

আমি সেই মৃত্যু যে দুই বন্ধুর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি। আমি সেই মৃত্যু যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি। আমি সেই মৃত্যু যে ছেলে ও পিতার মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করি, আমি সেই মৃত্যু যে ভাই ও বোনের মাঝখানে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি। আমি সেই মৃত্যু যে অনেক সবলকে অক্ষম করিয়া দেই। আমিই

সেই মওত যে বাড়ীঘর দালানকোঠা সবগুলোকে বিধ্বস্ত করি। আমিই সেই মওত যে তোমাদিগকে সুরক্ষিত পাকা গৃহেও ধ্বংস করিব। আমার কবল থেকে কোন মখলুকই রক্ষা পাইবে না। সবাইকে আমার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।

وَاِذَا انْزَلَ الْمَوْتُ عَلٰى اَحَدٍ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلٰى صُوْرَتِهٖ فَيَقُوْلُ النَّفْسُ مَنْ اَنْتَ ؟ وَمَا تُرِيْدُ؟

আর মৃত্যু যখন কাহারও কাছে উপনীত হয়, তখন তাহার সম্মুখে স্বীয় আকৃতিতে দন্ডায়মান হয়। এ সময় লোকটি বলে তুমি কে? কি চাও?

فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ اَخْرَجَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَاَجْعَلُ اَوْلَادَكَ يَتِيْمًا وَزَوْجَتَكَ اَيِّمَةً ، وَمَالَكَ مَوْرُوْثًا بَيْنَ وَرَثَتِكَ الَّذِىْ لَا تُحِبُّهُمْ فِيْ حَالِ حَيَاتِكَ وَاَنَّكَ لَمْ تُقَدِّمْ خَيْرًا لِّنَفْسِكَ لِاٰخِرَتِكَ اَلْيَوْمَ جِئْتُ اِلَيْكَ وَلَمْ تَفْعَلْ خَيْرًا مِّنْ بَعْدِىْ .

তখন মওত উত্তর দেয় আমি হলাম সেই মওত যে তোমাকে এই দুনিয়া থেকে বাহির করিব, আমি তোমার সন্তানদিগকে ইয়াতিম ও তোমার স্ত্রীকে বিধবা বানাইব। আর তোমার সম্পদকে তোমার সেই সব উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করাইব যাহাদের তুমি তোমার জীবনে ভালবাসিতে না।

আর তুমি তো তোমার নিজের জন্য তোমার পরকালের প্রতি কোন ভাল কাজ আগাম পাঠাও নাই। আজকে আমি মওত তোমার নিকট আসিয়াছি আমার পরে আর কোন সৎ কাজ তুমি করিতে পারিবে না।

فَاِذَا سَمِعَ النَّفْسُ حَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَى الْحَائِطِ فَيَرٰى الْمَوْتَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَي الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَرَى الْمَوْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

অতঃপর লোকটি মওতের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তাহার মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরাইবে তখন সে দেখিতে পাইবে মওত তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান। আবার সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইবে তখনও দেখিতে পাইবে যে মৃত্যু তাহার সামনে উপস্থিত।

فَيَقُوْلُ الْمَوْتُ اَلَمْ تَعْرِفْنِىْ اَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ قَبَضْتُ رُوْحَ وَالِدِكَ وَاَنْتَ تَنْظُرُ وَلَمْ تَنْفَعْهُ. اَلْيَوْمَ اٰخُذُ رُوْحَكَ حَتّٰى يَنْظُرَ اَوْلَادُكَ وَلَمْ يَنْفَعُوْكَ وَاَنَا الْمَوْتُ الَّذِىْ قَدْ اَفْنَيْتُ الْقُرُوْنَ الْمَاضِيَةَ اَكْثَرَ مَا ذُوْ قُوَّةٍ مِنْكَ .

তখন মৃত্যু বলিবে তুমি কি আমাকে চিন নাই? আমি সেই মওত যে তোমার পিতার রূহ কবজ করিয়াছিল, এই সময় তুমি দেখিতেছিলে কিন্তু তাহাকে তুমি কোন উপকার করতে পার নাই। আজ আমি তোমার রূহ কবজ করিব তোমার

সন্তানেরা ইহা দর্শন করিবে অথচ তাহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। আমি সেই মওত যে অতীতে যুগযুগ ধরিয়া তোমার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে ধ্বংস করিয়াছি।

ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ مَلَكُ الْمَوْتِ كَيْفَ رَاَيْتَ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ رَاَيْتُهَا مَكَّارَةً غَدَّارَةً . ثُمَّ يَخْلُقُ اللّٰهُ تَعَالٰى الدُّنْيَا عَلٰى صُوْرَةٍ فَيَقُوْلُ يَا عَاصِىْ اَلَا تَسْتَحْيِىْ اَنْتَ اَذْنَبْتَ فِىَّ وَلَمْ تَمْتَنِعْ عَنِ الْمَعَاصِىْ اِنَّكَ طَلَبْتَنِىْ وَاَنَا مَا طَلَبْتُكَ لَا تُفَرِّقُ حَلَالًا مِّنْ حَرَامٍ وَظَنَنْتَ اَنَّكَ لَا تُفَارِقُ مِنَ الدُّنْيَا فَاِنِّىْ بَرِيْئٌ مِّنْكَ وَمِنْ عَمَلِكَ .

মালাকুল মওত লোকটিকে বলিবে, তুমি দুনিয়াকে কেমন পাইয়াছ? সে উত্তরে বলিবে, আমি দুনিয়াকে ধোকাবাজ ও প্রবঞ্চক হিসাবে দেখিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'লা দুনিয়াকে একটি আকৃতিতে সৃষ্টি করিবেন। তখন দুনিয়া বলিবে হে পাপিষ্ট তোর লজ্জা নাই। আমার এখানে থাকিয়া তুই গুনাহ করিয়াছিস। গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার কোন চেষ্টাই তুই করিস নাই। তুই আমাকে চাহিয়াছিলি আমি তোকে চাই নাই। তুই আমার প্রতি মুগ্ধ হইয়া হালাল হারাম ভেদাভেদ করিস নাই। তুই ধারণা করিয়াছিলি যে, তুই দুনিয়া থেকে বিচ্ছেদ হইবি না। আমি তোর ও তোর আ'মল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

وَيَرٰى مَالَهٗ قَدْ وَقَعَ فِىْ مِلْكِ غَيْرِهٖ فَيَقُوْلُ الْمَالُ يَا عَاصِىْ كَسَبْتَنِىْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّلَا تَصَدَّقْتَنِىْ عَلَى الْفُقَرَآءِ وَلَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ ، اَلْيَوْمَ وَقَعْتُ فِىْ يَدِ غَيْرِكَ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اِرْجِعْنِىْ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ اَلْاٰيَةَ : ثُمَّ اَخَذَ رُوْحَهٗ اِنْ كَانَ مُؤْمِنًا عَلَى السَّعَادَةِ وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا عَلَى الشَّقَاوَةِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى . كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ

মৃত ব্যক্তি দেখিবে যে তাহার মাল আজ অন্যের মালিকানায়। তখন সম্পদ বলিবে হে পাপিষ্ট তুমি অসৎ উপায়ে আমাকে অর্জন করিয়াছিলে এবং ফকির মিসকিনদের প্রতি সদ্‌কা খয়রাত কর নাই। দেখ আজ আমি অন্যের হাতে পতিত। যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেনঃ সেই দিন ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কোন উপকার দিবে না কিন্তু যাহারা সফল ও শান্ত অন্তকরণ নিয়া আল্লাহর দরবারে

উপস্থিত হইবে (তাহারা চির শান্তি লাভ করিবে।) লোকটি বলিবে হে আল্লাহ আমাকে আবার দুনিয়াতে থাকিতে দিলে নিশ্চয়ই আমি নেক আমল করিব। আল্লাহ তা'লা উত্তর দিবেন তাহাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে এক মুহূর্তও অগ্রপশ্চাৎ হয় না। এই বলিয়া মালাকুল মওত তাহার রূহ কবজ করিবেন। মুমিন হইলে রূহ সৌভাগ্যসূচক মওত লাভ করে, আর মুনাফিক হইল এখান হইতেই দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন নেককারের আমলনামা ইল্লিইনে থাকিবে আর বদকারের আমলনামা সিজ্জিনে থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মালাকুল মওত কিভাবে রূহ কবজ করিবে সেই প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِىْ ذِكْرِ مَلَكِ الْمَوْتِ كَيْفَ يَأْخُذُ الْاَرْوَاحَ

ذُكِرَ فِىْ كِتَابِ السَّلْوٰى عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ رض اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ لَهٗ سَيْرٌ فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَيُقَالُ فِى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ نُّوْرٍ وَلَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ قَائِمَةٍ وَلَهٗ اَرْبَعَةُ اَجْنِحَةٍ . جَمِيْعُ جَسَدِهٖ مَمْلُوٌّ بِالْعُيُوْنِ وَالْاَ لْسِنَةِ . وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِهٖ مِنَ الْاٰدَمِىِّ وَالطُّيُوْرِ وَكُلِّ ذِىْ رُوْحٍ اِلَّا وَلَهٗ فِىْ جَسَدِهٖ . وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ فَيَأْخُذُ بِذَالِكَ الْيَدِ الرُّوْحَ وَيَنْظُرُ بِالْوَجْهِ الَّذِىْ يُحَاذِيْهِ وَبِذَالِكَ يَقْبِضُ رُوْحَ الْمَخْلُوْقِ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ فَاِذَا مَاتَتِ النَّفْسُ فِى الدُّنْيَا ذَهَبَتْ عَيْنٌ مِّنْ جَسَدِهٖ .

সালওয়া নামক কিতাবে মুকাতিল বিন সুলাইমান হইতে বর্ণিত আছে যে, সপ্ত আকাশে মালাকুল মওতের আসন রহিয়াছে। কাহারও মতে চতুর্থ আকাশেই তাহর আসন মওজুদ আছে। আল্লাহ তা'লা তাহাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সত্তর হাজর পা ও চার খানা পাখা রহিয়াছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ চক্ষু ও জিহ্বাতে ভরা। যতসংখ্যক প্রাণী, পাখি এবং মানুষকে আল্লাহ তা'লা পয়দা করিয়াছেন কিম্বা করিবেন ততসংখ্যক চক্ষু ও জিহবাতে তাহার শরীর পরিপূর্ণ। মানুষ, পশুপাখী ও সকল প্রাণীর এমন কোন একটি প্রাণীও নাই যাহার বদলে মালাকুল মওতের শরীরে একটি চেহারা, একটি চক্ষু, এক খানা হাত রাখা হয় নাই, যেই হাত দ্বারা সে রূহ কবজ করে। আর তাহার সম্মুখে যেই চেহারা রহিয়াছে তাহা দ্বারা সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও তাহা দ্বারা সে মাখলুকের রূহ কবজ করে যেখানে থাকুক না কেন? পৃথিবীতে যখন কোন আত্মা মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার শরীর হইতে একটি চক্ষু চলিয়া যায়।

وَيُقَالُ اِنَّ لَهٗ اَرْبَعَةَ اَوْجُهٍ اَحَدُ مِّنْ قُدَّامِهٖ وَالثَّانِىْ عَلٰى رَأْسِهٖ وَالثَّالِثُ عَلٰى ظَهْرِهٖ وَالرَّابِعُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَيَاْخُذُ اَرْوَاحَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلٰى وَجْهِ رَأْسِهٖ وَاَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى وَجْهِ قُدَّامِهٖ وَاَرْوَاحَ الْكَافِرِيْنَ عَلٰى وَجْهٍ مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَاَرْوَاحَ الْجِنِّ عَلٰى وَجْهٍ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَاِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلٰى جَسْرِ جَهَنَّمَ وَالْاُخْرٰى عَلٰى سَرِيْرِ الْجَنَّةِ .

বর্ণিত আছে মালাকুল মওতের চারখানা চেহারা রহিয়াছে, একখানা সম্মুখ ভাগে, দ্বিতীয়টি তাহার মাথার উপর, তৃতীয়টি তাহার পিঠের উপর, চতুর্থটি তাহার উভয় পায়ের নীচে।

মাথার উপরের চেহারা দ্বারা পয়গাম্বর এবং ফিরিশতাগণের রূহ বাহির করেন, সামনের দিকের চেহারা দ্বারা মুমিনগণের, পিঠের দিকের চেহারা দ্বারা কাফিরদের, পায়ের নীচের চেহারা দ্বারা জ্বিনদের রূহ বাহির করেন। তাহার একখানা পা দোযখের পুলের উপর, অপরখানা বেহেশতের তখতের উপর।

وَيُقَالُ مِنْ عَظْمَتِهٖ اَنَّهٗ لَوْ صُبَّ مَاءُ جَمِيْعِ الْبُحُوْرِ وَالْاَنْهَارِ عَلٰى رَأْسِهٖ مَا وَقَعَتْ قَطْرَةٌ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ .

কথিত আছে, আযরাঈলের (আঃ) শরীর এত বড় যে, যদি তাঁহর মাথার উপর সমস্ত সমুদ্র ও নদী-নালার পানি ঢালিয়া দেওয়া হয় তবে এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়িবে না।

وَيُقَالُ اِنَّ الدُّنْيَا بَاَسْرِهَا فِىْ عَيْنِ مَلَكِ الْمَوْتِ كَخِوَانٍ قَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْئٍ وَّوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ لِيَاْكُلَ مِنْهُ مَا شَاءَ وَكَذَالِكَ مَلَكُ الْمَوْتِ يُقَلِّبُ فِى الْخَلَائِقِ الدُّنْيَا كَمَا يُقَلِّبُ الْاٰدَمِيُّوْنَ دِرْهَمًا .

বর্ণিত আছে সমগ্র পৃথিবীটা মালাকুল মওতের সম্মুখে এমন একটি (খাঞ্চা) দস্তরখানার মত যাহার উপর সব খাবারের জিনিস রাখা হইয়াছে এবং ঐ দস্তরখানাটি এক লোকের সম্মুখে রাখা হইয়াছে, যাহাতে সে ইচ্ছামত উহা হইতে খাইতে পারে। অনুরূপ সৃষ্টিকুলের মাঝে মালাকুল মওত পৃথিবীকে এমনভাবে উলট্ পালট্ করে থাকে যেমন ভাবে মানুষ টাকা পয়সাকে ওলট পালট করে।

وَيُقَالُ لَايَنْزِلُ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلاَّ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَلَهٗ خُلَفَاءُ عَلٰى اَرْوَاحِ السِّبَاعِ وَالْبَهَائِمِ .

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণিত আছে মালাকুল মওত শুধু নবী রাসূলগণের রূহ কবজ করার জন্য স্বয়ং আসেন। হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুর রূহ কব্জ করার জন্য তাহার প্রতিনিধিগণ রহিয়াছে।

وَيُقَالُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا اَفْنٰى خَلْقَهٗ كُلَّهٗ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهٖ تُطْفٰى الْعُيُوْنُ الَّتِىْ فِىْ جَسَدِ مَلَكِ الْمَوْتِ كُلُّهَا . وَيَبْقٰى ثَمَانِيَةٌ وَهِىَ اِسْرَافِيْلُ ع ، وَمِيْكَائِيْلُ ع ، وَجِبْرَائِيْلُ ع ، وَعَزْرَائِيْلُ ع ، وَاَرْبَعَةٌ مِّنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ . وَاَمَّا مَعْرِفَةُ اِنْتِهَاءِ الْاٰجَالِ اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اِذَا وَقَعَ اِلَيْهِ نُسْخَةُ الْمَوْتِ وَالْمَرَضِ يَقُوْلُ اِلٰهِىْ مَتٰى اَقْبِضُ رُوْحَ الْعَبْدِ وَعَلٰى اَىِّ حَالٍ وَهَيْأَةٍ اَرْفَعُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ هٰذَا عِلْمٌ غَيْبِىْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اَحَدٌ غَيْرِىْ اَمَّا اِذَا كَانَ وقته اجعل لك علا مات تقف بها عليه وان الملك الذى هو موكل على الْاَنْفَاسُ يَأْتِىْ اِلَيْهِ فَيَقُوْلُ تَمَّتْ نَفْسُ فُلَانٍ ، وَالَّذِىْ هُوَ مُوَكَّلٌ عَلٰى اَرْزَاقِهٖ وَاَعْمَالِهٖ فَيَقُوْلُ فَاتَ رِزْقُهٗ وَعَمَلُهٗ وَاِنْ كَانَ مِنَ الْاَشْقِيَاءِ تَبَيَّنَ خَطُّهٗ مِنْ سَوَادٍ ثُمَّ رُفِعَ اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ ، وَاِنْ كَانَ مِنَ السُّعَدَاءِ تَبَيَّنَ عَلٰى اِسْمِهِ الَّذِىْ هُوَ مَكْتُوْبٌ فِى الصَّحِيْفَةِ الَّتِىْ عِنْدَ مَلَكِ الْمَوْتِ خَطٌّ مِّنْ نُّوْرٍ حَوْلَ ذَالِكَ الْاِسْمِ حَتّٰى تَسْقُطَ عَلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ وَرَقَةٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ الَّتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ مَكْتُوْبٌ عَلَى الْوَرَقَةِ اِسْمُهٗ فَحِيْنَئِذٍ يَقْبِضُ رُوْحَهٗ .

কথিত আছে, যখন আল্লাহ তা'লা মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত মখলুকাতকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন তখন মালাকুল মওতের শরীরের চক্ষুসমূহ খসিয়া পড়িবে, শুধু আট জনই অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আটজন হইতেছে জিব্রাঈল (আঃ), ইসরাফিল (আঃ), আজরাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ) এবং চার জন আরশ বহনকারী ফিরিশতা।

মালাকুল মওতের কাহারও জীবনের শেষ বা মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, মালাকুল মওতের নিকট যখন কাহারও মওত কিংবা রোগের ফরমান জারী করা হয়, তখন মালাকুল মওত বলিয়া থাকেন– হে আল্লাহ! এই লোকটির রূহ কখন কবজ করিব? এবং কোন অবস্থায় ও কি ভাবে কবজ করিব? আল্লাহ তা'লা বলিবেন, হে মালাকুল মওত! ইহা গায়েবের কথা! আমি ছাড়া কেহ গায়েবের কথা জানিতে পারে না। কাজেই যখন উহার সময় আসিবে তখন আমি কতগুলি আলামত নির্ধারিত করিয়া দিব যাহাতে তুমি তাহা জানিতে পার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেই ফিরিশতা বান্দার শ্বাস প্রশ্বাসের কাজে নিযুক্ত আছে সে বলিবে অমুকের ছেলে অমুকের শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ শেষ হইয়াছে। রিজিকের ও আমলের কাজে নিযুক্ত ফিরিশতা জানাইয়া দিবেন যে, অমুকের পুত্র অমুকের রিজিক ও আমল উভয়ই খতম হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া যদি লোকটি বদকার হয় তাহা হইলে মালাকুল মওতের নিকট রক্ষিত কিতাবে তাহার নামের চারিদিকে কালো রেখা দ্বারা বেষ্টনি দেওয়া হইবে। আর যদি লোকটি পূণ্যবান হয় তাহা হইলে মালাকুল মওতের নিকট রক্ষিত কিতাবে তাহার নামের চারদিকে নূরানী রেখা থাকিবে। ইতি মধ্যেই আরশের নীচে অবস্থিত বৃক্ষের যে পাতায় তাহার নাম ছিল সেই পাতাটি ঝড়িয়া মালাকুল মওতের সম্মুখে পড়িবে, তখনই তাহার রূহ কবজ করা হইবে।

رُوِىَ عَنْ كَعْبٍ رض۔ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ شَجَرَةً تَحْتَ الْعَرْشِ عَلَيْهَا اَوْرَاقٌ بِعَدَدِ الْخَلْقِ فَاِذَا انْقَطَعَ اَجَلُ الْعَبْدِ وَبَقِىَ مِنْ عُمُرِهٖ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا سَقَطَتْ وَرَقَتُهٗ عَلٰى حَجَرِ عَزْرَائِيْلَ ع۔ فَيَطَّلِعُ بِذَالِكَ وَقَامَ بِقَبْضِ رُوْحِ صَاحِبِهَا وَبَعْدَ ذَالِكَ يُسَمُّوْنَهٗ مَيِّتًا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ حَىٌّ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

হযরত কা'বুল আখবার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ পাক আরশের নীচে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত সংখ্যক প্রাণী আছে সেই বৃক্ষটিতে তত সংখ্যক পাতা রহিয়াছে। যখন কোন বান্দার জীবন শেষ হওয়ার মাত্র চল্লিশ দিন বাকী থাকে তখন সেই লোকটির পাতা আজরাঈলেন কোলে পতিত হয়। ইহাতে আজরাঈল (আঃ) বুঝিতে সক্ষম হন এবং পাতাওয়ালা লোকটির রূহ বাহির করার জন্য প্রস্তুতি নেন। ইহার পরে সে দুনিয়াতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকিলেও আসমানে কিন্তু সে মৃত্যুদের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

وَيُقَالُ اِنَّ صَكًّا مَكْتُوْبًا يَنْزِلُ عَلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ اِسْمُ مَنْ يُقْبَضُ رُوْحُهٗ وَالْمَوْضَعُ الَّذِىْ يُقْبَضُ فِيْهِ وَالسَّبَبُ الَّذِىْ يُقْبَضُ عَلَيْهِ.

বর্ণিত আছে যে, যাহার রূহ কবজ করার আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে আল্লাহর তরফ হইতে একখানা লিখিত আদেশপত্র আজরাঈলেন নিকট আসে। ইহাতে যাহার রূহ কবজ করা হইবে তাহার নাম এবং যেই স্থানে কবজ করা হইবে সেই স্থানের নাম এবং যেই কারণকে ভিত্তি করিয়া রূহ বাহির করিতে হইবে সেই কারণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাক।

وَذَكَرَ اَبُو اللَّيْثِ رح يَنْزِلُ قَطْرَتَانِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ عَلٰى اِسْمِ صَاحِبِهَا اِحْدٰهُمَا بَيْضَاءُ وَالْاُخْرٰى خَضْرَاءُ فَاِذَا نَزَلَتِ الْبَيْضَاءُ عَلٰى اِسْمٍ عُرِفَ اَنَّهٗ سَعِيْدٌ وَاِذَا نَزَلَتِ الْخَضْرَاءُ عَلٰى اِسْمٍ عُلِمَ اَنَّهٗ شَقِىٌّ ، وَاَمَّا الْمَوْضَعُ الَّذِىْ يَمُوْتُ فِيْهِ فَيُقَالُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ مَلَكًا بِكُلِّ مَوْلُوْدٍ يُقَالُ لَهٗ "مَلَكُ الْاَرْحَامِ" فَاِذَا سَقَطَ نُطْفَةُ الْاَبِ فِىْ رِحْمِ الْاُمِّ يَمْزُجُهَا فِى الرِّحْمِ مِنْ تُرَابِ الْاَرْضِ الَّتِىْ قُدِّرَ الْمَوْتُ فِيْهَا فَيَدُوْرُ الْعَبْدُ حَيْثُ مَا يَدُوْرُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلٰى مَوْضَعِ تَرْمِيْهِ فَيَمُوْتُ فِيْهِ. وَعَلٰى هٰذَا يَدُلُّ قَوْلُهٗ تَعَالٰى قُلْ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ .

হযরত আবুল লাইছ সমরকন্দি (রঃ) বলিয়াছেন যে, আরশের নীচু হইতে প্রত্যেকটি নামের উপর দুই ফোঁটা পানি অবতীর্ণ হয়। যাহার একটি সাদা অপরটি সবুজ। যাহার নামের উপর সাদা ফোঁটা পতিত হয় বুঝিতে হইবে যে সে নেকবখত। আর যাহার নামের উপর সবুজ ফোঁটা পতিত হয় বুঝিতে হইবে সে বদবখত।

যেই স্থানে মৃত্যু ঘটিবে সেই স্থানের পরিচয় সম্পর্কে কথিত আছে মাতৃগর্ভে প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'লা 'মালাকুল আরহাম' নামে একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর যখন বাপের বীর্য মায়ের রেহেমের মধ্যে আসে, তখন 'মালাকুল আরহাম' নামীয় ফিরিশতা মায়ের রেহেমের (বাচ্চাদানির) মধ্যে সেই লোকটি যেই স্থানে মরিবে সেইখানের মাটি আনিয়া বীর্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়।

তারপর সে দুনিয়ায় আসিয়া যেখানে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু মৃত্যুকালে তাহাকে বাধ্য হইয়া সেইস্থানেই পৌছিতে হইবে যেখানের মাটি নিয়া তাহার মায়ের গর্ভে বীর্যে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অতএব সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহর বাণীতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন– হে নবী আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে থাক, তবে যাহার অদৃষ্টে যে স্থানে মৃত্যু লিখিত, তাহাকে অবশ্যই বাধ্য হইয়া মৃত্যুবরণের স্থানে বাহির হইয়া আসিতে হইবে।

وَعَلٰى هٰذَا حُكِىَ اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ يَظْهَرُ فِى الزَّمَنِ الْاَوَّلِ فَدَخَلَ يَوْمًا عَلٰى سُلَيْمٰنَ ابْنِ دَاوٗدَ ع۔ فَاَحَدَّ نَظْرَهٗ اِلٰى شَابٍّ عِنْدَهٗ فَارْتَعَدَ الشَّابُّ مِنْهُ ، فَلَمَّا غَابَ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ الشَّابُّ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اُرِيْدُ اَنْ تَاْمُرَ الرِّيْحَ فَتَحْمِلُنِىْ اِلٰى

الصِّيْنِ؟ فَأَمَرَ الرِّيْحَ فَحَمَلَتْهُ اِلَى الصِّيْنِ فَمَاتَ الشَّابُّ فِيْهَا . فَعَادَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى سُلَيْمَانَ عـ فَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ نَظْرِهِ اِلَى الشَّابِّ فَقَالَ اِنِّيْ اُمِرْتُ بِقَبْضِ رُوْحِهِ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ فِي الصِّيْنِ فَرَأَيْتُهُ عِنْدَكَ فَعَجِبْتُ مِنْ ذَالِكَ . فَاَخْبَرَهُ سُلَيْمَانُ بِقِصَّتِهِ وَكَيْفِيَّةِ سُؤَالِهِ بِاَمْرِ الرِّيْحِ بِحَمْلِهِ اِلَى الصِّيْنِ . فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ قَدْ قَبَضْتُ رُوْحَهُ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ فِي الصِّيْنِ .

উপরে বর্ণিত কথার উপর ভিত্তিকরে ইহ্‌াও কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে মালাকুল মওত প্রকাশ্যে আসিতেন। যেমন একদা দাউদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) এর নিকট মালাকুল মওত আগমন করিলেন। এই সময় সুলাইমান (আঃ) এর নিকট এক যুবক বসা ছিল। মালাকুল মওত খুবই তেজ দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকাইলে যুবকটি ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। অতঃপর যখন মালাকুল মওত অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গেল তখন যুবকটি বলিল হে আল্লাহর নবী! মেহেরবানী করিয়া আপনি বাতাসকে হুকুম দিন যাহাতে সে আমাকে চীন দেশে পৌঁছাইয়া দেয়। সুলাইমান (আঃ) বাতাসকে হুকুম দিলে বাতাস অমনি তাহাকে চীনে পৌঁছাইয়া দেয়। ফলে যুবকটি সেখানে মৃত্যুবরণ করে।

পুনর্বার যখন মালাকুল মওত হযরত সুলাইমান (আঃ) এর নিকট আগমন করিলেন তখন তিনি মালাকুল মওতকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ যুবকটির প্রতি আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণ কি? মালাকুল মওত উত্তর দিলেন আমাকে ঐ দিন চীন দেশে যুবকটির রূহ কবজ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে আপনার নিকট বসা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণ। তখন সুলাইমান (আঃ) তাহাকে সেই দিনের অবস্থা খুলিয়া বলিলেন কি করিয়া সে সুলাইমান (আঃ) কে অনুরোধ করিল যে, তিনি যেন বাতাসকে আদেশ দেন, বাতাস তাহাকে চীনে পৌঁছাইয়া দেয়। আয্‌রাঈল বলিলেন হ্যাঁ চীনেই আমি তাহার রূহ কবজ করিয়াছি।

وَفِيْ خَبَرٍ آخَرَ يُقَالُ اِنَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ اَعْوَانًا يَقُوْمُوْنَ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ . اَلَا تَرٰى اَنَّهُ رُوِيَ اَنَّ رَجُلًا اُلْقِيَ عَلٰى لِسَانِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِمَلَكِ الشَّمْسِ فَاسْتَأْذَنَ هٰذَا الْمَلَكُ رَبَّهُ فِيْ زِيَارَتِهِ فَاَذِنَ اللّٰهُ الْمَلَكَ . فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ اِنَّكَ تُكْثِرُ الدُّعَاءَ لِيْ فَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ حَاجَتِيْ اَنْ تَحْمِلَنِيْ اِلٰي مَكَانِكَ وَاَنْ تَسْأَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ اَنْ يُّخْبِرَنِيْ بِاقْتِرَانِ اَجَلِيْ فَحَمَلَهُ وَاَقْعَدَهُ مَقْعَدَهُ

مِنَ الشَّمْسِ ثُمَّ صَعِدَ اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ وَذُكِرَ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ آدَمَ اُلْقِيَ عَلٰى لِسَانِهِ اَنْ يَّقُوْلَ كُلَّمَا صَلّٰى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِمَلَكِ الشَّمْسِ وَقَدْ طَلَبَ مِنِّيْ اَنْ اَطْلُبَ مِنْكَ اَنْ تُعْلِمَ مَتٰى قَرُبَ اَجَلُهُ يَسْتَعِدُّهُ . فَنَظَرَ مَلَكُ الْمَوْتِ فِيْ كِتَابِهِ وَقَالَ اِنَّ لِصَاحِبِكَ شَأْنًا عَظِيْمًا وَاِنَّهُ لَا يَمُوْتُ حَتّٰي يَجْلِسَ مَجْلِسَكَ مِنَ الشَّمْسِ قَالَ وَقَدْ جَلَسَ مَجْلِسِيْ مِنْهَا فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ .

অপর এক হাদীছে আছে রূহ কবজ করার জন্য মালাকুল মওতের অনেক সাহায্যকারী কর্মী রহিয়াছে। তুমি কি সেই রেওয়ায়েত জান না যে কোন এক ব্যক্তির মুখে সব ইহাই ছিল যে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং সূর্য্যের ফিরিশতাকে মাফ কর। একদা সেই ফিরিশতা উক্ত লোকটির সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর দরবারে অনুমতি চাহিল। ফিরিশতা অনুমতি পাইয়া লোকটির নিকট পৌছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কোন হাজত ও কোন অভিলাস আছে কি? যাহার কারণে আপনি আমার জন্য এত দোয়া করেন। লোকটি বলিল আমার হাজত হইল আমাকে আপনার স্থানে নিয়া যাইবেন এবং আরেকটি হাজত হইল আপনি আমার মৃত্যু সম্পর্কে মালাকুল মওতকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ফিরিশতা লোকটিকে নিয়া সূর্যমহল স্থানে নিয়া গেলেন এবং তাহার মজলিসে বসাইলেন। অতঃপর ফিরিশতাটি মালাকুল মওতের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, জনৈক আদম সন্তান যখনই নামাজ পড়ে তখন প্রার্থনা করে হে আল্লাহ! আমাকে ও সূর্য্যের ফিরিশ্‌তাকে ক্ষমা কর। সেই লোকটি আমার নিকট চাহিয়াছেন যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, কবে পর্যন্ত তাহার মৃত্যু ঘটিবে। এই কথাটা জানিতে পারিলে সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে। মালাকুল মওত তাহার কিতাবখানি খুলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন হায়! তোমার বন্ধুর কি আশ্চর্য্য দশা! সে তোমার সূর্যস্থিত আসনে যতক্ষণ না আসিবে ততক্ষণ সে মৃত্যুবরণ করিবে না। প্রশ্নকারী ফিরিশতা বলিলেন সে তো আমার সূর্যস্থিত আসনে বসিয়া রহিয়াছে। মালাকুল মওত বলিলেন তাহা হইলে সে তো আমার সাহায্যকারীগণ দ্বারা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে কেননা আমার সাহায্যকারীগণ কর্তব্যে ত্রুটি করে না।

اَمَّا اٰجَالُ الْبَهَائِمِ فَفِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَهَائِمُ كُلُّهَا فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ، فَاِذَا تَرَكُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبَضَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْوَاحَهُمْ وَلَيْسَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ فِيْ ذَالِكَ شَيْئٌ وَقَدْ قِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ

قَابِضُ الْاَرْوَاحِ ، وَاِنَّمَا اُضِيْفَ اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ كَمَا اُضِيْفَ الْقَتْلُ اِلَي الْقَاتِلِ وَالْمَوْتُ اِلَى الْاَمْرَاضِ ، وَعَلَي هٰذَا يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا الْاٰيَةَ .

পশু পক্ষির জীবনের শেষ ও মৃত্যু সম্পর্কে হাদীস শরীফে হযরত (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর জিকির ও স্মরণের উপরই পশু পক্ষির জীবন ন্যস্ত। যখন তাহারা আল্লাহর জিকির ছাড়িয়া দিবে তখনই আল্লাহ পাক তাহাদের মৃত্যু ঘটাইবেন। মালাকুল মওতের ইহাতে কোন সম্পর্ক নাই। কাহারও মতে আল্লাহ তা'লাই রূহ কবজ করিয়া থাকেন এবং যেমন হত্যাকে হত্যাকারীর সাথে মওতকে রোগের সাথে সম্পর্কিত করা হয় অনুরূপ রূহ বাহির করা মালাকুল মওতের দিকে সম্পর্কিত করা হইয়াছে। আল্লাহর বাণীতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে "মওতের সময় আল্লাহ তা'লাই প্রাণীর রূহ কবজ করিয়া থাকেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

রূহের জওয়াবের প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ الْخَامِسُ فِىْ ذِكْرِ جَوَابِ الرُّوْحِ

وَفِي الْخَبَرِ اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اِذَا اَرَادَ قَبْضَ الرُّوْحِ فَيَقُوْلُ الرُّوْحُ لَا اُطِيْعُكَ مَالَمْ يَاْمُرِ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَقُوْلُ اَمَرَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَطْلُبُ مِنْهُ الرُّوْحُ الْعَلَامَةَ وَالْبُرْهَانَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ خَلَقَنِىْ وَاَدْخَلَنِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَ ذَالِكَ وَالْاٰنَ تُرِيْدُ اَنْ تَاْخُذَنِىْ فَيَرْجِعُ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَي اللّٰهِ تَعَالٰي فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقَ رُوْحُ عَبْدِىْ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اِذْهَبْ اِلَي الْجَنَّةِ وَخُذْ تُفَّاحَةً اَوْ عِنَبًا. وَاَرِهِ رُوْحَ عَبْدِىْ فَيَذْهَبُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَيَاْخُذُهَا. وَعَلَيْهَا مَكْتُوْبٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيُرِيْهِ فَاِذَا رَاٰهَا رُوْحُ الْعَبْدِ فَيَخْرُجُ مَعَ النِّشَاطِ .

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মালাকুল মওত যখন রূহ কবজ করিতে চাহেন তখন রূহ বলে আমি কখনও তোমার হুকুম মানিব না। যতক্ষণ আল্লাহ তা'লা আমাকে আদেশ না করিবেন। তখন মালাকুল মওত বলিবে আল্লাহ তা'লা আমাকে আদেশ করিয়াছেন। ইহার পর রূহ মালাকুল মওতের কাছে তাহার প্রমাণ ও আলামত তালাশ করিবে, আর বলিবে আল্লাহ আমাকে পয়দা করিয়াছেন এবং

শরীরে প্রবেশ করাইয়াছেন তখন তুমি ছিলে না। এখন তুমি (কোথা হইতে আসিয়া) আমাকে নিয়া যাইতে চাও? এই কথা শুনিয়া মালাকুল মওত আল্লাহর দরবারে ফিরিয়া যাইবে ও বলিবে তোমার বান্দার রূহ এইরূপ বলে এবং আমার কাছে দলিল প্রমাণ চায়। আল্লাহ বলিবেন আমার বান্দার রূহ সত্যই বলিয়াছে। হে মালাকুল মওত! বেহেশতে যাও এবং একটি আপেল কিংবা আংগুর নিয়া আস এবং উহা আমার বান্দার রূহকে দেখাও। তখন মালাকুল মওত চলিয়া যাইবে ও বেহেশ্‌ত হইতে তাহা নিয়া আসিবে।

বেহেশতী সেই মেওয়ার উপর লেখা থাকিবে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। মালাকুল মওত সেই ফলটি ঐ বান্দার রূহকে দেখাইবে। বান্দার রূহ ফলটি দেখা মাত্রই আনন্দের সহিত বাহির হইয়া আসিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুমিনের রূহের জওয়াবের বর্ণনা

اَلْبَابُ السَّادِسُ فِىْ ذِكْرِ جَوَابِ رُوْحِ الْمُؤْمِنِ

وَفِي الْخَبَرِ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْضَ رُوْحِ عَبْدٍ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ مِنْ قِبَلِ الْفَمِ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَيَخْرُجُ الذِّكْرُ مِنْ فَمِهٖ فَيَقُوْلُ لَا سَبِيْلَ لَكَ مِنْ هٰذِهِ الْجِهَةِ وَاِنَّمَا اُجْرِىَ فِيْهِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَرْجِعُ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَقُوْلُ كَيْتَ وَكَيْتَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِقْبِضْ مِنْ جِهَةٍ اُخْرٰي ، فَيَجِيْئُ مِنْ قِبَلِ الْيَدِ لِيُخْرِجَ مِنْهُ فَيَقُوْلُ لَاسَبِيْلَ لَكَ مِنْ قِبَلِىْ فَاِنَّهٗ تَصَدَّقَ بِىْ كَثِيْرًا وَمَسَحَ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَكَتَبَ الْعِلْمَ وَضَرَبَ السَّيْفَ عَلٰى عُنُقِ الْكُفَّارِ .

ثُمَّ يَجِيْئُ اِلَى الرِّجْلِ فَيَقُوْلُ لَا سَبِيْلَ لَكَ مِنْ قِبَلِىْ فَاِنَّهٗ مَشٰى بِىْ اِلٰى الْجُمُعَةِ وَالْاَعْيَادِ وَمَجْلِسِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ ثُمَّ يَجِيْئُ اِلَى الْاُذُنَيْنِ فَيَقُوْلَانِ لَا سَبِيْلَ لَكَ مِنْ قِبَلِىْ فَاِنَّهٗ سَمِعَ بِىَ الْقُرْآنَ وَالذِّكْرَ يَجِيْئُ اِلَي الْعَيْنَيْنِ فَيَقُوْلَانِ لَا سَبِيْلَ لَكَ مِنْ قِبَلِىْ فَاِنَّهٗ نَظَرَ بِىْ اِلَي الْمَصَاحِفِ وَوَجْهِ الْعَالِمِ فَيَنْصَرِفُ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَي اللّٰهِ تَعَالى فَيَقُوْلُ يَارَبِّ كَذَا وَكَذَا .

www.AmarIslam.com

فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُكْتُبْ اِسْمِىْ عَلٰى كَفِّكَ وَارِهٖ رُوْحَ عَبْدِىْ حَتّٰى يَرٰى رُوْحُ عَبْدِىْ فَيَكْتُبُ مَلَكُ الْمَوْتِ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى كَفِّهٖ وَيَرٰى رُوْحَ الْمُؤْمِنِ فَيَخْرُجُ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ مَعَ النِّشَاطِ .

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দার রূহ কবজ করার মনস্থ করেন তখন মালাকুল মওত তাহার মুখের দিক দিয়া রূহ কবজ করার জন্য আসে। এমন সময় মুখ হইতে আল্লাহর জিকির বাহির হয়। মুখ বলিবে হে আযরাঈল! এই দিক দিয়া তোমার কোন রাস্তা নাই কেননা এই দিক হতে আল্লাহর জিকির চালু হয়। তখন মালাকুল মওত ফিরিয়া যান আল্লাহর দরবারে এবং বলেন হে প্রভু আপনার বান্দা এইরূপ বলে। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন হে আযরাঈল অন্য দিক দিয়া রূহ কবজ কর। তখন আযরাঈল তাহার হাতের দিক হইতে আসিবেন রূহ বাহির করার জন্য। তখন হাত বলিবে আমার দিক দিয়া তোমার রাস্তা নাই কেননা এই বান্দা আমাকে দিয়া অনেক ছাদকা করিয়াছে, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাইয়াছে, ইলম সম্পর্কিত অনেক কিছু লিখিয়াছে এবং কাফেরদের গর্দানে আমার দ্বারাই তরবারি মারিয়াছে।

অতঃপর মালাকুল মওত বান্দার পায়ের দিক দিয়া আসিলে পা বলিবে আমার দিকে তোমার কোন রাস্তা নাই কেননা বান্দা আমার মাধ্যমেই জুম্আ, ঈদ ও ইলম এবং আলেমদের বৈঠকের দিকে গিয়াছিলেন। এরপর উভয় কানের দিকে আসিলে, কর্ণদ্বয় বলিবে আমার দিক দিয়া তোমার কোন পথ নাই কারণ আমাদের দ্বারা সে কোরান মজীদ ও আল্লাহর জিকির শুনিয়াছে। তখন মালাকুল মওত উভয় চক্ষুর দিক দিয়া আসিবে, চক্ষুদ্বয় বলিবে আমাদের দিক দিয়া আসার জন্য তোমার কোন সুযোগ নাই কারণ এই বান্দা আমাদের দ্বারা কোরান তেলাওয়াত করিয়াছে ও আলেমদের চেহারা দেখিয়াছে। তখন মালাকুল মওত আল্লাহর দরবারে ফিরিয়া যাইবেন এবং বলিবেন, হে প্রভু!! আপনার বান্দার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তর্কে জয়ী হইয়াছে। আমি কিভাবে তাহার রূহ কজ করিব? তখন আল্লাহ পাক বলিবেন তোমার হাতের তালুতে আমর নাম লিখিয়া উহা আমার বান্দার রূহকে দেখাও যাহাতে সে ভাল করিয়া দেখিতে পায়। তখন মালাকুল মওত তাহার হাতে আল্লাহর নাম লিখিবেন এবং মুমিন বান্দার রূহকে দেখাইবেন। দেখানোর সাথে সাথে আনন্দের সহিত বান্দার রূহ বাহির হইয়া যাইবে।

فَمَنْ أنَسَ اِسْمَهٗ يَنْصَرِفُ عَنْهُ مِرَارَةُ النَّزْعِ فَكَيْفَ لَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ الْعَذَابُ وَالْفَضِيْحَةُ؟ كَذَالِكَ كَتَبَ عَلٰى صَدْرِهٖ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰي اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهٖ يَنْصَرِفُ مِنْهُ الْعَذَابُ وَاَهْوَالُ الْقِيَامَةِ .

সুতরাং যাহারা আল্লাহর নামকে মুহব্বত করে মৃত্যুর সময়ের তিক্ততা তাহার থেকে উঠিয়া যায়। অতএব আখেরাতের আজাব ও শাস্তি কি করিয়া দূর না হইবে? আল্লাহর তা'লার কালামের আলোকে মৃত ব্যক্তির সিনার উপর আল্লাহর নাম লিখিয়া দিবে। যাহার বুক আল্লাহ পাক ইসলামের জন্য উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন সে স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নূর প্রাপ্ত। তাই তাহাকে আজাব ও কিয়ামতের ভয় ভীতি স্পর্শ করিতে পারিবে না।

وَفِى الْخَبَرِ اِذَا وَقَعَ الْعَبْدُ فِي النَّزْعِ يُنَادِىْ مُنَادٍ دَعْهُ حَتّٰى يَسْتَرِيْحَ وَكَذَالِكَ اِذَا بَلَغَ اِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَالسُّرَّةِ وَاِذَا بَلَغَ اِلَى الْحَلْقِ جَاءَ نِدَاءٌ دَعْهُ حَتّٰى يُوَدِّعَ الْاَعْضَاءُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُوَدِّعُ الْعَيْنُ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَذَالِكَ الْاُذُنَانِ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ. وَوَدَّعَ الرُّوْحُ مِنَ النَّفْسِ فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ وِدَاعِ الْاِيْمَانِ مِنَ اللِّسَانِ وَوِدَاعِ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْجِنَانِ فَيَبْقٰى الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ لَا حَرَكَةَ لَهُمَا .

হাদীস শরীফে আছে বান্দা যখন মওতের ছখরাতে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে তাহাকে একটু ছাড়িয়া দাও যাহাতে সে বিশ্রাম নিতে পারে। অনুরূপ রূহ যখন হাটু ও নাভি পর্যন্ত পৌছে তখন আবার ঘোষণাকারী ডাকিয়া বলে থাম, যেন আমার বান্দা বিশ্রাম লইতে পারে। প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে পৌছে তখন পুণরায় ঘোষণাকারী ডাকিয়া বলে তাহাকে আবার একটু ছাড়িয়া দাও যাহাতে তাহার শরীরের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে বিদায়বাণী শুনাইতে পারে। তখন চক্ষুদ্বয় বিদায় নিবে এবং বলিবে, কিয়ামত পর্যন্ত তোমায় সালাম, অনুরূপ উভয় কান, উভয় হাত, উভয় পা, একে অপরের কাছ থেকে সালামের মাধ্যমে বিদায় নিবে। রূহ নফছ থেকে বিদায় নিবে। এই স্থলে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যেন আমাদের জিহ্বা হইতে ঈমান এবং দিল আল্লাহর মারেফত হইতে যেন বিদায় না নেয়। (তাহার রহমতে যেন জবানে ঈমান এবং ক্বলবে মারেফত কায়েম থাকিয়া যায়) তখন হাত দুইখানা ও পা দুইখানা গতিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

وَالْحَدَقَتَانِ لَا نَظْرَ لَهُمَا وَالْاُذُنَانِ لَا سَمْعَ لَهُمَا وَالْجَسَدُ لَا رُوْحَ لَهٗ وَلَوْ بَقِيَ اللِّسَانُ بِلَا إِيْمَانٍ وَالْقَلْبُ بِلَا مَعْرِفَةٍ فَكَيْفَ حَالُ الْعَبْدِ فِي اللَّحْدِ؟ لَا يَرٰى اَحَدًا وَلَا اَبًا وَاُمًّا وَلَا اَوْلَادًا وَلَا اِخْوَانًا وَلَا اَصْحَابًا وَلَا فِرَاشًا وَلَا حِجَابًا . فَلَوْ لَمْ يَرْحَمِ الْكَرِيْمُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا عَظِيْمًا . قَالَ الْفَقِيْهُ رحـ اَكْثَرُ مَا يُسْلَبُ الْاِيْمَانُ مِنَ الْعَبْدِ عِنْدَ النَّزْعِ .

www.AmarIslam.com

চক্ষুদ্বয় দৃষ্টি শক্তিহীন, কর্ণদ্বয় শ্রবণ শক্তিহীন এবং শরীর রূহ বিহীন পড়িয়া থাকিবে। এমতাবস্থায় যদি জবান ঈমান বিহীন, অন্তর যদি আল্লাহর মারেফত বিহীন হয় তবে কবরে বান্দার কোন অবস্থা হইবে? সেখানে যে মা-বাবা, সন্তান সন্ততি, ভাই বন্ধু কাহাকেও দেখিবে না। সেখানে বিছানা, পর্দা কিছুই থাকিবে না।

যদি মহান দয়াময় আল্লাহর রহমত তাহার প্রতি না হয় তবে সে মারাত্মকভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন বেশীর ভাগ মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ই ঈমান ছলব করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হয়। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহা)

সপ্তম অধ্যায়

শয়তান কিভাবে বান্দার ঈমান নষ্ট করে তাহার বর্ণনা

اَلْبَابُ السَّابِعُ فِىْ ذِكْرِ الشَّيْطَانِ كَيْفَ يَسْلُبُ الْاِيْمَانَ مِنَ الْعَبْدِ

وَفِى الْخَبَرِ اَنَّهٗ يَجِيْئُ الشَّيْطَانُ اِلَيْهِ فَيُجْلِسُ عِنْدَ يَسَارِهٖ فَيَقُوْلُ لَهٗ اُتْرُكْ هٰذَا الدِّيْنَ وَقُلْ اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ حَتّٰى تَنْجُوَ مِنْ هٰذِهِ الشِّدَّةِ وَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَالِكَ فَالْخَطَرُ شَدِيْدٌ وَعَلَيْكَ بِالتَّضَرُّعِ وَالْبُكَاءِ وَاِحْيَاءِ اللَّيْلِ وَكَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ حَتّٰى تَنْجُوَ مِنْ اِغْرَاءِ الشَّيْطَانِ .

হাদীস এ আছে বান্দার মৃত্যু যন্ত্রণার সময় শয়তান তাহার নিকট আসে এবং তাহার বাম দিকে বসিয়া বলে তুমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কর, বল দুই জন প্রভু। তাহা হইলে এই ভয়াবহ কষ্ট হইতে রেহাই পাইবে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখুন যদি অবস্থা তেমন হয় তবে এই ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন হইবে। সকলেরই কর্তব্য যে, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা, আহাজারী করা এবং রাত্রিজাগরণ ও বেশী বেশী রুকু সিজদা করা যাহাতে শয়তানের ধোকা হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

سُئِلَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح اَىُّ ذَنْبٍ اَخْوَفُ لِسَلْبِ الْاِيْمَانِ قَالَ ثَلٰثَةٌ (١) تَرْكُ الشُّكْرِ مِنَ الْاِيْمَانِ (٢) وَتَرْكُ خَوْفِ الْخَاتِمَةِ وَظُلْمُ الْعِبَادِ ، فَمَنْ كَانَ فِيْهِ هٰذِهِ الْخِصَالُ الثَّلٰثَةُ فَالْاَغْلَبُ اَنَّهٗ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا كَافِرًا اِلَّا مَنْ اَدْرَكَتْهُ السَّعَادَةُ ، وَيُقَالُ حَالَةُ الْمَيِّتِ شَدِيْدَةٌ حَالَ الْعَطْشِ وَاحْتِرَاقِ الْكَبِدِ فَفِىْ ذَالِكَ الْوَقْتِ يَجِدُ الشَّيْطَانُ فُرْصَةً مِّنْ نَزْعِ الْاِيْمَانِ لِاَنَّ الْمُؤْمِنَ فِىْ ذَالِكَ الْوَقْتِ

مُضْطَرٌّ لِلْمَاءِ فَيَجِيْئُ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَمَعَهٗ قَدَحٌ مِّنَ الْمَاءِ فَيُخْرِجُ وَيُحَرِّكُهٗ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ اَعْطِنِىْ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ شَيْطَانٌ فَيَقُوْلُ قُلْ لَا صَانِعَ لِلْعَالَمِ حَتّٰى اُعْطِيَكَ فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ الشَّقَاوَةُ يُجِيْبُ ذَالِكَ لِاَنَّهٗ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْعَطْشِ فَيَخْرُجُ عَنِ الدُّنْيَا كَافِرًا وَمَنْ اَدْرَكَتْهُ السَّعَادَةُ يَرُدُّ كَلَامَهٗ وَيَتَفَكَّرُ اَمَامَهٗ .

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন গুনাহ খুবই আশংকাজনক যাহা ঈমানকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে? তিনি উত্তরে বলেন তিনটি গুনাহঃ (১) ঈমান লাভের প্রতি শোকর না করা, (২) অন্তিম সময়ের ভয় ছাড়িয়া দেওয়া, (৩) বান্দাদের উপর জুলুম করা।

যাহার মধ্যে উপরোক্ত স্বভাব তিনটি বিদ্যমান রহিয়াছে অধিকাংশ স্থলে এমন লোক দুনিয়া ত্যাগ কালে কাফের হইয়া মারা যায়। (নাউযুবিল্লাহ) কিন্তু যাহারা অদৃষ্টগত নেকবখত লোক তাহারা রক্ষা পাইবে। বলা হইয়া থাকে যে, মৃত্যু কষ্টের সময় মৃত্যু পথযাত্রীর সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হইতেছে পিপাসার আধিক্য এবং কলিজার দাহ। এই সময় শয়তান ঈমান হরনের সুযোগ লাভ করিবে। কেননা মুমিন তখন পিপাসায় অস্থির থাকে। শয়তান পানি ভর্তি পেয়ালা নিয়া বান্দার মাথার দিকে আসিয়া পেয়ালাটি বাহির করিয়া নাড়িতে থাকে। মুমিন তখন বলে আমাকে পানি দাও অথচ সে জানে না যে ইনি শয়তান। তখন শয়তান বলে, বল এই দুনিয়ার স্রষ্টা কেহই নাই, তবে তোমাকে পানি দিব। অতএব যে ব্যক্তি বদবখত সে শয়তানের কথার উত্তর দিবে কেননা সে তৃষ্ণার উপর আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং সে দুনিয়া হইতে কাফির হইয়া বাহির হইবে। আর যে নেকবখত সে শয়তানের কথা ফিরাইয়া দিবে এবং নিজের সামনের অবস্থা চিন্তা করিবে।

كَمَا حُكِىَ اَنَّ اَبَا ذَكَرِيَّا الزَّاهِدَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَاَتَاهُ صَدِيْقٌ لَهٗ وَهُوَ فِىْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ فَلَقَّنَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاَعْرَضَ الزَّاهِدُ بِوَجْهِهٖ. فَلَقَّنَهٗ ثَانِيًا فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَلَقَّنَهٗ ثَالِثًا . فَقَالَ لَا اَقُوْلُ فَغَشِىَ صَدِيْقُهٗ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ رَاٰى اَبُوْ ذَكَرِيَّا خِفَّةً فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ هَلْ قُلْتُمْ لِىْ شَيْئًا ؟ قَالُوْا نَعَمْ عَرَضْنَا عَلَيْكَ الشَّهَادَةَ ثَلٰثًا فَاَعْرَضْتَ مَرَّتَيْنِ وَقُلْتَ فِى الثَّالِثَةِ لَا اَقُوْلُ .

فَقَالَ الزَّاهِدُ اَتَانِىْ اِبْلِيْسُ وَمَعَهٗ قَدَحٌ مِّنَ الْمَاءِ وَوَقَفَ عَلٰى يَمِيْنِىْ يُحَرِّكُ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ لِىْ اَتَحْتَاجُ اِلَى الْمَاءِ قُلْتُ بَلٰى! فَقَالَ قُلْ لَا اِلٰهَ فَاَعْرَضْتُ

فَقَالَ ثَانِيًا كَذَالِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْ لَا اِلٰـهَ قُلْتُ لَا اَقُوْلُ فَضَرَبَ الْقَدَحَ عَلَى الْاَرْضِ وَوَلّٰى هَارِبًا ، فَرَدَدْتُ عَلٰي اِبْلِيْسَ لَا عَلَيْكَ فَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

যেমন কথিত আছে যে আবু জাকারিয়া নামক জনৈক বুজুর্গ জাহেদ ব্যক্তি যখন মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয় এবং তাহার মৃত্যু যন্ত্রনা আরম্ভ হয় এমন সময় তাহার এক বন্ধু আসিয়া তাহাকে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" এর তালক্বীন দিতে লাগিলেন। তখন সেই যাহেদ তাহার দিক হইহে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। বন্ধু দ্বিতীয়বার তলক্বীন দিলে তখনও মুখ ফিরাইয়া নিলেন। পুনরায় তৃতীয়বার তালক্বীন দিলে তিনি বলেন, "আমি বলিব না"। (নাউযুবিল্লাহ) এই উত্তর শুনিয়া বন্ধু বড়ই বেহুশের মত হইয়া গেলেন। ঘন্টা খানেক পর যখন তাহার মৃত্যুকষ্ট কিছুটা হ্রাস পাইল তখন তাহার দুই চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি আমাকে কিছু বলিয়াছিলে? তাহারা বলিলেন, হ্যাঁ। আমরা আপনাকে কালেমা শাহাদাতের তালক্বীন করিয়াছিলাম একে একে তিনবার। দুইবারই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলেন, তৃতীয়বারে একেবারেই পরিস্কারভাবে বলিয়াছিলেন যে, "আমি বলিব না"।

জাহিদ আবু জাকারিয়া বলেন (শোন) শয়তান এক পেয়ালা পানি নিয়া আমার ডান দিকে দাঁড়াইয়া পানি নাড়িতেছিল এবং বলিতে লাগিল তোমার পানির দরকার আছে কি? আমি বলিলাম হ্যাঁ। তখন সে বলিল, তাহা হইলে বল কোন প্রভু নাই। (নাউযুবিল্লাহ) তখন আমি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলাম। সে দ্বিতীয়বারও অনুরূপ বলিলে আমি আবারও মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলাম। তৃতীয়বারে আমি তাহাকে বলিয়াছি "আমি বলিব না।" এই কথা শোনা মাত্রই শয়তান পানির পেয়ালাটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। প্রকৃতপক্ষে ইবলিসের প্রতিই আমার অনিষ্ঠা প্রকাশ, তোমার প্রতি নহে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই তাহার কোন শরীক নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।

وَعَلٰى هٰذَا رُوِىَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ اِذَا دَنٰى مَوْتُ الْعَبْدِ قُسِمَ حَالُهٗ عَلٰى خَمْسَةٍ (١) اَلْمَالُ لِلْوَارِثِ (٢) وَالرُّوْحُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ (٣) وَاللَّحْمُ لِلدُّوْدِ (٤) وَالْعَظْمُ لِلتُّرَابِ (٥) وَالْحَسَنَاتُ لِلْخُصُوْمِ .

ثُمَّ قَالَ اِنْ ذَهَبَ الْوَارِثُ بِالْمَالِ وَذَهَبَ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالرُّوْحِ وَذَهَبَ الدُّوْدُ بِاللَّحْمِ وَذَهَبَ التُّرَابُ بِالْعَظْمِ وَذَهَبَ الْخُصَمَاءُ بِالْحَسَنَاتِ فَيَا لَيْتَ الشَّيْطَانُ لَايَذْهَبُ بِالْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَاِنَّهٗ فِرَاقًا مِّنَ الدِّيْنِ .

এই রেওয়াতের অনুরূপ মনছুর ইবনে আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন– বান্দা যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, তখন তাহার অবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ঃ (১) মাল ওয়ারিশের জন্য (২) রূহ মালাকুল মওতের জন্য (৩) মাংস কীট পোকার জন্য (৪) হাড় মাটির জন্য (৫) এবং নেকীসমূহ পাওনাদারের জন্য।

তিনি আরও বলেন ওয়ারিশগণ মাল নিয়া যাইবে, মালাকুল মওত রূহটা নিয়া যাইবে, কীট পোকা মাংস নিয়া যাইবে, হাড়গুলি মাটি ভক্ষণ করিবে এবং পাওনাদার পাওনার বদলে নেকী নিয়া যাইবে। আল্লাহ না করুন মৃত্যুর সময় শয়তান যেন ঈমান নিয়া না যাইতে পারে। কেননা মৃত্যুপথ যাত্রী আল্লাহর দ্বীন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই তো শয়তানের পক্ষে ইহা সম্ভব হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

রূহ বাহির হওয়ার পর আওয়াজ দেওয়া প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ الثَّامِنُ فِىْ ذِكْرِ النِّدَاءِ بَعْدَ نَزْعِ الرُّوْحِ

وَفِي الْخَبَرِ اِذَا فَارَقَ الرُّوْحُ مِنَ الْبَدَنِ نُوْدِىَ مِنَ السَّمَاءِ ثَلٰثُ صَيْحَاتٍ يَا ابْنَ آدَمَ اَتَرَكْتَ الدُّنْيَا اَمِ الدُّنْيَا تَرَكَتْكَ؟ جَمَعْتَ الدُّنْيَا اَمِ الدُّنْيَا اَجْمَعَتْكَ؟ اَقَتَلْتَ الدُّنْيَا اَمِ الدُّنْيَا قَتَلَتْكَ؟

হাদিস শরীফে আছে, যখন শরীর হইতে রূহ বাহির হইয়া যায় তখন আসমান হইতে উচ্চস্বরে তিনটি আওয়াজ দিয়া বলা হয় ঃ (১) হে আদম সন্তান! তুমি দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়াছ, না দুনিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে? (২) তুমি দুনিয়াকে জমা করিয়াছিলে, না দুনিয়া তোমাকে জমা করিয়াছে? (৩) তুমি দুনিয়াকে কতল করিয়াছ, না দুনিয়া তোমাকে কতল করিয়াছে?

وَاِذَا وُضِعَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ نُوْدِىَ بِثَلٰثِ صَيْحَاتٍ يَا ابْنَ آدَمَ (١) اَيْنَ يَدُكَ الْقَوِىُّ؟ فَمَا اَضْعَفَكَ (٢) وَاَيْنَ لِسَانُكَ الْفَصِيْحُ؟ فَمَا اَسْكَتَكَ؟ (٣) وَاَيْنَ اَحِبَّاءُكَ؟ فَمَا اَوْحَشَكَ؟

আর যখন গোছল দেওয়ার জন্য খাটের উপর রাখা হয় তখন উচ্চস্বরে তিনটি আওয়াজ দিয়া বলা হয় ঃ (১) ওহে আদম সন্তান, কোথায় তোমার সেই শক্তিশালী হাত? কোন জিনিস তোমাকে আজ এত দুর্বল বানাইয়াছে? (২) কোথায় সেই তোমার বাকপটু জিহ্বা? কে তোমার বাকশক্তি হরণ করিয়া তোমাকে নিশ্চুপ

করিয়াছে? (৩) কোথায় তোমার বন্ধু-বান্ধব? কে তোমাকে একাকী করিয়া রাখিয়াছে?

وَاِذَا وُضِعَ عَلَى الْكَفْنِ نُوْدِىَ بِثَلٰثٍ (١) اَلْاٰنَ تَذْهَبُ اِلٰى سَفَرٍ بِغَيْرِ زَادٍ (٢) وَ تَخْرُجُ مِنْ مَّنْزِلِكَ فَلَا تَرْجِعُ اَبَدًا (٣) وَ تَصِيْرُ اِلٰى بَيْتِ الْاَهْوَالِ .

আর যখন মৃত ব্যক্তিকে কাফনের উপর রাখা হয় তখন উচ্চস্বরে তিনটি আওয়াজ দিয়া বলা হয় ঃ (১) হে আদম সন্তান, তুমি এখন এমন সফরে চলিয়া যাইবে যেখানে কোন পাথেয় নাই (২) তুমি চিরকালের জন্য তোমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইবে কখনও আর বাড়ি ফিরিবে না। (৩) তুমি অত্যন্ত ভয়ভীতির বাসস্থানে চলিয়া যাইবে।

وَاِذَا حُمِلَ عَلَى الْجَنَازَةِ نُوْدِىَ بِثَلٰثٍ (١) طُوْبٰى لَكَ اِنْ كُنْتَ تَائِبًا (٢) وَطُوْبٰى لَكَ اِنْ اَضْحَكَكَ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى (٣) وَوَيْلٌ لَّكَ اِنْ اَخَذَتْكَ سَخَطُ اللّٰهِ .

আর যখন জানাযার খাটের উপর রাখা হয় তখন তিনটি আওয়াজ আসে (১) হে আদম সন্তান! তোমার জন্য সু-সংবাদ যদি তুমি তওবা করিয়া আসিয়া থাক (২) তোমার জন্য খোশখবর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমাকে হাসায়। (৩) তোমার অশুভ পরিণতি যদি আল্লাহর ক্রোধ তোমাকে পাকড়াও করে।

وَاِذَا وُضِعَ لِلصَّلٰوةِ نُوْدِىَ بِثَلٰثٍ يَا ابْنَ اٰدَمَ (١) كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْتَهٗ تَرَاهُ السَّاعَةَ (٢) اِنْ كَانَ عَمَلُكَ خَيْرًا تَرَاهُ (٣) وَاِنْ كَانَ عَمَلُكَ شَرًّا تَرَاهُ .

আবার যখন মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামাজ পড়ার জন্য রাখা হয় তখন তিনটি আওয়াজ দেওয়া হয় ঃ (১) হে আদম সন্তান! যে কোন আমল তুমি করিয়া থাক তাহা আজ তুমি দেখিতে পাইবে। (২) যদি ভাল আমল করিয়া থাক তাহা হইলে ভাল আমল দেখিবে। (৩) আর যদি খারাপ আমল করিয়া থাক তাহা হইলে মন্দ আমল দেখিবে।

وَاِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ عَلٰى شَفْرَاةِ الْقَبْرِ نُوْدِىَ بِثَلٰثٍ -يَا ابْنَ اٰدَمَ (١) كُنْتَ عَلٰى ظَهْرِىْ ضَاحِكًا فَصِرْتَ فِىْ بَطْنِىْ بَاكِيًا (٢) وَكُنْتَ عَلٰى ظَهْرِىْ فَرِحًا فَصِرْتَ فِىْ بَطْنِىْ حَزِيْنًا- (٣) وَكُنْتَ عَلٰى ظَهْرِىْ نَاطِقًا فَصِرْتَ فِىْ بَطْنِىْ سَاكِتًا -

আর যখন জানাযা কবর প্রান্তে রাখা হয়, তখন তিনবার চিৎকার দিয়া বলা হইয়া থাকে ঃ হে আদম সন্তান (১) আমার পিঠে তুমি উৎফুল্ল জীবন কাটাইয়াছিলে, এখন আমার পেটে ক্রন্দনরত অবস্থায় তোমার আগমন (২) আমার পিঠে তুমি কতই না আনন্দিত ছিলে এখন আমার পেটে তুমি বিষন্ন (৩) হে আদম সন্তান! আমার পিঠে তুমি কতই না বাকপটু ছিলে এখন আমার পেটে আসিয়া তুমি বাকহীন ও নিশ্চুপ।

وَاِذَا اَدْبَرَ النَّاسُ عَنْهُ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عَبْدِىْ بَقِيْتَ وَحِيْدًا فَرِيْدًا وَ تَرَكُوْكَ فِىْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَقَدْ عَصَيْتَنِىْ لِاَجْلِهِمْ فَاَنَا اَرْحَمُكَ الْيَوْمَ رَحْمَةً تَتَعَجَّبُ مِنْهَا وَاَشْفِقُ عَلَيْكَ شَفْقَةَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ .

লোকেরা কবর দিয়া যখন চলিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তা'লা বলিবেন, হে আমার বান্দা। তুমি এখানে একাকী নির্জন অবস্থায় রহিয়াছ লোকেরা তোমাকে অন্ধকার কবরে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। অথচ তুমি তাহাদের কারণেই এবং তাহাদের জন্যই আমার নাফরমানি করিয়াছ।

আজ আমি কিন্তু তোমার প্রতি এত বেশী দয়া ও রহম করিব যাহা দেখিলে দুনিয়ার মখলুক আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইবে। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহের মত আজ তোমাকে স্নেহ ও দয়া করিব।

নবম অধ্যায়

জমিন ও কবরের ঘোষণা প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ التَّاسِعُ فِىْ ذِكْرِ نِدَاءِ الْاَرْضِ وَالْقَبْرِ

قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رض اِنَّ الْاَرْضَ تُنَادِىْ كُلَّ يَوْمٍ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ فَتَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ (١) تَسْعٰى عَلٰى ظَهْرِىْ وَمَصِيْرُكَ فِىْ بَطْنِىْ (٢) وَ تَاْكُلُ الْحَرَامَ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَاْكُلُ الدُّوْدُ فِىْ بَطْنِىْ (٣) وَ تَعْصِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تُعَذَّبُ فِىْ بَطْنِىْ (٤) وَ تَضْحَكُ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَبْكِىْ فِىْ بَطْنِىْ (٥) وَ تَخْتَالُ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَذِلُّ فِىْ بَطْنِىْ (٦) وَ تَجْمَعُ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَذُوْبُ فِىْ بَطْنِىْ (٧) وَتَمْشِىْ مَسْرُوْرًا عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَقَعُ حَزِيْنًا فِىْ بَطْنِىْ (٨) وَ تَمْشِىْ فِى النُّوْرِ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَقَعُ فِىْ ظُلُمَاتٍ فِىْ بَطْنِىْ (٩) وَ تَمْشِىْ بِالْجَمَاعَةِ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَقَعُ وَحِيْدًا فِىْ بَطْنِىْ (١٠) وَ تَفْرَحُ عَلٰى ظَهْرِىْ وَ تَحْزَنُ فِىْ بَطْنِىْ .

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন যে, জমিন প্রতিদিন দশটি কথা ঘোষণা দিয়া থাকে। সে বলে– (১) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পিঠের উপর দৌড়াইয়া চলিতেছ, মনে রাখিও তোমাকে কিন্তু আমার পেটের ভিতরে আসিতে হইবে, (২) তুমি আমার উপর থাকিয়া হারাম খাইয়া চলিতেছ, মনে রাখিও তোমাকে আমার পেটের ভিতর কীট-পোকারা ভক্ষণ করিবে, (৩) তুমি আমার উপর থাকিয়া আল্লাহর নাফরমানি করিতেছ, মনে রাখিও তোমাকে আমার পেটের ভিতর তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, (৪) তুমি আমার পিঠের উপর থাকিয়া হাসিতেছ, মনে রাখিও আমার পেটের ভিতর কাঁদিয়া কাল কাটাইবে, (৫) আমার উপর থাকিয়া তুমি কত না অহংকার করিতেছ, স্মরণ রাখিও আমার পেটের ভিতর তুমি অপমানিত হইবে, (৬) আমার উপর তুমি হারাম মাল জমা করিয়াছ, মনে রাখিও আমার ভিতরে তুমি গলিয়া যাইবে, (৭) আমার পিঠের উপর প্রফুল্ল মনে চলিতেছে। মনে রাখিও আমার ভিতরে কিন্তু তুমি দারুন দুশ্চিন্তা বোধ করিতে থাকিবে, (৮) আমার উপরে তুমি আলোর মধ্যে চলাফিরা করিতেছ কিন্তু আমার পেটের ভিতর অন্ধকারে থাকিবে, (৯) আমার উপরি ভাগে তুমি তোমার দলবল নিয়া চলাফিরা করিতেছ কিন্তু আমার ভিতরে আসিয়া তুমি একাকী থাকিবে, (১০) হে আদম সন্তান! আমার উপর তুমি আনন্দে বিভোর কিন্তু আমার ভিতরে দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত থাকিবে।

وَفِي الْخَبَرِ اَنَّ الْقَبْرَ يُنَادِىْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَيَقُوْلُ (١) اَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ (٢) اَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ (٣) اَنَا بَيْتُ الدِّيْدَانِ .

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, প্রতিদিন কবর তিনটি আওয়াজ দিয়া বলে– (১) আমি নির্জনতার স্থান। (২) আমি অন্ধকারের ঘর (৩) আমি পোকা মাকড়ের গৃহ। (আমার জন্য তোমার প্রস্তুতি কতটুকু?)

وَيُقَالُ اِنَّ الْقَبْرَ يَنُوْحُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَيَقُوْلُ (١) اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ فَاجْعَلْ مُؤْنِسِىْ قِرَأَةَ الْقُرْآنِ (٢) اَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ فَنَوِّرْ لِىْ بِصَلٰوةِ اللَّيْلِ (٣) اَنَا بَيْتُ التُّرَابِ فَاجْعَلِ الْفِرَاشَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ (٤) اَنَا بَيْتُ الْاَفَاعِىْ فَاجْعَلِ التِّرْيَاقَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاهْرَاقِ الدُّمُوْعِ (٥) اَنَا بَيْتُ سُوَالِ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ فَاَكْثِرْ عَلٰى ظَهْرِىْ ذِكْرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

কাহারও মতে কবর প্রতিদিন পাঁচবার উঁচু আওয়াজে বলে– (১) আমি একাকী থাকার ঘর, তুমি কোন সাথী নিয়া আস, সেই সাথী হইতেছে কোরান শরীফ

তেলাওয়াত। (২) আমি কবর অন্ধকার ঘর, তুমি বাতি নিয়া আস আর তাহা হইতেছে রাতের নামাজ। (৩) আমি কবর মাটির ঘর, তুমি বিছানা নিয়া আসিও, বিছানা হইতেছে তোমার নেক আমলসমূহ। (৪) আমি কবর সাপ বিচ্ছুর ঘর, তুমি তিরয়াক (সাপ দংশনের প্রতিবেধক) সংগে নিয়া আস, তাহা হইতেছে (ক) বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করা (খ) চোখের পানি ফেলা। (৫) আমি কবর মুনকির নকীরের প্রশ্নের ঘর, সুতরাং তুমি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর জিকির করিও।

দশম অধ্যায়

ধর হইতে রূহ বাহির হওয়ার পর রূহের আওয়াজের বর্ণনা

اَلْبَابُ الْعَاشِرُ فِىْ ذِكْرِ نِدَاءِ الرُّوْحِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْجَسَدِ

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً مُرَبَّعَةً وَاِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَقُوْمَ لَهُ كَمَا كَانَتْ عَادَتِىْ عِنْدَ دُخُوْلِهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَانَكِ فَقَعَدْتُّ فَوَضَعَ رَاْسَهُ فِىْ حِجْرِىْ وَنَامَ مُسْتَلْقِيًا فَجَعَلْتُ اَطْلُبُ شَيْبَتَهُ فِىْ لِحْيَتِهِ فَرَاَيْتُ فِيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ فَفَكَّرْتُ فِىْ نَفْسِىْ وَقُلْتُ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا وَتَبْقَى الْاُمَّةُ بِلَا نَبِيٍّ وَبَكَيْتُ حَتّٰى سَالَ دَمْعِىْ وَوَقَعْتُ عَلٰى وَجْهِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانْتَبَهَ مِنْ نَّوْمِهِ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ لِمَ تَبْكِىْ؟ قُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ حَالٍ اَشَدُّ عَلَى الْمَيِّتِ؟

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমি আমার কামরায় চারজানু হইয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ রাসূল আকরাম (সাঃ) তশরীফ আনিলেন। আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিলাম কিন্তু হুজুর (সঃ) বলিলেন, হে আয়েশা তুমি তোমার জায়গায় বসিয়া থাক। আমি বসিয়া পড়িলাম। তখন তিনি আমার কোলে তাঁহার মাথা রাখিয়া উপরের দিকে চেহারা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। এই সময়ে আমি তাঁহার দাড়ি মোবারককের মধ্য হইতে সাদা দাঁড়িগুলি খুঁজিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম উনিশ খানা দাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমি মনে মনে চিন্তিত হইলাম এবং ভাবিলাম যে, তিনি দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইবেন আর তাঁহার উম্মতগণ নবীহারা হইবে। তখন আমি কাঁদিতে লাগিলাম। চোখের পানি মুখ বহিয়া রাসূল (সঃ) এর চেহারা মোবারকে পড়িলে তিনি ঘুম হইতে জাগিয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে

www.AmarIslam.com

আয়েশা! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তখন আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! (সঃ) আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হউক। আপনি আমাকে একটু বলুন! মৃত ব্যক্তির কোন অবস্থাটা অধিকতর ভয়াবহ ও কঠিন?

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَكُوْنُ الْحَالُ اَشَدَّ عَلَيْهِ اِلَّا وَقْتَ خُرُوْجِهٖ مِنْ دَارِهٖ يَبْكُوْنَ اَوْلَادُهٗ خَلْفَهٗ فَيَقُوْلُوْنَ يَا وَالِدَاهْ وَيَقُوْلُ الْوَالِدُ يَا اِبْنَاهْ! وَاَشَدُّ الْحَالِ عَلَي الْمَيِّتِ حِيْنَ يُوْضَعُ فِيْ لَحْدِهٖ وَيُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَيَرْجِعُ عَنْهُ اَوْلَادُهٗ وَاَقْرِبَاؤُهٗ وَاَحِبَّاؤُهٗ وَيُسَلِّمُوْنَهٗ اِلَي اللّٰهِ تَعَالٰي مَعَ عَمَلِهٖ . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ هٰذَا شَدِيْدٌ وَاَيَّةُ حَالَةٍ اَشَدُّ مِنْهُ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اَشَدَّ الْحَالِ عَلَى الْمَيِّتِ حِيْنَ يَدْخُلُ الْغَسَّالُ وَاَرَاهُ لِيَغْسِلَهٗ فَيُخْرِجُ خَاتِمَ الشَّابِّ مِنْ اِصْبَعِهٖ وَيَنْزِعُ قَمِيْصَ الْعَرُوْسِ مِنْ بَدَنِهَا وَيَرْفَعُ عَمَائِمَ الْمَشَائِخِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ رَأْسِهٖ .

উত্তরে রাসূল(সঃ) এরশাদ করিলেন, হে আয়েশা! মুর্দার এই অবস্থাই খুব ভয়াবহ ও দুঃখময় যখন তাহাকে তাহার ঘর হইতে বাহিরের দিকে নিয়া যাওয়া হয়, তাহার পিছন দিক হইতে তাহার সন্তানেরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে হায় বাপ! হায় মা! এবং মা-বাপ বলে হায় বেটা! হায় বেটি!

মুর্দার জন্য আর একটি ভয়াবহ ও হৃদয় বিদারক অবস্থা হইতেছে মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তাহার উপর মাটি ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তাহাকে তাহার আমলসহ আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায়।

অতঃপর নবী করিম (সঃ) বলিলেন, হে আয়েশা! ইহা তো মুর্দার জন্য খুবই কঠিন সময়। এই সময়ের চাইতে কোন সময়টা বেশী কঠিন জান? হযরত আয়েশা বলেনঃ তখন আমি বলিলাম আল্লাহ ও আল্লাহর রাছুলই ভাল জানেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, হে আয়েশা! তুমি জানিয়া রাখ প্রকৃতপক্ষে মুর্দার জন্য আরও কঠিন বিপদ হইল, গোসলদাতা যখন তাহাকে গোসল দিতে লইয়া শরীরস্থ সকল কাপড় খুলিয়া লয়, যুবকের হাতের আংটি, কন্যার পরনের সুন্দর বস্ত্র, বৃদ্ধ ফকিহ-এর ও কাজির মাথার পাগড়ী খুলিয়া লয়।

فَيُنَادِىْ رُوْحُهٗ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهٗ كُلُّ الْمَخْلُوْقَاتِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَقُوْلُ (١) يَا غَسَّالُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ اِنْزِعْ ثِيَابِىْ بِرِفْقَةٍ فَاِنَّ السَّاعَةَ خَرَجْتُ مِنْ مَّخَالِبِ مَلَكِ الْمَوْتِ

وَاِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَاحَ فَيَقُوْلُ (٢) يَا غَسَّالُ لَا تُصُبَّ الْمَاءَ حَارًّا وَبَارِدًا فَاِنَّ جَسَدِىْ مَجْرُوْحٌ مِّنْ نَزْعِ الرُّوْحِ .

তখন রূহ উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়া বলিতে থাকে, তার সেই আওয়াজ জ্বিন ইনসান ছাড়া আর সকল মাখলুকই শুনিতে থাকে। রূহ বলে (১) হে গোসলদাতা! আল্লাহর শপথ আমার শরীরের কাপড় আস্তে আস্তে খোল কেননা মালাকুল মওতের থাবার চোটে আমার শরীর কাহিল হইয়া গিয়াছে। যখন গোসলদাতা তাহার উপর পানি ঢালিতে আরম্ভ করে, তখন রূহ আবার চিৎকার দিয়া বলে (২) হে গোসলদাতা। আমার শরীরে বেশী গরম বেশী ঠান্ডা পানি ঢালিও না। কেননা রূহ টানিয়া বাহির করিতে আমার শরীর যখম হইয়া পড়িয়াছে।

وَاِذَا غَسَلَهٗ يَقُوْلُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ (٣) يَاغَسَّالُ لَا تَمُسَّنِىْ شَدِيْدًا لِاَنَّ جَسَدِىْ مَجْرُوْحٌ بِخُرُوْجِ الرُّوْحِ .

আর যখন লোকেরা মুর্দাকে গোসল দিতে থাকে তখন বলে (৩) হে গোসলদাতা আল্লাহর কছম তুমি আমাকে জোরে হাত লাগাইবে না কারণ রূহ বাহির হওয়ার আঘাতে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

وَاِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهٖ وَوَضَعَهٗ فِيْ كَفْنِهٖ وَ شُدَّ مَوْضَعُ قَدَمَيْهِ نَادَاهُ (٤) يَا غَسَّالُ لَا تَشُدَّ كَفْنَ رَأْسِىْ حَتّٰى يَرٰى وَجْهِىْ اَوْلَادِىْ وَاَهْلِىْ وَاَقْرِبَائِىْ لِاَنَّ هٰذَا آخِرُ رُؤْيَتِىْ لَهُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ اُفَارِقُهُمْ وَلَا أَرٰى هُمْ اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

যখন মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পর কাফনের উপরে রাখিয়া লোকেরা তাহার উভয় পা বাঁধিতে থাকে তখন মুর্দা বলিতে থাকে (৪) হে গোসলদাতাগণ! তোমরা আমার মাথার কাফনখানা বাঁধিয়া ফেলিও না। যাহাতে আমার সন্তান সন্ততি, আমার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন আমার চেহারা দেখিতে পারে। কারণ ইহা হইল আমাকে তাহাদের শেষ দেখা। আজ আমি তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইতেছি। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইব না।

وَاِذَا اُخْرِجَ الْمَيِّتُ مِنَ الدَّارِ نَادٰى (٥) بِاللّٰهِ يَا جَمَاعَتِىْ لَا تَعْجَلُوْنِىْ حَتّٰى اُوَدِّعَ دَارِىْ وَمَالِىْ ثُمَّ نَادٰى (٦) بِاللّٰهِ تَرَكْتُ اِمْرَاَتِىْ اَيِّمًا لَا تُؤْذُوْهَا وَاَوْلَادِىْ يَتِيْمًا لَا تُؤْذُوْهُمْ فَاِنِّيْ اَخْرُجُ مِنْ دَارِىْ وَلَا اَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا .

মুর্দাকে লোকেরা যখন বাড়ী হইতে বাহিরে আনিতে থাকে তখন সে উচ্চস্বরে বলে, (৫) খোদার কছম! হে আমার ভাইগণ! একটু থাম! তোমরা বেশী তাড়াহুড়া

www.AmarIslam.com

করিওনা, যাহাতে আমি আমার ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদকে বিদায় দিতে পারি। তারপর জোরে বলিবে (৬) আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রীকে বিধবা বানাইয়া যাইতেছি তোমরা তাহাকে কষ্ট দিওনা। আমার আদরের ছেলে সন্তানকে ইয়াতিম হিসাবে রাখিয়া যাইতেছি তাহাদিগকে তোমরা কষ্ট দিও না। কেননা আমি আজ আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। আর কখনও আসিব না।

وَاِذَا حُمِلَ عَلىَ الْجَنَازَةِ يَقُوْلُ الرُّوْحُ (٧) بِاللّٰهِ يَاجَمَاعَتِىْ! لَا تَعْجَلُوْنِىْ حَتّٰى اَسْمَعَ صَوْتَ اَهْلِىْ وَاَوْلَادِىْ وَاَقْرِبَائِىْ فَاِنَّ الْيَوْمَ اُفَارِقُهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

লোকেরা যখন তাহাকে জানাযার খাটের উপর উঠাইতে লাগে তখন রূহ উচ্চস্বরে আওয়াজ দিতে থাকে (৭) হে আমার ভাইগণ! আল্লাহর কছম তাড়াতাড়ি করিও না। যেন আমি আমার পরিবার পরিজন, ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। কেননা আমি তো আজ তাহাদের হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। কিয়ামত পর্যন্ত মিলন আর সম্ভব নহে।

وَاِذَا وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِ الْجَنَازَةِ وَيَخْطُوْهُ ثَلٰثَ خَطَوَاتٍ يُنَادِىْ حَتّٰى يَسْمَعَ كُلُّ شَئٍ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ (٨) يَا اَحِبَّائِىْ! وَاَوْلَادِىْ وَاِخْوَانِيْ لَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْنِىْ وَلَا تَلْعَبَنَّ بِكُمُ الدُّنْيَا كَمَا لَعِبَتْ بِىْ اِعْتَبِرُوْا فَاِنِّىْ خَلَّيْتُ مَا جَمَعْتُ لِوَارِثِىْ وَلَايَحْمِلُوْنَ مِنْ خَطَائِىْ شَيْئًا وَالدَّيَانُ يُحَاسِبُنِىْ وَاَنْتُمْ تَعِيْشُوْنَ وَ تَاْكُلُوْنَ وَ تَشْرَبُوْنَ وَ تَشْبَعُوْنَ وَلَا تَدْعُوْنَنِيْ.

জানাযার খাটে রাখিয়া তিন কদম অগ্রসর হইলে সে এমনভাবে আওয়াজ দিতে থাকে যাহা জ্বিন ইনসান ব্যতিত সকলেই শুনিতে পায়। হে আমার বন্ধু বান্ধব! ওহে আমার প্রিয় সন্তান-সন্ততি ও ভাইগণ সাবধান! এই দুনিয়া আমাকে যেইভাবে ধোকা দিয়াছে তোমাদিগকে যাহাতে সেইভাবে ধোকা দিতে না পারে। দুনিয়া আমাকে দিয়া যেইভাবে খেলা করিয়াছে তোমাদের দিয়া যাহাতে ঐ ধরনের খেলা করিতে না পারে। তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর! দেখ আমি যাহা জমা করিয়াছি তাহা আমার ওয়ারিশদের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে। তাহারা আমার সম্পদ ভোগ করিবে কিন্তু আমার গুনাহকে বহন করিবে না। হিসাব গ্রহণকারী আমার হিসাব গ্রহণ করিতে থাকিবে এই সময় তোমরা খুশিতে জীবন যাপন করিবে, খানা-পিনা করিবে এবং পরিতৃপ্ত হইবে কিন্তু আমার খবর কেহ নিবে না।

www.AmarIslam.com

وَاِذَا صَلَّوْا عَلَى الْجَنَازَةِ وَرَجَعَ بَعْضُ اَصْدِقَائِهِ وَاَهْلِهِ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ قَبْلَ الدَّفْنِ يَقُوْلُ(٩) بِاللّٰهِ اِخْوَانِيْ اِنَّ الْمَيِّتَ يَنْسٰى لٰكِنْ لَا بِهٰذِهِ السَّاعَةِ وَرَجَعْتُمْ قَبْلَ اَنْ دَفَنْتُمُوْنِىْ وَيَا اِخْوَانِيْ اِعْلَمُوْا اَنَّ الْمَيِّتَ اَبْرَدُ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ فِىْ قُلُوْبِ الْاَحْيَاءِ وَلٰكِنْ لَا بِهٰذِهِ السَّاعَةِ.

যখন জানাযার নামাজ শেষে কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব প্রত্যাবর্তন করে কিন্তু এখনও দাফন করা হয় নাই তখন মুর্দা বলে (৯) আল্লার কছম! হে আমার ভাই-বন্ধু! আমি জানি মুর্দাকে তো সকলে ভুলিয়া যায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ভুলিও না, তোমরা আমাকে দাফন করার পূর্বে ফিরিয়া যাইও না।

(১১) বন্ধুগণ জানিয়া রাখ, মৃত ব্যক্তি জীবিত লোকদের অন্তরের কাছে জমহারীর হইতেও ঠান্ডা অর্থাৎ ভুলিয়া যায়; কিন্তু এই সময়ই নহে।

وَاِذَا وَضَعُوْهُ فِىْ لَحْدِهٖ يَقُوْلُ (١١) يَا وَارِثَاهُ! مَا جَمَعْتُ مَالًا كَثِيْرًا اِلَّا تَرَكْتُهُ لَكُمْ فَلَا تَنْسَوْنِىْ بِكَثْرَةِ خَيْرٍ لَكُمْ وَعَلَّمْتُكُمُ الْقُرْآنَ وَالْاَدَبَ فَلَا تَنْسَوْنِىْ بِدُعَاءِكُمُ الْخَيْرِ.

আর যখন মুর্দাকে কবরের মধ্যে রাখা হয় তখন সে বলে(১১) হে আমার ওয়ারিশগণ! আমি যে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ যোগাড় করিয়াছি ঐগুলি তোমাদের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছি। সুতরাং তোমরা ঐ সকল মঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া আমাকে ভুলিয়া যাইও না। আমি তোমাদিগকে কোরআন ও আদবের শিক্ষা দিয়াছি। অতএব তোমরা আমাকে দোয়া খাইর করা হইতে ভুলিয়া যাইও না।

وَعَلٰى هٰذَا حُكِىَ مِنْ اَبِىْ قِلَابَةَ رح اَنَّهٗ رَاٰي مَقْبَرَةً فِى الْمَنَامِ كَانَتْ قُبُوْرُهَا قَدِ انْشَقَّتْ وَاَمْوَا تُهَا خَرَجُوْا مِنْهَا وَ قَعَدُوْا عَلٰي شَفِيْرِ الْقُبُوْرِ وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ طَبَقٌ مِّنْ نُّوْرٍ.

এই সম্পর্কে হযরত আবু কেলাবা (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি কবরস্তানকে স্বপ্নে দেখেন। কবরস্তানের সকল কবরগুলি ফাটিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মুর্দা কবর হইতে বাহির হইয়া কবর প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকের সামনে নুরের একখানা করিয়া পাত্র রহিয়াছে।

وَرَاٰى فِيْمَا بَيْنَهُمْ رَجُلًا مِّنْ جِيْرَانِهٖ لَمْ يَرٰى بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقًا مِنْ نُّوْرٍ فَقَالَ مَالِىْ لَا اَرٰى بَيْنَ يَدَيْكَ النُّوْرَ؟ فَقَالَ اِنَّ لِهٰؤُلَاءِ اَوْلَادًا اَوْاَصْدِقَاءَ وَاَقْرِبَاءَ يَدْعُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَهُمْ وَيَتَصَدَّقُوْنَ لِاَجْلِهِمْ وَهٰذَا النُّوْرُ مِمَّا بَعَثُوْا اِلَيْهِمْ وَكَانَ لِيْ اِبْنٌ غَيْرُ صَالِحٍ لَايَدْعُوْ لِيْ وَلَا يَتَصَدَّقُ لِاَجْلِيْ وَلِهٰذَا لَا نُوْرَ لِيْ وَاَنَا خَجِلٌ بَيْنَ جِيْرَانِيْ . فَلَمَّا انْتَبَهَ اَبُوْ قِلَابَةَ دَعَا اِبْنَهٗ وَاَخْبَرَهٗ بِمَا رَاٰى فِي الْمَنَامِ فَقَالَ الْاِبْنُ اَنَا الْاٰنَ قَدْ تُبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا اَعُوْدُ اِلٰى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ اَبَدًا ۚ اشْتَغَلَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ لِاَبِيْهِ .

আবু কেলাবা (রঃ) বুজুগ বলেন আমি তাহাদের মধ্যে আমার এক প্রতিবেশীকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহার সম্মুখে নূরের কোন পাত্র নাই। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম কি হইয়াছে আপনার? আপনার সামনে নূরের পাত্র দেখিতেছি না কেন?

তখন সেই প্রতিবেশী লোকটি বলিল! উহাদের নেক ছেলে সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তাহাদের জন্য দোয়া ও সাদকা প্রেরণ করিয়াছে। আর এই নূর তাহাদের সেই দোয়া ও সাদকারই প্রতিচ্ছবি।

আর আমার এক অযোগ্য ছেলে আছে সে না আমার জন্য দোয়া করে না সাদকা করে। তাই আমার জন্য কোন নূরও নাই। সেই জন্য প্রতিবেশীদের সামনে আমি খুবই লজ্জিত।

আবু কেলাবা (রঃ) যখন ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন তখন ঐ লোকটির ছেলেকে ডাকাইলেন এবং স্বপ্নে যাহা কিছু দেখিয়াছেন সকল কথা তাহাকে বলিয়া দিলেন। ছেলে বলিল আমি আপনার হাতে তওবা করিতেছি। আমি যাহা করিতেছিলাম তাহা আর কখনও করিব না। সেই দিন হইতে সে ইবাদত বন্দেগী ও বাপের জন্য সাদকা এবং দোয়া খাইর করিতে মশগুল হইয়া গেল।

فَلَمَّا مَضَتْ مُدَّةٌ رَاَي اَبُوْقِلَابَةَ فِيْ مَنَامِهٖ تِلْكَ الْمَقْبَرَةَ عَلٰى حَالِهَا وَرَاٰى نُوْرًا اَضْوَءَ مِنَ الشَّمْسِ وَاَكْثَرَ مِنْ نُوْرِ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ يَا اَبَاقِلَابَةَ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا عَنِّيْ لِاَنِّيْ لِقَوْلِكَ نَجَوْتُ عَنِ النِّيْرَانِ وَمِنْ خَجَلَةِ الْجِيْرَانِ .

কিছু দিন পর আবু কেলাবা (রঃ) সেই কবরস্তানকে স্বপ্নে পূর্বের একই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন কিন্তু এইবার সেই প্রতিবেশীর সামনে অন্যান্য মৃত অপেক্ষা অধিক এবং সূর্য্য অপেক্ষা আলোকপূর্ণ নুর দেখিতে পাইলেন।

সে বলিল, হে আবু কেলাবা! আল্লাহ পাক আপনাকে আমার পক্ষ হইতে উত্তম পুরস্কার দান করুণ। কারণ আপনার কথার কারণেই আমি দোযখের এবং প্রতিবেশীর সম্মুখে লজ্জা হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

وَفِي الْخَبَرِ اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمَّا دَخَلَ عَلٰي رَجُلٍ بِالْاِسْكَنْدَرِيَّةِ فَسَالَ الرَّجُلُ مَنْ اَنْتَ ؟ فَقَالَ اَنَا مَلَكُ الْمَوْتِ فَاِذَا هُوَ يَرْتَعِدُ فَرَائِصُهٗ فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ

مَا هٰذَا الَّذِيْ اَرٰى مِنْكَ؟ قَالَ خَوْفًا فَقَالَ اَتَخَافُ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ اَاَكْتُبُ كَلَامًا لِتَنْجُوَ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ بَلٰى فَدَعَا صَحِيْفَةً وَكَتَبَ فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ هٰذَا بَرَاَةٌ مِنَ النَّارِ .

হাদীস শরীফে আছে ইসকান্দরীয়ার কোন লোকের নিকট মালাকুল মওত রূহ কবজ করার জন্য নাজিল হইলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে?

তিনি বলিলেন, আমি মালাকুল মওত! ইহা শুনা মাত্র তাহার বাহু এবং কাঁধের গোশত কাঁপিতে লাগিল। মালাকুল মওত বলিলেন তোমার একি অবস্থা দেখিতেছি? সে বলিল ভয়ের কারণেই আমার এই অবস্থা দেখিতেছ। মালাকুল মওত বলিলেন, তবে কি দোযখকে তুমি ভয় করিতেছ? সে বলিল, হ্যাঁ।

মালাকুল মওত বলিলেন, আমি কি তোমার জন্য এমন কিছু কথা লিখিয়া দিব যাহার দরুন তুমি দোযখের আগুন হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবে? সে বলিল হ্যাঁ ভাল কথা। তখন মালাকুল মওত একখানা কাগজ তালাশ করিয়া লইয়া উহাতে লিখিয়া দিলেন। "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এবং বলিলেন ইহাই তোমার নাজাতের একমাত্র উপায় উপকরণ।

سَمِعَ رَجُلٌ عَارِفٌ مِّنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" فَصَاحَ وَقَالَ هٰذَا ثَمَرَةُ سِمَاعِ اِسْمِ الْحَبِيْبِ فَكَيْفَ رُؤْيَتُهٗ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا بِدُوْنِ الْمَوْتِ لَا تَسْتَوِيْ بِدَانِقٍ لِاَنَّهٗ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ اِلَي الْحَبِيْبِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَوْتَ جَسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ اِلَي الْحَبِيْبِ.

একদা এক আরেফ তথা বুজুর্গ ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িতে শুনিয়া চিৎকার করিতে শুনিলেন এবং বলিলেন ইহা যদি বন্ধুর নামের শ্রবণের ফল হয় তবে বন্ধুর দর্শন কতই না উত্তম হইবে। অতঃপর বলিলেন মওত ছাড়া দুনিয়ার মূল্য এক পয়সার নাই। কেননা সে বন্ধুকে বন্ধু পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। নবী করীম (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন মওত হইল একটি সেতু (পুল), সেই সেতু বন্ধুকে অন্য বন্ধুর নিকটে পৌছাইয়া দেয়।

www.AmarIslam.com

একাদশ অধ্যায়

মুর্দার উপর মুসিবত প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ الْحَادِىْ عَشَرَ فِىْ ذِكْرِ الْمُصِيْبَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

رُوِىَ فِى الْخَبَرِ اَنَّ مَنْ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَخَرَّقَ ثَوْبًا اَوْ ضَرَبَ صَدْرَهٗ فَكَاَنَّمَا اَخَذَ الرُّمْحَ وَحَارَبَ رَبَّهٗ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ.

হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মুসিবতে পতিত হইয়া কাপড় ফাড়ে এবং বুক চাপড়ায়, সে যেন বর্শা নিয়া স্বীয় প্রতিপালকের সাথে যুদ্ধ করিতে নামিল। (নাউযুবিল্লাহ)

رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَوَّدَ بَابًا عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ اَوْ خَرَّقَ ثِيَابًا اَوْ خَرَّبَ دُكَّانًا اَوْ كَسَرَ شَجَرَةً بُنِىَ لَهٗ بِكُلِّ شَجَرَةٍ بَيْتٌ فِى النَّارِ فَكَاَنَّمَا اَشْرَكَ بِاللّٰهِ وَاَرَاقَ دَمَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَوْمًا وَلَا صَلٰوةً وَلَا عَدْلًا مَا دَامَ ذَالِكَ السَّوَادُ عَلٰى بَابِهٖ وَضَيَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَبْرَهٗ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حِسَابُهٗ وَلَعَنَهٗ كُلُّ مَلَكٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَكُتِبَ لَهٗ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ وَقَامَ مِنْ قَبْرِهٖ عُرْيَانًا ، وَمَنْ خَرَّقَ عَلَى الْمُصِيْبَةِ ثَوْبًا خَرَّقَ اللّٰهُ دِيْنَهٗ ، وَاِنْ لَطَمَ خَدًّا اَوْخَمَشَ وَجْهًا حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِ الْكَرِيْمِ .

হযরত নবী করিম (স) হইতে বর্ণিত আছে যে, বিপদকালে যদি কেহ দরজায় কাল চিহ্ন দেয়, কিংবা কাপড় ফাঁড়ে কিংবা দোকান নষ্ট করে অথবা গাছ ছিঁড়িয়া ফেলে, আল্লাহ ত'লা তাহার প্রত্যেকটি বৃক্ষের জন্য দোযখের মধ্যে এক একটি ঘর তৈয়ার করিবেন। বলিতে গেলে সে যেন আল্লাহর সহিত শিরক করিল এবং সত্তর জন নবীকে হত্যা করিল। আল্লাহ তা'লা তাহার নামাজ রোজা এবং সাদকা কিছুই গ্রহণ করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার দরজায় কাল দাগ থাকিবে। আল্লাহ তা'লা তাহার কবরকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিবেন এবং তাহার হিসাব কঠিন করিয়া নিবেন। তাহার উপর আসমান ও জমিনের সকল ফিরিশতা লানৎ করিতে থাকিবে। তাহার আমলনামায় এক হাজার গুনাহ লিখিয়া দেওয়া হইবে। আর কবর হইতে সে উলঙ্গ অবস্থায় উঠিবে।

যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় কাপড় ফাঁড়িয়া ফেলিবে আল্লাহ তা'লা তাহার দ্বীনকে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। যে ব্যক্তি বিপদকালে গালে চড় মারিবে, চেহারা জখম করিবে, আল্লাহ তা'লা তাঁহার দীদার তাহার প্রতি হারাম করিয়া দিবেন।

وَفِى الْخَبَرِ اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ وَاجْتَمَعَتِ الصِّيَاحُ فَيَقُوْمُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلٰى بَابِ دَارِهٖ وَيَقُوْلُ مَا هٰذَا الصِّيَاحُ؟ وَاللّٰهِ مَا نَقَصَتْ مِنْ اَحَدِكُمْ عُمُرًا وَلَا رِزْقًا وَمَا ظَلَمْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْكُمْ فَاِنْ كَانَ صِيَاحُكُمْ مِنِّىْ فَاِنِّىْ عَبْدٌ مَامُوْرٌ وَاِنْ كَانَ مِنَ الْمَيِّتِ فَاِنَّهٗ مَقْهُوْرٌ وَاِنْ كَانَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاَنْتُمْ كَافِرُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّ لِىْ فِيْكُمْ عُوْدًا ثُمَّ عَوْدًا . قَالَ الْفَقِيْهُ اَلنَّوْحُ حَرَامٌ وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالصَّبْرُ اَفْضَلُ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

হাদীস শরিফে আছে যখন আদম সন্তান মরিয়া যায় এবং তাহার মৃত্যুলোকে সকলের চিৎকারের আওয়াজ একত্রিত হয় তখন মালাকুল মওত তাহার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলেন, এই চিৎকার কিসের? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কাহারও হায়াত বা রিযিক কমাই নাই। তোমাদের কাহারও উপর কোন অত্যাচার করি নাই।

যদি তোমাদের এই চিৎকার আমার কারণে হইয়া থাকে তবে জানিয়া রাখ, আমি আল্লাহর নির্দেশিত এক বান্দা। আর যদি তোমাদের এই চিৎকার মুর্দার কারণে হয় তবে জানিয়া রাখ সে মজবুর হইয়া গিয়াছে। আর যদি তোমাদের চিৎকারময় ক্রন্দন আল্লাহর কারণে হয় তবে জানিয়া রাখ তোমরা অকৃতজ্ঞ কাফের হইয়া গিয়াছ। আল্লাহর কসম! জানিয়া রাখ! আমি পুনরায় আসিব এবং আমার আগমন পর পর হইতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদের একজনও বাঁচিয়া থাকিবে না

ফকিহগণ বলিয়াছেন, বিলাপ করা হারাম, তবে অশ্রুপাত করা দোষের নহে কিন্তু সবর করা উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন, সবরকারীকে অগণিত সওয়াব দেওয়া হইবে।

رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اَلنَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا وَمَنْ يَسْمَعُهَا فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

হযরত নবী করিম (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি ফরমাইয়াছেনঃ বিলাপকারী, তাহার পার্শ্বে যাহারা রহিয়াছে এবং যাহারা তাহার বিলাপ শুনিতেছে সকলের উপর আল্লাহর লানৎ, ফিরিশতাদের লানৎ এবং সমস্ত মানুষের লানৎ বা অভিসম্পাৎ।

وَيُقَالُ لَمَّا مَاتَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِعْتَكَفَتْ اِمْرَأَتُهُ عَلٰى قَبْرِهٖ سَنَةً وَّاحِدَةً فَلَمَّا كَانَ رَأْسُ الْحَوْلِ رَفَعُوْا الْفُسْطَاطَ فَسَمِعُوْا صَوْتًا مِّنْ جَانِبٍ هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا .

কথিত আছে যখন হযরত হাছান বিন আলী (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন তাহার কবরের নিকট তাহার বিবি এক বৎসর পর্যন্ত ইতেকাফ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে যখন তিনি তাহার তাঁবু উঠাইয়া নিতেছিলেন; তখন কবরের দিক হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেনঃ "যাহাকে হারাইয়াছ তাহাকে কি পাইয়াছ?"

رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمَّا مَاتَ اِبْنُهُ اِبْرَاهِيْمُ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَلَسْتَ قَدْ نَهَيْتَهَا عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ فِعْلَيْنِ اَحْمَقَيْنِ صَوْتِ النَّوْحِ وَصَوْتِ الْغَنَاءِ وَخَمْشِ الْوَجْهِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ وَلٰكِنَّ هٰذَا رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ الرُّحَمَاءِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ .

নবী করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন তাঁহার পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করিলেন, তখন হুজুর (সঃ) এর চক্ষুদ্বয় দিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কাঁদিতে নিষেধ করেন নাই ? হুজুর (সঃ) বলিলেন আমি তোমাদের দুইট গুনাহের আওয়াজ করিতে এবং দুইটি বোকামির কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছি। (১) চিৎকার করিয়া বিলাপ করা এবং (২) উচ্চস্বরে গান করা।

বোকামির কাজ দুইটি হইল (১) চেহারা জখমী (২) গিরেবান (কলার) ফাঁড়া। কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রু ফেলা মমতা এবং রহমদিলের নিশানা যাহা আল্লাহ তা'লা রহমদিলদের অন্তরে পয়দা করিয়াছেন।

অতঃপর নবী করিম (সঃ) বলেন, হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে মন শোকসন্তপ্ত এবং চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

رُوِىَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ اَبَا حَفْصٍ عُمَرَ رض رَاٰى اِمْرَأَةً تَبْكِىْ عَلٰى مَيِّتٍ فَنَهَاهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعْهَا يَا اَبَا حَفْصٍ فَاِنَّ الْعَيْنَ بَاكِيَةٌ وَّالنَّفْسُ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدُ جَدِيْدٌ؟

হযরত ওহাব বিন কাইসান হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত উমর (রাঃ) দেখিতে পাইলেন জনৈক স্ত্রীলোক মৃতের প্রতি ক্রন্দন করিতেছে। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন কাঁদিও না।

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন ঃ হে আবু হাফছ! তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা চক্ষু ক্রন্দনশীল, নফছ মুসিবত ভোগী এবং যুগ নতুনত্ব গ্রহণকারী।

www.AmarIslam.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মুর্দার উপর ধৈর্যধারণ করার ব্যাপারে আলোচনা

اَلْبَابُ الثَّانِىْ عَشَرَ فِيْ ذِكْرِ الصَّبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَوَّلُ مَا كَتَبَ الْقَلَمُ فِيْ لَوْحِ الْمَحْفُوْظِ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰي اَنِّيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ وَخَيْرٌ مِّنْ خَلْقِيْ مَنِ اسْتَسْلَمَ بِقَضَائِيْ وَصَبَرَ عَلٰي بَلَائِيْ وَشَكَرَ عَلٰي نَعْمَائِيْ اَكْتُبُهُ صِدِّيْقًا وَاَبْعَثُهُ بَيْنَ الصِّدِّيْقِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِيْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلَائِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلٰى نَعْمَائِيْ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِيْ وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِيْ .

হযরত রাসূলে খোদা (সঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করিয়াছেন যে, সর্ব প্রথম লওহে মাহফুজে আল্লাহর নির্দেশে কলম যাহা লিখিয়াছিল তাহা হইল (১) আমি আল্লাহ এক, আমি ছাড়া আর কোন প্রভু নাই, মুহাম্মদ আমার বান্দা ও রাসূল (২) তিনি আমার সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (৩) যেই ব্যক্তি আমার ফয়সালা মানিয়া লইবে, (৪) আমার বালা মুসিবতে সবর করিবে এবং (৫) আমার দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবে, আমি তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া ঘোষণা করিব এবং কিয়ামতের দিন সিদ্দীকীনদের সাথে হাশর করাইব।

আর যেই ব্যক্তি আমার কাযা-কদর মানিবে না, মুসিবতে সবর করিবে না এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবে না, সে যেন আমার আসমানের নীচ হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায় এবং আমি ছাড়া অন্য একজন প্রভুকে খুঁজিয়া লয়।

قَالَ الْفَقِيْهُ اَلصَّبْرُ عَلَي الْبَلَاءِ وَذِكْرُ اللّٰهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ مِمَّا يُوْجِبُ عَلَى الْاِنْسَانِ صَدَقَةً لِاَنَّهُ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَرْغِيْمًا لِّلشَّيْطَانِ كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ .

ফকিহ আবু লাইছ বলিয়াছেন, বালা মুছিবতে সবর করা এবং আপদে বিপদে আল্লাহর জিকির করা মানুষের অবশ্য করণীয় সদকা স্বরূপ। কেননা সে যখন প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর জিকির করিবে এবং আল্লাহর কাযা কদরে সন্তুষ্ট হইবে

www.AmarIslam.com

ইহাতে শয়তান অপমানিত হইবে। তখন আল্লাহ পাক তাহাকে সিদ্দীকীনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَلصَّبْرُ عَلٰي ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ (١) صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ (٢) وَصَبْرٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (٣) وَصَبْرٌ عَلَي الْمُصِيْبَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ اَعْطَاهُ اللّٰه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَ مِأَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰي يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِتَّ مِأَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَي الْمُصِيْبَةِ اَعْطَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِسْعَ مِأَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْعَرْشِ وَالثَّرٰى وَيُقَالُ بَيْنَ الْعَرْشِ وَالثَّرٰى مَرَّتَيْنِ .

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব্ (রাঃ) ফরমাইয়াছেন– সবর তিন প্রকার (১) ইবাদত বন্দেগীতে সবর করা। (২) গুনাহের কাজ হইতে সবর করা এবং (৩) মসিবতে সবর করা। যেই ব্যক্তি ইবাদতে সবর করিবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আল্লাহ তা'লা তিনশত দরজা দান করিবেন। প্রত্যেক দরজার মাঝখানে আসমান-জমীনের সমপরিমাণ ব্যবধান থাকিবে। যেই ব্যক্তি গুনাহের কাজ হইতে সবর করিবে তাহাকে আল্লাহ তা'লা কিয়ামত দিবসে ছয়শত দরজা দান করিবেন। যাহার দুইটির দূরত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। যেই ব্যক্তি বিপদে সবর করিবে, আল্লাহ তা'লা তাহাকে কিয়ামতের দিন নয়শত দরজা দান করিবেন। দুইটি দরজার দূরত্ব হইবে আরশ ও পাতালের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ। কেহ কেহ বলেন আরশ হইতে পাতাল পর্যন্ত দূরত্বের দ্বিগুণ হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শরীর হইতে রূহ বাহির হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِيْ ذِكْرِ خُرُوْجِ الرُّوْحِ مِنَ الْبَدَنِ

وَفِي الْخَبَرِ اِذَا وَقَعَ الْعَبْدُ فِي النَّزَعِ وَحُبِسَ لِسَانُهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَرْبَعُ مَلَائِكَةٍ يَقُوْلُ الْاَوَّلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَنَا مُوَكَّلٌ بِاَرْزَاقِكَ طَلَبْتُ فِي الْاَرْضِ شَرْقًا وَّغَرْبًا فَمَا وَجَدْتُّ مِنْ رِّزْقِكَ لُقْمَةً فَدَخَلْتُ السَّاعَةَ .

ثُمَّ يَدْخُلُ الثَّانِىْ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَنَا مُوَكَّلٌ بِشُرْبِكَ مِنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهٖ وَطَلَبْتُ شَرْقًا وَّغَرْبًا فَمَا وَجَدْتُّ مِنْهُ شَيْئًا فَرَجَعْتُ السَّاعَةَ .

ثُمَّ يَدْخُلُ الثَّالِثُ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَنَا مُوَكَّلٌ بِاَنْفَاسِكَ طَلَبْتُ شَرْقًا وَّغَرْبًا فَمَا وَجَدْتُّ نَفَسًا وَّاحِدَةً مِّنْ اَنْفَاسِكَ .

ثُمَّ يَدْخُلُ الرَّابِعُ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَنَا مُوَكَّلٌ بِأَجَالِكَ وَاَعْمَالِكَ طَلَبْتُ فِي الْاَرْضِ شَرْقًا وَّغَرْبًا فَمَا وَجَدْتُّ لَكَ سَاعَةً .

হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণায় পতিত হয় এবং তাহার জবান বন্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার নিকট চারজন ফিরিশতা আসিয়া উপস্থিত হয়ঃ

প্রথম ফিরিশতা আসিয়া বলে হে আল্লাহর বান্দা! তোমার প্রতি সালাম, আমি তোমার রিজিকের ব্যবস্থাকারী ফিরিশতা ছিলাম। আজ আমি পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সকল স্থানে তালাশ করিলাম কিন্তু তোমার জন্য এক গ্রাস খানাও পাইলাম না।

এখনই মাত্র আসিলাম। অতঃপর দ্বিতীয় ফিরিশতা আসিয়া বলিবে হে আল্লাহর বান্দা, তোমার প্রতি সালাম। আমি তোমার যাবতীয় পান করার বস্তুর ব্যবস্থাপক ফিরিশতা ছিলাম। আজ আমি পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত তালাশ করিয়া তোমার জন্য এক বিন্দু পানিও পাইলাম না। এখন আমি তোমার নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

অতঃপর তৃতীয় ফিরিশতা আসিয়া বলিবে হে আল্লাহর বান্দা! আসস্সালামু আলাইকুম। আমি তোমার শ্বাস প্রশ্বাস এর ব্যবস্থাকারী ফিরিশতা ছিলাম কিন্তু আজ

www.AmarIslam.com

সারা দুনিয়া ঘুরিয়া এক্ষণই তোমর নিকট আসিলাম কিন্তু তোমার শ্বাস ফেলার স্থান দুনিয়াতে একটিও পাইলাম না।

অতঃপর চতুর্থ ফিরিশতা উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে আল্লাহর বান্দা! আস্‌সালামু আলাইকুম। তোমার আয়ু এবং মৃত্যুর ব্যবস্থা আমার হাতে ন্যস্ত ছিল। পূর্ব পশ্চিম সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া এক্ষণই তোমার নিকট আসিয়াছি কিন্তু তোমার আয়ুর এক মুহূর্তও বাকী নাই।

ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَحَدُ الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَنَا مُوَكَّلٌ بِشَانِكَ فَيُخْرِجُ صَحِيْفَةً سَوْدَاءَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ اُنْظُرْ اِلَيْهِ فَعِنْدَ ذَالِكَ يَسِيْلُ عَرَقُهٗ ثُمَّ يَنْظُرُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا خَوْفًا مِّنْ قِرْأَةِ الصَّحِيْفَةِ فَيَعْمِدُ الْمَلَكُ فَيُشْخِصُهٗ عَلَى الْوِسَادَةِ ثُمَّ يَبْعُدُ الْمَلَكُ. فَيَدْخُلُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَنْ يَمِيْنِهٖ بِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ وَعَنْ يَسَارِهٖ بِمَلَائِكَةِ الْعَذَابِ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّجْذِبُ الرُّوْحَ جَذْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْزِعُ نَزْعًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْشِطُ نَشْطًا فَاِذَا بَلَغَ اِلَى الْحُلْقُوْمِ فَحِيْنَئِذٍ يَاْخُذُهٗ مَلَكُ الْمَوْتِ فَاِذَا كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ نُوْدِىَ اِلٰى مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ نُوْدِىَ اِلٰى مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ فَيَاْخُذُ الْمَلَائِكَةُ الرُّوْحَ فَيَعْرُجُ بِهَا وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِرْجِعُوْا اِلٰي بَدَنِهٖ يَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنْ جَسَدِهٖ . ثُمَّ يَهْبِطُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ مَعَهُمْ فَيَضَعُوْنَهٗ وَسْطَ الدَّارِ فَيَنْظُرُ مَنْ يَّخْرُجُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُطِيْقُ الْكَلَامَ ثُمَّ يُشَيِّعُ الْجَنَازَةَ اِلٰى قَبْرِهٖ وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَادٍ بِالرُّوْحِ اِلٰي جَسَدِهٖ وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيْهِ .

অতঃপর মুর্দার সখরাতের সময় কেরামান কাতেবীন ফিরিশতা আসিয়া বলিবে হে খোদার বান্দা ! আস্‌সালামু আলাইকুম! আমারা তোমর নেকী-বদী লিখিয়া রাখার কাজের জিম্মাদার ছিলাম। তারপর তাহারা একখানা কালো পুস্তিকা বাহির করতঃ তাহার সামনে ধরিবেন এবং বলিবেন দেখ তো। তখন তাহার শরীর বাহিয়া ঘাম ছুটিবে এবং আমলনামা পড়ার ভয়ে ভীত হইয়া ডানে বামে দেখিতে থাকিবে। তারপর ফিরিশতা উহাকে কাত করিয়া বসাইয়া রাখিয়া দূরে চলিয়া যাইবে।

এমন সময় মালাকুল মওত চলিয়া আসিবে। তাহার ডান দিকে রহমতের এবং বাম দিকে আযাবের ফিরিশতা থাকিবে। তাহাদের কতক যাহারা রূহ টানিয়া বাহির করিবে আর কেহ কেহ হেঁচড়াইয়া বাহির করবে আবার কেহ কেহ খুবই মুলায়েম ভাবে রূহ বাহির করিবে।

রূহ যখন মুর্দার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে তখন মালাকুল মওত স্বয়ং রূহ কবজ করেন। যদি মুর্দা নেককার হয়, তবে রহমতের ফিরিশতাদিগকে ডাকেয়া আনা হয়। আর যদি বদকার হয় আযাবের ফিরিশতাদিগকে ডাকিয়া আনা হয়। সেই ফিরিশতাগণ তাহার রূহ কবজ করেন। তারপর তাহারা রূহ উপরে নিয়া যান। মুর্দা নেককার হইলে আল্লাহ তা'লা বলেন তোমরা তাহার রূহকে তাহার শরীরে ফিরাইয়া দাও। তাহা হইলে তাহার শরীরের অবস্থা সে দেখিতে পাইবে।

তখন ফিরিশতাগণ তাহার রূহকে সংগে নিয়া অবতরণ করেন এবং রূহকে ঘরের মাঝখানে রাখেন। তখন সে তাহার জন্য কে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং কে করিতেছে না সব দেখিতে পায় কিন্তু কথা বলার শক্তি থাকে না। তারপর সেই রূহ জানাযার সাথে কবর পর্যন্ত যায়। এরপর আল্লাহ পাক রূহকে কালবের মধ্যে প্রবেশ করাইবেন। তবে এই বিষয়ে আলেমগণ এখ্‌তেলাফ করিয়াছেন।

فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْعَلُ الرُّوْحُ فِيْ جَسَدِهٖ كَمَا كَانَ فِىْ حَيَاتِهٖ فِي الدُّنْيَا وَيَجْلِسُ وَيُسْأَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَكُوْنُ السُّوَالُ لِلرُّوْحِ دُوْنَ الْجَسَدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَدْخُلُ الرُّوْحُ فِىْ جَسَدِهٖ اِلٰي صَدْرِهٖ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ يَكُوْنُ الرُّوْحُ بَيْنَ جَسَدِهٖ وَكَفْنِهٖ وَفِىْ كُلِّ ذَالِكَ قَدْ جَاءَتِ الْاٰثَارُ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ الْعَبْدَ يُؤْمِنُ الْعَذَابَ فِي الْقَبْرِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِكَيْفِيَتِهٖ.

কোন কোন আলেমদের মতে দুনিয়াতে মৃত ব্যক্তির শরীরে রূহ যে ভাবে ছিল পুনরায় রূহ শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই ভাবেই থাকিবেএবং তাহাতে লোকটি বসিয়া পড়িবে তখন তাহাকে সুয়াল (প্রশ্ন) করা হইবে।

কেহ কেহ বলেন রূহকেই প্রশ্ন করা হইবে; শরীরকে নহে। কাহারও মতে শুধু বুক পর্যন্ত রূহ প্রবেশ করিবে।

কতক আলেমদের মতে রূহ কাফন এবং শরীরের মধ্যখানে থাকিবে।

প্রতিটি মতের সমর্থনে অনেক হাদিস রহিয়াছে যাহার ভিত্তিতে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু আলেমদের মতে সহীহ কথা এই যে, বান্দার কর্তব্য হইল সে যেন কবরের আযাবকে বিশ্বাস করে। আযাব কেমন বা কিভাবে হইবে তাহা নিয়া তর্কে লিপ্ত না হয়।

قَالَ الْفَقِيْهُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنْجُوَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَعَلَيْهِ اَنْ يُّلَازِمَ بِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ وَيَجْتَنِبَ عَنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ اَمَّا الْاَرْبَعَةُ الَّتِىْ يُلَازِمُهَا (١) فَمُحَافَظَةُ الصَّلٰوةِ (٢) وَالصَّدَقَةُ (٣) وَقِرَأَةُ الْقُرْآنِ (٤) وَكَثْرَةُ التَّسْبِيْحِ فَاِنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ

www.AmarIslam.com

تُضِيْئُ فِى الْقَبْرِ وَ تُوَسِّعُهٗ . وَاَمَّا الْاَرْبَعَةُ الَّتِى يَجْتَنِبُ عَنْهَا (١) اَلْكِذْبُ (٢) وَالْخِيَانَةُ (٣) وَالنَّمِيْمَةُ (٤) وَالْبَوْلُ .

ফকিহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কবর আযাব হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করে সে যেন চারটি কাজকে আবশ্যক হিসাবে গ্রহণ করে এবং অপর চারটি কাজ বর্জন করে।

আবশ্যকীয় চারটি কাজ হইলঃ (১) ঠিকমত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়া (২) ছাদকা দেওয়া (৩) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা (৪) বেশী বেশী তছবীহ পাঠ করা কেননা এই সব কাজ কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করিয়া দেয়।

বর্জনীয় চারটি কাজ হইল ঃ (১) মিথ্যা বলা (২) খিয়ানত করা (৩) চোগলখোরী করা (৪) পেশাবে পরিচ্ছন্নতার প্রতি অবহেলা করা।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. ثُمَّ يَهْبِطُ الْمَلَكَانِ الْغَلِيْظَانِ يُخْرِقَانِ الْاَرْضَ بِمَخَالِبِهِمَا وَهُمَا مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ؟ وَمَنْ نَّبِيُّكَ؟ وَمَا دِيْنُكَ؟ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِيْنِيَ الْاِسْلَامُ . وَقِبْلَتِى الْكَعْبَةُ وَاِمَامِىَ الْقُرْاٰنُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ نَمْ كَنَوْمِ الْعَرُوْسِ وَيَفْتَحَانِ لَهٗ كُوَّةً عِنْدَ رَأْسِهٖ يَنْظُرُ مِنْهَا اِلٰى مَنْزِلِهٖ وَمَقَرِّهٖ فِى الْجَنَّةِ ثُمَّ يَرْجِعَانِ مَعَ الرُّوْحِ وَيَجْعَلُ الرُّوْحُ فِىْ قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ .

নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন তোমরা পেশাব হইতে ভাল ভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন কর, কারণ কবরের আযাব সাধারণতঃ ইহার কারণেই হইয়া থাকে।

অতঃপর দুইজন মোটা দেহের অধিকারী ফিরিশতা তাহাদের পাঞ্জা দিয়া মাটিকে ফাঁড়িয়া চিড়িয়া অবতরণ করিবেন তাহারা হইলেন (১) মুনকির ও (২) নকির। তাহারা মুর্দাকে বসাইবেন এবং প্রশ্ন করিবেন (১) তোমার রব কে? (২) কে তোমার নবী? (৩) তোমার দ্বীন কি?

মুর্দা নেককার হইলে বলিবে (১) আমার রব হইল আল্লাহ (২) আমার নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম (৩) আমার দ্বীন ইসলাম। তখন ফিরিশতা দুইজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে তুমি নতুন বর বধুর মত নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়। তাহারা তাহার জন্য শিয়রের দিকে একখানা জানালা খুলিয়া দিবেন। সেই জানালা দিয়া সে বেহেশতে তাহার আসন ও স্থান দেখিতে পাইবে।

অতঃপর ফিরিশতা দুইজন তাহার রূহকে নিয়া কবর হইতে ফিরিয়া যাইবেন এবং আরশের সাথে লটকানো ফানুসগুলিতে তাহার রূহ রাখিয়া দিবেন।

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِنِّىْ لَا اُخْرِجُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِىْ مِنَ الدُّنْيَا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَغْفِرَ لَهٗ اِلَّا اَقْبَضُ مِنْهُ سَيِّئَاتِ عَمَلِهٖ بِسَقَمٍ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْ ضَيْقٍ فِىْ مَعِيْشَتِهٖ اَوْ بِمَا يُصِيْبُهٗ مِنْ غَمٍّ وَاِنْ بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهٖ شَيْئٌ شَدَّدْتُّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ حَتّٰى يَلْقَانِىْ وَلَا سَيِّئَةَ عَلَيْهِ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا اُخْرِجُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِىْ مِنَ الدُّنْيَا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ لَا اَغْفِرَ لَهٗ اِلَّا وَفَّيْتُهٗ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَمَلِهٖ بِصِحَّةٍ فِىْ جَسَدِهٖ وَفَرَحٍ يُصِيْبُهٗ وَسَعَةٍ فِىْ رِزْقِهٖ فَاِنْ بَقِىَ مِنْ حَسَنَاتِهٖ شَيْئٌ هَوَّنْتُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ حَتّٰى يَلْقَانِىْ وَلَا حَسَنَةَ لَهٗ .

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলে খোদা (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ তা'লা বলেন আমি আমার বান্দাদের মধ্য হইতে কোন বান্দাকে পৃথিবী হইতে বাহির করিব না, যেহেতু আমি চাই তাহার গুনাহ মাফ, তাই যতক্ষণ না আমি তাহার বদ আমলসমূহ মোচন করিয়া দেই (আমি এই কাজ সম্পন্ন করি) তাহার শরীরে রোগ দিয়া অথবা রিজিক-রুজী সংকীর্ণ করিয়া অথবা কোন চিন্তা ও বিপদাপদে ফেলিয়া। ইহার পরও যদি তাহার কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর সময় আমি তাহার উপর কঠোরতা প্রয়োগ করি, ইহাতে তাহার সমস্ত পাপ মাফ হইয়া একেবারে নিস্পাপ অবস্থায় সে আমার সাক্ষাৎ লাভ করে।

আমার সম্মান ও বুজর্গীর শপথ, আমি আমার কোন বান্দাহকে যদি গুনাহ মাপ না হওয়া অবস্থায় দুনিয়া হইতে বাহির করিতে চাই তবে তাহাকে দুনিয়াতেই তাহার নেক আমলের পুরস্কার স্বরূপ পূর্ণ স্বাস্থ্য, অথবা আর্থিক আমোদ-প্রমোদ, কিংবা রুজী রোজগারে প্রাচুর্য্য দান করিয়া থাকি। এরপরও যদি তাহার কোন পূণ্য থাকিয়া যায় তবে তাহার মৃত্যুকালিন কষ্টের লাঘবতা দ্বারা পূরণ করিয়া দিই, আর মৃত্যুর পর আমার সাথে নেকী শূন্যাবস্থায় সাক্ষাৎ করে।

قَالَ الْاَسْوَدُ كُنْتُ اَنَا وَعَائِشَةُ رض مَعَ اَبِيْهَا اِذَا سَقَطَ فُسْطَاطٌ عَلٰى اِنْسَانٍ فَضَحِكُوْا فَقَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُّؤْمِنٍ يَشْتَاكُ شَوْكَةً اِلَّا رُفِعَ بِهَا اِلَيْهِ حَسَنَةٌ وَحُطَّ بِهَا سَيِّئَةٌ وَقَدْ

قِيْلَ لَا خَيْرَ فِيْ بَدَنٍ لَا يُصِيْبُهُ الْمَرَضُ وَلَا فِي الْمَالِ لَا يُصِيْبُهُ النَّوَائِبُ.

আসওয়াদ বলিয়াছেন, আমিও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তাহার পিতার সহিত বসা ছিলাম। হঠাৎ একটি বড় তাঁবু কোন মানুষের উপর পড়িয়া গেল। লোকেরা তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত রাসূলে পাক (সঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি ফরমাইয়াছেন– মোমিনের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হইলে তাহার বিনিময় এক গুনাহ মাফ করা হয় এবং তাহার জন্য এক নেকী লেখা হয়।

কথিত আছে যেই শরীরে কোন রোগ নাই তাহাতে ভালাই নাই। যেই ধনে কোন ক্ষতি নাই তাহাতেও কোন মঙ্গল নাই।

وَفِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِيْ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالِهِ اِلَي الْاٰخِرَةِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ تَبَيَّضُ الْوُجُوْهِ وَكَاَنَّ وُجُوْهَهُمْ كَالشَّمْسِ وَمَعَهُ اَكْفَانٌ مِّنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوْطٌ مِّنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ فَيَجْلِسُوْنَهُ وَيُوَسِّعُوْنَهُ مَدَي الْبَصَرِ. ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ اُخْرُجِيْ يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِلٰى مَغْفِرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرِضْوَانِهِ فَيَخْرُجَ وَيَسِيْلُ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا يَخْرُجُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَايَا. فَيَاْخُذُوْنَهَا وَيَضَعُوْنَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَيُدْرِجُوْنَهَا فِيْ تِلْكَ الْاَكْفَانِ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيْحُ كَالْمِسْكِ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا رُوْحُ فُلَانٍ فَلَا يَذْكُرُوْنَهُ اِلَّا بِاَحْسَنِ اَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانَ يُدْعٰى بِهَا وَاِذَا انْتَهَوْا اِلَي السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ السَّبْعَةُ وَتَبِعَتْهُ مَلَائِكَةٌ مِّنْ كُلِّ سَمَاءٍ حَتّٰى يَنْتَهُوْا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ الْعَرْشِ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اُكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِيْ عِلِّيِّيْنَ وَرُدُّوْهُ اِلَى الْاَرْضِ.

হাদিস শরীফে নবী করিম (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করিয়া আখেরাতের দিকে অগ্রসর হয় তখন আসমান হইতে সূর্য্যের মত ঝক ঝকে সাদা চেহারাবিশিষ্ট কিছু ফিরিশতা নামিয়া আসেন। তাহারা বেহেশ্‌তী কাফন এবং বেহেশ্‌তী খোশবু সামগ্রী সংগে নিয়া আসেন। সেই ফিরিশতা তাহাকে বসান ও চোখের দৃষ্টিসীমার সমপরিমাণ প্রশস্ত করিয়া দেন।

তারপর মালাকুল মওত আগমন করেন এবং তাহার শিয়রে বসেন এবং বলিতে থাকেন হে শান্ত আত্মা! আল্লাহর মাগফিরাত এবং সন্তুষ্টির দিকে আস।

তখন রূহ বাহির হইয়া আসে যেমন পানির বিন্দু মশক হইতে বাহির হইয়া আসে। তখন ফিরিশতারা উহা তাহাদের হাতে লইয়া কাফনে ভরিয়া লন। সেই কাফন হইতে মিশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধি বাহির হয়।

ফিরিশতাগণ আসমানি জগতে গিয়া বলেন ইহা অমুক বান্দার। দুনিয়ায় যেই নামে তাহাকে ডাকা হইত ফিরিশতাগণ তাহাকে সেখানে সেইসব ভাল ভাল নাম ধরিয়া ডাকিবে।

ফিরিশতাগণ রূহ নিয়া প্রথম আসমানে পৌছিলে তাহার জন্য একই সাথে সাত আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক আসমান হইতে ফিরিশতাগণ তাহার পিছনে পিছনে চলিবে। এইভাবে তাহাকে সকলে সপ্তম আকাশে পৌছাইয়া দিবেন।

আল্লাহ তা'লার পক্ষ হইতে আরশের তরফ হইতে এক ঘোষক আওয়াজ করিয়া বলিবেন, ইল্লিয়িনে তাহার আমলনামা লিখিয়া দাও। আর তাহাকে জমিনের দিকে নিয়া যাও।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى. فَيَرُدُّوْنَ رُوْحَهُ اِلٰي جَسَدِهٖ فَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ اِلَى الْاٰخِرِ ثُمَّ يَسْئَلَانِهٖ مَا تَقُوْلُ لِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلَيْهِ اٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُهُ فَيُنَادِيْ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْا لَهُ فِرَاشًا مِّنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ.

আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন তোমাদিগকে মাটি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি, মাটিতেই তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করাইব, এবং পুনরায় মাটি হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিব। তারপর রূহ আবার তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহার নিকট দুইজন ফিরিশতা আসিয়া প্রশ্ন করিবে তোমার রব কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি?

অতঃপর ফিরিশ্‌তা দুইজন আবার জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের নিকট যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহার সম্পর্কে তোমার মত কি? সে বলিবে তিনি আল্লাহর রাসূল। যাহার উপর কোরআন নাযিল হইয়াছিল এবং আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলাম ও তাহাকে সত্য জানিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এই কথার পর আসমান হইতে ঘোষণাকারী ফিরিশতা ঘোষণা করিবে যে, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। অতএব তাহার জন্য বেহেশত হইতে একখানা বিছানা বিছাইয়া দাও এবং বেহেশতের একটি দরজা খুলিয়া দাও।

قَالَ الرَّاوِيْ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رِيْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ فِيْ قَبْرِهٖ مَدٰي بَصَرِهٖ. ثُمَّ يَاْتِيْهِ رَجُلٌ اَحْسَنُ الثِّيَابِ وَاَطْيَبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَبْشِرْ بِالَّذِيْ بَشَّرَ لَكَ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ مَنْ اَنْتَ؟ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ مَا رَاَيْتُ فِى الدُّنْيَا اَحْسَنَ مِنْكَ . فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ .

রাবীয়ে হাদীস বলেন, অতঃপর তাহার দিকে বেহেশতী বাতাস ও সুগন্ধী আসিতে থাকিবে। আর তাহার কবরে তাহার জন্য চক্ষু যতদূর দৃষ্টি করে ততদূর পর্যন্ত দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। এরপর তাহার নিকট সুগন্ধি মাখা অতিশয় সুন্দর লেবাস পরিধানকারী এক লোক আসিয়া বলিবে, ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি সেই সুসংবাদ গ্রহণ কর যেই সু সংবাদ তোমাকে তোমার প্রভু ইতিপূর্বে দিয়াছেন। তখন ইহা শুনিয়া মুর্দা বলিবে তুমি কে? আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন। তোমা হইতে সুন্দর কাহাকে আমি দুনিয়াতে দেখি নাই। উত্তরে সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত লোকটি বলিবে আমি তোমারই আমালে সালেহ বা নেককাজসমূহ।

وَاِنَّ الْكَافِرَ الْفَاجِرَ اِذَا احْتُضِرَ الْمَوْتُ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ لِبَاسُ الْعَذَابِ فَيَجْلِسُوْنَ بَعِيْدًا مِّنْهُ مَدٰي بَصَرِهٖ حَتّٰى يَجِيْئَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَيَسْتَخْرِجُ رُوْحَهٗ مِنْ بَدَنِهٖ كَمَا يُسْتَخْرَجُ السَّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ وَاِذَا خَرَجَ لَعَنَهٗ كُلُّ شَيْئٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَسَمِعَهٗ كُلُّ شَيْئٍ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُغْلَقُ . فَيُنَادِيْ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰي رُدُّوْهُ اِلٰى مَضْجَعِهٖ فَيُرَدُّ اِلٰي قَبْرِهٖ .

আর কাফের বদকারের যখন মওত আসে তখন ফিরিশতাগণ আসমান হইতে দোযখের লেবাস সঙ্গে নিয়া তাহার নিকট অবতরণ করিয়া চক্ষুর দৃষ্টিসীমা পরিমাণ দূরে বসিয়া থাকেন। তারপর মালাকুল মওত আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন এবং তাহার রূহ এমন ভাবে টানিয়া কবজ করেন যেভাবে ভিজা পশম হইতে কাবাবের শলা টানিয়া বাহির করা হয়। যখন তাহার রূহ বাহির হইয়া যায় তখন আসমান-জমিনে সমস্ত জিনিস তাহাকে লানৎ করিতে থাকে। এই লানৎ জিন ইনসান ছাড়া সকলেই শুনিতে পায়। তারপর রূহ নিয়া ফিরিশতাগণ আসমানের দিকে অগ্রসর হইলে আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা হয় তাহাকে তাহার কবরে ফিরাইয়া দাও। অমনি তাহার কবরের দিকে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

فَيَاْتِيْهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ بِاَهْوَلِ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْاَهْوَالِ اَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَاَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ يَخْرِقَانِ الْاَرْضَ بِاَنْيَابِهِمَا فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ (١) مَنْ رَّبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِيْ فَيُنَادٰى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ اَنْ يَّضْرِبَاهُ بِالْمُقَمَّعَةِ مِنَ الْحَدِيْدِ لَوِ اجْتَمَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهَا لَمْ يَنْقُلُوْهَا يَشْتَعِلُ بِهَا قَبْرُهٗ فَيُضَيِّقُهٗ حَتّٰي يَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهٗ .

ثُمَّ يَاْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ مُنْتَنُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ جَزَاكَ اللّٰهُ شَرًّا فَوَاللّٰهِ مَا عَمِلْتَ اِلَّا كُنْتَ بَطِيْئًا عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ سَرِيْعًا فِيْ مَعْصِيَتِهٖ فَيَقُوْلُ مَنْ اَنْتَ ؟ مَا رَاَيْتُ فِى الدُّنْيَا اَسْوَءَ مِنْكَ ؟ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ . ثُمَّ يُفْتَحُ لَهٗ بَابٌ مِّنَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلٰي مَقْعَدِهٖ مِنَ النَّارِ فَلَا يَزَالُ ذَالِكَ حَتّٰى يَقُوْمَ السَّاعَةُ .

অতঃপর মুনকির নকির ফিরিশতাদ্বয় ভয়ানক রূপ ধারণ করতঃ তাহাদের দাঁত দিয়া মাটি ফাঁড়িয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বসাইবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন তোমার রব কে? সে বলিবে হায় হায়! আমি জানি না।

তখন কবর এর দিক হইতে আওয়াজ আসিবে যে, তাহাকে লৌহের সেই মোটা ও ভারী গুরুজ দ্বারা আঘাত কর। যাহা সৃষ্টির সমবেত শক্তি দ্বারা উঠাইতে অক্ষম। গুরুজের আঘাতে কবর আগুনে ধাঁ ধাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং কবর এত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে যে, তাহার পার্শ্বদ্বয় একটি আপরটিতে ঢুকিয়া পড়িবে।

অতপর তাহার নিকট এক বদসুরত ও দুর্গন্ধময় লোক আসিবে ও বলিবে আল্লাহ তোমাকে খারাপ প্রতিফল দেউক। আল্লাহর কছম তুমি কোন আমলই কর নাই কিন্তু আল্লাহর তাবেদারীর প্রতি অবহেলা করিয়াছ আর নাফরমানিতে তুমি বড়ই তৎপর ছিলে। মুর্দা বলিবে, তুমি কে? পৃথিবীতে তো তোমার মত কদাকার লোক আমি আর দেখি নাই। সে বলিবে আমি তোমার বদ আমল।

অতপর তাহার জন্য দোযখ মুখি একখানা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং সে কবর হইতে তাহার দোযখের ঠিকানা দেখিতে পাইবে। সে কিয়ামত পর্যন্ত এই দুর্ভোগ ভুগিতে থাকিবে।

وَفِي الْخَبَرِ يَجْلِسُ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهٖ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَالْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَتَهَا اٰمَنَهُ اللّٰهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ . وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيْ اِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ

يَجِيْئُ الْمَلَكُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعَذَّبَهُ وَضَرَبَهُ بِمِدْرَقَةٍ لَمْ يَبْقَ عَضْوٌ مِّنْهُ اِلاَّ يَنْقَطِعُ وَ تَلَهَّبُ فِيْ قَبْرِهِ نَارٌ ثُمَّ قِيْلَ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا هُوَ قَائِمًا مُسْتَوِيًا فَصَاحَ صَيْحَةً يَّسْمَعُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ اِلاَّ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ . ثُمَّ يَقُوْلُ لِمَ فَعَلْتَ بِىْ هٰذَا ؟ وَلِمَ تُعَذِّبُنِىْ ؟ اُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَاُوَدِّى الزَّكٰوةَ وَاَصُوْمُ شَهْرَ رَمَضَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اُعَذِّبُكَ بِاَنَّكَ مَرَرْتَ يَوْمًا بِمَظْلُوْمٍ وَهُوَ يَسْتَغِيْثُ مِنْكَ فَلَمْ تُغِثْهُ وَصَلَّيْتَ وَلَمْ تَسْتَنْزِهْ مِنْ بَوْلِكَ فَبَانَ بِهٰذَا الْخَبَرِ اَنَّ نُصْرَةَ الْمَظْلُوْمِ وَاجِبٌ .

হাদীসে বর্ণিত আছে, কবরে মুমিন ব্যক্তি সাত দিন পর্যন্ত এবং কাফির চল্লিশ দিন পর্যন্ত (যাচাই এর জন্য) থাকিবে। হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুমআর দিন অথবা রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করিবে তাহাকে আল্লাহ তা'লা কবরের ফিৎনা (যাচাই) হইতে নিরাপত্তা দান করিবেন।

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন কোন লোক মরিয়া যায় এবং তাহাকে কবরে রাখা হয়, তখন একজন ফিরিশতা তাহার শিয়রের কাছে আসেন এবং লোহার গুরুজ দিয়া তাহাকে আযাব দিতে থাকেন এবং আঘাত করিতে থাকেন। ইহাতে তাহার শরীর টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং তাহার কবরে আগুনের লেলিহান শিখা ধা ধা করিতে থাকিবে। তারপর তাহাকে বলা হইবে আল্লাহর হুকুমে উঠ। অমনি সে সুস্থ অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং এমন বিকট আওয়াজে চিৎকার দিবে যাহা মানুষ ও জিন ব্যতীত আসমান যমিনের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্টিই শুনিতে পাইবে।

তারপর মৃত ব্যক্তি ফিরিশতাকে বলিবে তুমি আমার সহিত এই ব্যবহার করিতেছ কেন? কেন তুমি আমাকে আযাব দিতেছ? আমি তো রিতিমত নামাজ পড়িয়াছি, জাকাত দিয়াছি, রোজা রাখিয়াছি এবং আরও কত নেক আমল করিয়াছি। ফিরিশতা বলিবে তুমি না একদিন জনৈক মজলুমের নিকট দিয়া যাইতেছিলে এবং সে তোমাকে ফরিয়াদ জানাইয়াছিল কিন্তু তুমি মদদে আগাইয়া আস নাই। তুমি নামাজ পড়িয়াছিলে সত্য কিন্তু পেশাবের নাপাকী হইতে তুমি নিজেকে পাক করিতে না। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হইল মজলুমের মদদ করা ওয়াজিব।

كَمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاَي مَظْلُوْمًا فَاسْتَغَاثَ بِهِ فَلَمْ يُغِثْهُ ضُرِبَ بِهِ فِيْ قَبْرِهِ مِاَةُ سَوْطٍ مِّنَ النَّارِ .

যেমন হযরত নবী করিম (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি মজলুমের ফরিয়াদ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে না, তাহাকে তাহার কবরে একশত আগুনের চাবুক মারা হইবে।

رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَةُ نَفَرٍ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَنَابِرَ نُوْرٍ فَيُدْخِلُهُمْ فِىْ الرَّحْمَةِ قِيْلَ وَمَنْ اُولٰئِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَشْبَعَ جَائِعًا وَوَقَّرَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَعَانَ ضَعِيْفًا وَاَغَاثَ مَظْلُوْمًا .

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, চার ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন নুরের মিম্বরের উপর বসাইবেন এবং তাহাকে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করাইবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল তাঁহারা কে?

হুজুর (সঃ) বলিলেন (১) যেই ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করেন (২) যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীকে সম্মান করেন (৩) যিনি দুর্বলকে সাহায্য করেন এবং (৪) যিনি মজলুমকে প্রতিকার দ্বারা সাহায্য করেন।

رُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهِ وَاُهِيْلَ التُّرَابُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ اَهْلُهُ وَاَوْلاَدُهُ وَاوَالِدَاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَاشَرِيْفَاهُ فَيَقُوْلُ مَلَكُ الْمَوْتِ اَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ اَنْتَ كُنْتَ شَرِيْفًا فَيَقُوْلُ اَنَا الْعَبْدُ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ مَا كُنْتُ شَرِيْفًا فَاِذَا سَكَتُوْا فَيُضَيَّقُ الْقَبْرُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهُ فَيُنَادِى الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ وَاَكْسَرَ عَظْمَاهُ وَاَذَلَّ مَقَامَهُ وَاَوْضَعَ نَدَمَتَاهُ وَاَعْنَفَ سُوَالاَهُ . حَتّٰى يَدْخُلَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجَبَ مِنْ عَامِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُشْهِدُكُمْ يَامَلاَئِكَتِىْ اِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَحَوْتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ بِاِحْيَائِهِ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ.

হযরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রছুলে খোদা (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন মুর্দাকে যখন কবরে রাখিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয় তখন আওলাদ ও আত্মীয় স্বজন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলে হে আব্বা আম্মা! হে সরদার! হে ভদ্র ব্যক্তি! তখন মালাকুল মওত মুর্দাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাকে তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা তুমি শুনিতেছ কি? সে বলে হ্যাঁ। ফিরিশতা বলিবে তুমি কি এত ভদ্র ছিলে? মুর্দা বলিবে আমি তো একজন নগন্য বান্দা মাত্র। তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। আফসোস আমি কোন শরীফ বা ভদ্র ছিলাম না। তাহার ভাবনা হইবে যে, হায় তাহারা কেন চুপ হইতেছেনা। ইতিমধ্যেই কবরের চাপ শুরু হইয়া যায় চাপে পাঁজর একটি আরেকটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে সে

 www.AmarIslam.com

চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে আহ হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া গেল হায় কত না অপমানের স্থান! হায় কত অনুতাপ!, হায় সুয়ালের কি কঠোরতা।

তারপর চলতি বছরের যখন রজব মাসের প্রথম জুমাবার রাত্রি আসিবে তখন আল্লাহ তা'লা বলিবেন হে ফিরিশতাগণ তোমরা সাক্ষি থাকিও আমি এই বান্দার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিলাম। ঐ রাত্রিতে সে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিয়াছিল তাই তাহার সকল পাপ মোচন করিয়া দিলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

সেই ফিরিশতা প্রসঙ্গে যিনি মুনকির নকীরের আগে কবরে প্রবেশ করিবেন

اَلْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ فِىْ ذِكْرِ مَلَكٍ يَدْخُلُ فِي الْقَبْرِ قَبْلَ مُنْكَرٍ وَّ نَكِيْرٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ اَنَّهٗ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ اَوَّلِ مَلَكٍ يَّدْخُلُ فِى الْقَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابْنَ سَلَامٍ يَدْخُلُ مَلَكٌ عَلَيْهِ فِى الْقَبْرِ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ مُنْكَرٌ وَّنَكِيْرٌ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهٗ كَالشَّمْسِ اِسْمُهٗ رُمَّانٌ يَدْخُلُ فَيُقْعِدُهٗ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ اُكْتُبْ مَا عَمِلْتَ مِنْ حَسَنَةٍ وَّمِنْ سَيِّئَةٍ فَيَقُوْلُ بِاَىِّ شَيْئٍ اَكْتُبُ اَيْنَ قَلَمِىْ؟ اَيْنَ قِرْطَاسِىْ؟ اَيْنَ دَوَاتِىْ؟ وَاَيْنَ مِدَادِىْ؟.

আব্দুল্লাহ বিন ছালাম হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি রাছুলুল্লাহ (সঃ) কে মুনকার নকীরের পূর্বে প্রথম মুর্দার নিকট যে ফিরিশতা আসিবেন তাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম।

হযরত (সঃ) বলিলেন, হে ইবনে ছালাম! মুনকির নকীরের পূর্বে যেই ফিরিশতা মুর্দার নিকট কবরে প্রবেশ করিবে তাহার নাম রুম্মান। তাহার চেহারা সূর্য্যের মত চকচকে। তিনি আসিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিবেন ঃ (হে আল্লাহর বান্দা)! নেকী বা বদী যেই সব আমল তুমি করিয়াছ সবগুলি লেখ। মুর্দা বলিবে কি দিয়া লিখিব। আমার কলম কোথায়? আমার কাগজ কোথায়? আমার দোয়াত কোথায়? আমার কালি কোথায়?

فَيَقُوْلُ رِيْقُكَ مِدَادُكَ وَاَصَابِعُكَ قَلَمُكَ فَيَقُوْلُ فِيْ اَيِّ شَيْئٍ اَكْتُبُ؟ وَلَيْسَ مَعِىْ صَحِيْفَةٌ فَقَطَعَ مِنْ كَفْنِهٖ قِطْعَةً فَنَاوَلَهٗ فَيَقُوْلُ هٰذَا صَحِيْفَتُكَ فَاكْتُبْ مَاعَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَّشَرٍّ فَيَكْتُبُ فَاِذَا بَلَغَ اِلَي سَيِّئَاتِهٖ

يَسْتَحْىِ عَنْ كِتَابِهٖ . فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ لِمَ لَا تَكْتُبُ يَقُوْلُ اَسْتَحْيِيْ فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ يَا خَاطِئْ لِمَ مَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ خَالِقِكَ فِي الدُّنْيَا وَتَسْتَحْيِ الْآنَ مِنِّىْ . ثُمَّ يَرْفَعُ الْعُمُوْدَ وَيَضْرِبُهٗ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اِرْفَعْهَا عَنِّىْ حَتّٰى اَكْتُبَهَا فَيَكْتُبُ جَمِيْعَ حَسَنَاتِهٖ وَسَيِّئَاتِهٖ ثُمَّ يَاْمُرُ اَنْ يَّطْوِيَهٗ وَيَخْتِمَهٗ فَيَطْوِىْ فَيَقُوْلُ بِاَىِّ شَيْئٍ اَخْتِمُهٗ؟ وَلَيْسَ مَعِىْ خَاتَمٌ فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ اِخْتِمْهُ بِظُفْرِكَ وَيُعَلِّقُهٗ فِىْ عُنُقِهٖ اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ফিরিশতা বলিবে থুথু তোমার কালি, আংগুল তোমার কলম, (মুখ তোমার দোয়াত) মুর্দা বলিবে কোন জিনিসের উপর লিখিব কাগজ তো নাই। তখন ফিরিশতা তাহার কাফন হইতে একটুকরা কাপড় কাটিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিবেন, এই যে তোমার কাগজ উহার উপর দুনিয়াতে যে যে নেকী করিয়াছ তাহা লেখ। তখন সে লিখিতে আরম্ভ করিবে, যখন সে বদীর কাজ পর্যন্ত পৌছিবে তখন সে লজ্জিত হইয়া পড়িবে।

তখন ফিরিশতা তাহাকে বলিবে তুমি লিখিতেছনা কেন? সে বলিবে আমার লজ্জা হইতেছে। তখন ফিরিশতা বলিবেন, হে গুনাহগার পাপী। তুই দুনিয়াতে বদ আমল করিবার কালে তোর (খালেক) সৃষ্টিকর্তাকে কেন লজ্জা করিস নাই। আর এখন আমার সামনে তুই লজ্জিত, এ কেমন কথা?

অতপর ফিরিশতা লোহার গুরুজ উঠাইয়া মারিতে থাকিবে। তখন সে বলিবে, আমাকে রক্ষা করুন এই যে লিখিয়া দিতেছি। তখন সে তাহার নেকী বদী সকল কিছুই লিখিয়া দিবে। ফিরিশতা বলিবেন ভাজ করিয়া মোহর যুক্ত কর। সে বলিবে কি দিয়া মোহর দিব? আমার কাছে তো মোহর নাই। ফিরিশতা বলিবেন তোমার নখ দিয়াই মোহর করিয়া দাও। সে নখ দিয়া মোহর করিয়া দিবে। ফিরিশতা তাহার গলায় লটকাইয়া দিবেন কিয়ামত পর্যন্ত উহা থাকিবে।

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ثُمَّ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَالِكَ مُنْكَرٌ وَّنَكِيْرٌ فَاِذَا رَاٰى الْعَاصِىْ كِتَابَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَهُ اللّٰهُ بِالْقِرَأَةِ فَيَقْرَاُ حَسَنَاتِهٖ وَاِذَا بَلَغَ سَيِّئَاتِهٖ سَكَتَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَ لَا تَقْرَاُ يَقُوْلُ اَسْتَحْىِ مِنْكَ يَارَبِّ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰنَ تَسْتَحْىِ فَنَدِمَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ النَّدَمُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰي خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ . اَلْاٰيَةَ .

 www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেমন আল্লাহ তা'লা ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের গর্দানে তাহার আমলনামা আমি ঝুলাইয়া দিব। অতঃপর মুনকির নকীর কবরে প্রবেশ করিবেন। যখন কিয়ামতের দিন নাফরমান তাহার আমলনামা দেখিবে এবং খোদা তা'লা তাহাকে উহা পড়িতে বলিবেন, তখন সে তাহার নেকী পড়িতে থাকিবে কিন্তু বদীর কথা আসিলে নীরব থাকিবে। আল্লাহ তা'লা বলিবেন পড়িতেছ না কেন? সে বলিবে, হে আল্লাহ! লজ্জা হইতেছে আপনার সামনে এগুলি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব?

আল্লাহ তা'লা বলিবেন, দুনিয়াতে লজ্জা করিলে না আর এখন আমাকে লজ্জা করিতেছ? বান্দা লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইবে সত্যি কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হইবে না। তখন আল্লাহ তা'লা বলিবেন ওকে গ্রেফতার কর, গলায় শিকল দাও এবং টানিয়া দোযখে ফেলিয়া দাও।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কবরের মধ্যে মুনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে

اَلْبَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ فِيْ ذِكْرِ جَوَابِ سُوَالِ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ فِى الْقَبْرِ

وَفِي الْخَبَرِ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ اَصْوَاتُ هُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَاَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ يُخْرِقَانِ الْاَرْضَ بِاَنْيَابِهِمَا (١) فَيَاْتِيَانِ مِنْ قِبَلِ رَاْسِهِ فَيَقُوْلُ صَلٰوتُهٗ لَاتَاْتِيَانِّ مِنْ قِبَلِىْ لِاَنَّهٗ رُبَّ صَلٰوةٍ صَلّٰى فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَذْرًا مِّنْ هٰذَا الْمَوْضَعِ . (٢) ثُمَّ يَاْتِيَانِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُوْلَانِ لَاتَاْتِيَانِّ مِنْ قِبَلِنَا فَقَدْ كَانَ يَمْشِىْ اِلَى الْجَمَاعَةِ حَذْرًا مِّنْ هٰذَا الْمَوْضَعِ (٣) فَيَاْتِيَانِ مِنْ قِبَلِ يَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ الصَّدَقَةُ لَاتَاْتِيَانِّ مِنْ قِبَلِىْ فَقَدْ كَانَ يَتَصَدَّقُ حَذْرًا مِّنْ هٰذَا الْمَوْضَعِ . (٤) فَيَاْتِيَانِ مِنْ قِبَلِ يَسَارِهٖ فَيَقُوْلُ صَوْمُهٗ لَاتَاْتِيَانِّ مِنْ قِبَلِىْ فَقَدْ كَانَ يَصُوْمُ وَيَجُوْعُ وَيَعْطِشُ حَذْرًا مِّنْ هٰذَا الْمَوْضَعِ .

হাদীস শরীফে আছে মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তা আসেন। তাহাদের রং কালো কটা চক্ষু, তাহাদের আওয়াজ বজ্রধ্বনির মত ভয়ঙ্কর এবং চেখের চাহনি চোখ ঝলসানো বিজলীর মত। তাহাদের দাঁত দিয়া মাটি ফাড়িয়া ফেলিবে।

(১) প্রথমে তাহারা মুর্দার শিয়রের দিক দিয়া প্রবেশ করিলে নামাজ সেখানে হাজির হইয়া বলিয়া উঠিবে তোমার আমার এই দিক দিয়া আসিওনা কারণ সে দিবা রাত্রে অনেক নামাজ পড়িয়াছে একমাত্র এই স্থানের বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

(২) তখন ফিরিশতাদ্বয় মুর্দার পায়ের দিক দিয়া আসিতে থাকিবে। তখন উভয় পা বলিবে তোমরা আমার দিক দিয়া আসিও না। কারণ এই ব্যক্তি আমার পায়ের উপর ভর দিয়াই হাঁটিয়া হাঁটিয়া জামাতের দিকে যাইত এই স্থানের বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। (৩) ফিরিশতাদ্বয় পুনরায় মুর্দার ডান দিক দিকে আসিলে সাদকা বলিয়া উঠিবে তোমরা আমার এই দিক হইতে আসিও না কারণ সে এই স্থানের ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাদকা করিয়াছিল।

(৪) অবশেষে ফিরিশতা দুইজন মুর্দার বাম দিক হইতে আসিবে। এমন সময় তাহার রোজা বলিয়া উঠিবে হে ফিরিশতাদ্বয় তোমরা আমার দিক দিয়া আসিও না। কেননা সে এই স্থানের ভয়েই অনেক রোজা রাখিয়াছে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ভোগ করিয়াছে।

فَيُوْقَظُ كَالنَّائِمِ فَيَقُوْلَانِ مَا تَقُوْلُ فِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَقُوْلَانِ عِشْتَ مُؤْمِنًا .وَمُتَّ مُؤْمِنًا .

তারপর তাহারা মুর্দাকে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্বন্ধে তোমার মত কি? সে বলিবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিবেন জীবিতাবস্থায় তুমি মুমিন ছিলে এবং মুমিনাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছ।

ثُمَّ الْحِكْمَةُ فِيْ سُوَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَّا طَعَنَتْ فِيْ آدَمَ حَيْثُ قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا الْاٰيَةَ . فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ فَبَعَثَ اللّٰهُ الْمَلَكَيْنِ اِلَي قَبْرِ الْمُؤْمِنِ وَيَسْأَلَانِهٖ فَيَاْمُرُهُمَا اللّٰهُ اَنْ يَّشْهَدَ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلَائِكَةِ بِمَا سَمِعَا مِنْ عَبْدِهٖ لِاَنَّ اَقَلَّ الشُّهُوْدِ اِثْنَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلٰي يَا مَلَائِكَتِىْ اَخَذْتُ رُوْحَهٗ وَتَرَكْتُ مَالَهٗ فِيْ يَدِ غَيْرِهٖ وَزَوْجَتَهٗ فِىْ حِجْرِ غَيْرِهٖ وَجَارِيَتَهٗ فِىْ مِلْكِ غَيْرِهٖ وَمَتَاعَهٗ لِغَيْرِهٖ فَيُسْاَلُ فِىْ بَطْنِ الْاَرْضِ فَلَمْ يُجِبْ عَنْ اَحَدٍ اِلَّا عَنِّىْ فَيَقُوْلُ (١) "اَللّٰهُ رَبِّىْ" (٢) وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّىْ (٣) وَالْاِسْلَامُ دِيْنِىْ .

www.AmarIslam.com

অতঃপর মুনকির নকিরের সওয়ালের হেকমত বা রহস্য হইল এই যে, আদম সৃষ্টির ব্যাপারে যখন ফিরিশতা এই অভিযোগ করিয়াছিল যে, "হে আল্লাহ আপনি কি জমিনে এমন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা ফাসাদ করিবে, রক্তারক্তি করিবে?" তখন আল্লাহ পাক তাহাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।' সেই বাণীর প্রমাণার্থে প্রত্যেক মুমিনের কবরে আল্লাহ পাক দুইজন ফিরিশতাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে তাহারা মুর্দাকে (তাওহীদ ও রেসালত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে, অতঃপর আল্লাহ তা'লা তাহাদিগকে হুকুম দেন তাহারা যেন মুমিন বান্দা হইতে যাহা শুনিতে পাইয়াছেন তাহা যেন ফিরিশতাগণের সামনে হুবহু সাক্ষ্য রূপে প্রকাশ করে। কেননা সাক্ষির নিম্নতম সংখ্যা দুইজন।

তারপর আল্লাহ তা'লা ফিরিশতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন হে আমার ফিরিশতাগণ! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আমি তাহার রূহ কবজ করিয়াছি, সে ধন দৌলত অন্যকে দিয়া আসিয়াছে, স্ত্রীকে অপরের তত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার দাস-দাসী, জমি-বাড়ী অপরের হাতে রাখিয়া আসিয়াছে। এমন বিপদ মুহূর্তে ভূগর্ভে তাহাকে প্রশ্ন করা হইতেছে কিন্তু সে আমি ব্যতীত অন্য কাহারও ব্যাপারে উত্তর দিতেছে না। সে বলিতেছে (১) আল্লাহ আমার রব, (২) মুহাম্মদ (সঃ) আমার নবী (৩) ইসলাম আমার দ্বীন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কিরামন কাতেবীন সম্পর্কে আলোচনা

اَلْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِىْ ذِكْرِ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

رُوِىَ اَنَّ كُلَّ اِنْسَانٍ مَعَهٗ مَلَكَانِ اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهٖ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِهٖ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ وَلَا يَكْتُبُهَا اِلَّا بِشَهَادَةِ صَاحِبِهٖ ، وَاِنْ قَعَدَ فَاَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِهٖ وَاِنْ مَشٰى فَاَحَدُهُمَا عَنْ خَلْفِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ اَمَامِهٖ وَاِنْ نَامَ فَاَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهٖ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ .

বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফিরিশতা মোতায়েন রহিয়াছেন (১) তাঁহাদের একজন মানুষের ডান পার্শ্বে– তিনি নেকীর কাজসমূহ স্বীয় সাথীর সাক্ষি ছাড়াই লিখিয়া থাকেন (২) অপরজন মানুষের বাম দিকে অবস্থান করেন– তিনি কিন্তু তাহার সাথীর সাক্ষি ছাড়া কোন পাপের কাজ লিখেন না।

মানুষের বসাবস্থায় তাহাদের একজন ডান দিকে অপর জন বাম দিকে থাকেন।

লোকজন যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহাদের একজন সামনের দিকে অপরজন পিছনের দিকে থাকেন। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন একজন ফিরিশতা মাথার দিকে অপর জন পায়ের দিকে থাকেন।

وَفِىْ رِوَايَةٍ خَمْسَةُ اَمْلَاكٍ مَلَكَانِ لِلَّيْلِ مَلَكَانِ لِلنَّهَارِ وَمَلَكٌ لَا يُفَارِقُهٗ فِىْ وَقْتٍ مِّنَ الْاَوْقَاتِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّيَاطِيْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى . اَلْمُرَادُ بِالْمُعَقِّبَاتِ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . وَيُقَالُ مَلَكَانِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَكْتُبَانِ الْاَعْمَالَ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرٍّ قَلَمُهُمَا لِسَانُهٗ وَدَوَاتُهُمَا حَلْقُهٗ وَمِدَادُهُمَا رِيْقُهٗ وَصَحِيْفَتُهُمَا فُؤَادُهٗ يَكْتُبَانِ اَعْمَالَهٗ اِلٰى مَوْتِهٖ .

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে পাঁচজন ফিরিশতা মানুষের সংগে থাকেন। (১-২) দুইজন রাত্রের জন্য, (৩-৪) দুইজন দিনের জন্য এবং (৫) একজন সবসময়ের জন্য মানুষের সাথে থাকেন। আল্লাহ তা'লা কোরআন মজীদে এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর ফিরিশতাগণ বান্দার জন্য সামনের ও পিছনের দিক দিয়া একজনের পর অপরজন আসিয়া থাকেন। তাহারা সেই বান্দাকে আল্লাহর হুকুমে জ্বিন, ইনসান ও শয়তানের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। মুয়াক্কাবাত (مُعَقِّبَاتٌ) শব্দটির দ্বারা দিন ও রাত্রের ফিরিশতাগণই উদ্দেশ্য।

কথিত আছে, প্রত্যেক মানুষের দুই কাধের মধ্যখানে দুইজন করিয়া ফিরিশ্তা রহিয়াছেন, তাহারা বান্দার নেক ও বদ আমলসমূহ লিখিয়া থাকেন। তাহাদের কলম হইল তাহার জিহবা, দোয়াত হইল তাহার কণ্ঠনালী, কালি হইল থুথু এবং কাগজ হইল অন্তর। মৃত্যু পর্যন্ত লোকটির সকল প্রকার আমল তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ صَاحِبَ الْيَمِيْنِ اَمِيْرٌ عَلٰى صَاحِبِ الشِّمَالِ فَاِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً وَّاَرَادَ صَاحِبُهٗ اَنْ يَّكْتُبَهَا قَالَ لَهٗ صَاحِبُ الْيَمِيْنِ اَمْسِكْ فَلَمَكَ سَبْعَ سَاعَاتٍ فَاِنِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ شَيْئًا وَاِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ كَتَبَ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً .

হুজুর আকরাম (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ডান দিকের ফিরিশতাটি তাহার বামদিকের ফিরিশতার সরদার। সুতরাং বান্দা যদি কোন গুনাহের কাজ করে এবং

বামদিকের ফিরিশতা তাহা লিখিয়া ফেলিতে উদ্যত হন তখন ডান দিকের ফিরিশতা বলেন তুমি কলম সাত ঘন্টা পর্যন্ত থামাও।

এই সময়ের মধ্যে যদি বান্দা তওবা করিয়া নেয় তাহা হইলে ঐ ফিরিশ্‌তা তাহা আর লিখেন না। যদি গুনাহ ক্ষমা না চায় তবে কেবল একটি গুনাহই লিখিয়া নেন।

وَاِذَا قُبِضَ رُوْحُ الْعَبْدِ وَوُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ يَقُوْلُ الْمَلَكَانِ يَا رَبِّ وَكَّلْتَنَا بِعَبْدِكَ لِنَكْتُبَ عَمَلَهٗ وَقَدْ قَبَضْتَ رُوْحَ عَبْدِكَ فَاْذَنْ لَنَا اَنْ نَّصْعَدَ اِلَي السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُمَا اَلسَّمَاءُ مَمْلُوَّةٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَبِّحُوْنَنِيْ وَيُهَلِّلُوْنَنِيْ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ بِعِزَّتِىْ وَجَلَالِيْ قُوْمَا فَسَبِّحَا عَلٰى قَبْرِ عَبْدِيْ وَكَبِّرَا وَهَلِّلَا وَاكْتُبَا ذَالِكَ الثَّوَابَ لِعَبْدِىْ حَتّٰى اَبْعَثَهٗ مِنْ قَبْرِهٖ.

যখন বান্দার রূহ কবজ করিবার পর তাহাকে কবরে রাখা হয়, তখন ফিরিশতা দুইজন আল্লাহর দরবারে আরজ করেন– হে আমাদের পরওয়ারদিগার আপনি আমাদেরকে বান্দার আমল লেখার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন আপনি বান্দার রূহ কবজ করিয়াছেন সুতরাং আমাদেরকে আসমানে চলিয়া যাইতে অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ পাক সুবহানুহু সেই ফিরিশতাদ্বয়কে বলিবেন– সমস্ত আসমান ফিরিশতায় ভরপুর আমার তসবীহ ও তাহলীল পাঠে নিয়োজিত। আল্লাহ পাক আবার বলিবেন আমার ইজ্জত ও সম্মানের কছম তোমরা আমার বান্দার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া তছবিহ ও তাহলীল ও তকবীর পাঠ করিতে থাক এবং উহার সওয়াব আমার বান্দার আমলনামায় লিখিতে থাক যতক্ষণ না তাহাকে তাহার কবর হইতে উঠাইব।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ سَمَّاهُمْ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ لِاَنَّهُمْ اِذَا كَتَبُوْا حَسَنَةً يَّصْعَدُوْنَ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَعْرِضُوْنَ عَلَى اللّٰهِ وَيَشْهَدُوْنَ عَلٰى ذَالِكَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا عَمِلَ لَكَ حَسَنَةً كَذَا وَكَذَا وَاِذَا كَتَبُوْا مِنْ عَبْدٍ سَيِّئَةً يَصْعَدُوْنَ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ مَعَ الْغَمِّ وَالْحُزْنِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰي يَاكِرَامًا كَاتِبِيْنَ مَا فَعَلَ عَبْدِىْ فَيَسْكُتَانِ حَتّٰى يَسْأَلَ اللّٰهَ ثَانِيًا وَثَالِثًا فَيَقُوْلُ اِلٰهِيْ اَنْتَ سَتَّارٌ اَمَرْتَ عِبَادَكَ اَنْ يَّسْتُرُوْا عُيُوْبَهُمْ فَاِنَّهُمْ يَقْرَؤُنْ كُلَّ يَوْمٍ كِتَابَكَ وَيَحْمَدُوْنَ بِحَمْدِكَ اُسْتُرْعُيُوْبَهُمْ فَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ فَلِهٰذَا يُسَمُّوْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ.

আল্লাহ তা'লা কোরআনুল করিমে ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেরামন কাতেবীন (সম্মানিত লেখকমন্ডলী) পাহারাদার নিযুক্ত রহিয়াছেন তোমরা যাহা কর তাহা তাহারা জানেন তাহাদেরকে কেরামন কাতেবীন নাম রাখা হইয়াছে কেননা যখন তাহারা কোন নেকী লিপিবদ্ধ করেন তখন তাহা নিয়া সানন্দে আসমানে উঠেন এবং তাহা আল্লাহর দরবারে পেশ করেন ও সাক্ষ্য দিয়া বলেন আপনার অমুক বান্দা অমুক অমুক নেক কাজ করিয়াছে।

যখন তাহারা কোন বদী লিপিবদ্ধ করেন তখন দুঃখের সহিত তাহা নিয়া আসমানে গমন করেন। আল্লাহ তা'লা জিজ্ঞাসা করেন হে কেরামন কাতেবীন আমার বান্দা কি আমল করিয়াছে? ফিরিশতা চুপ করিয়া থাকেন। এইভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলে তাহরা বলেন, হে আল্লাহ আপনি দোষ গোপনকারী। আপনি তো বান্দাকে পরস্পরের দোষ গোপন রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। তাহারা প্রত্যহ আপনার কিতাব পাঠ করে এবং আপনার গুণগানে লিপ্ত রহিয়াছে। আবার তাহারা বলেন আপনি তাহাদের দোষ গোপন করুন কেননা গায়েবের কথা আপনিই বেশ ভাল জানেন। এই জন্য উহাদের নাম কেরামন কাতেবীন (মহান লেখক) হইয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

রূহ বাহির হওয়ার পর কিভাবে কবরের দিকে আসে তাহার বর্ণনা

اَلْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِيْ ذِكْرِ الرُّوْحِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ كَيْفَ يَاْتِىْ اِلَي الْقَبْرِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ الرُّوْحُ مِنْ جَسَدِ بَنِىْ آدَمَ وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ يَقُوْلُ الرُّوْحُ يَارَبِّ اِئْذَنْ لِّيْ حَتّٰي اَمْشِيَ وَاَنْظُرَ اِلٰي جَسَدِ الَّذِيْ كُنْتُ مَعَهَا فَيَاْذَنُ اللّٰهُ تَعَالٰي لَهٗ اَنْ يَّجِيْئَ اِلٰي قَبْرِهٖ وَيَنْظُرُ مِنْ بَعِيْدٍ وَقَدْ سَالَ الْمَاءُ مِنْ مَّنْخَرَيْهِ وَمِنْ فَمِهٖ وَيَبْكِيْ بُكَاءً طَوِيْلًا . ثُمَّ يَقُوْلُ يَاجَسَدِىْ الْمِسْكِيْنُ فَيَقُوْلُ يَا حَبِيْبِىْ هَلْ تَذْكُرُ اَيَّامَ حَيَاتِكَ فِيْ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَمَقَامِ الْوَحْشَةِ وَالْبَلَاءِ وَالْغَمِّ وَالْكُرْبَةِ وَالْحُزْنِ وَالنَّدَامَةِ ثُمَّ يَمْضِىْ . فَاِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ اَيَّامٍ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِئْذَنْ لِّيْ لِاَنْظُرَ اِلٰي جَسَدِىْ فَيَاْذَنُهُ اللّٰهُ فَيَاْتِيْ اِلٰي قَبْرِهٖ وَيَنْظُرُهٗ مِنْ بَعِيْدٍ وَقَدْ سَالَ الدَّمُ مِنْ مَّنْخَرَيْهِ

وَمِنْ فَمِهٖ وَجَرٰى مِنْ اُذُنَيْهِ صَدِيْدٌ وَقَيْحٌ فَيَبْكِىْ بُكَاءً طَوِيْلاً. وَيَقُوْلُ يَاجَسَدِيْ اَلْمِسْكِيْنُ اَتَذْكُرُ اَيَّامَ حَيَاتِكَ فِىْ هٰذَا الْمَنْزِلِ اَلْغَمُّ وَالْهَمُّ وَالْمِحْنَةُ وَالدِّيْدَانُ وَالْعَقَارِبُ اَكَلَتِ الدِّيْدَانُ لُحُوْمَكَ وَمَزَّقَتْ جِلْدَ بَدَنِكَ وَاَعْضَائِكَ ثُمَّ يَمْضِىْ .

হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির রূহ বাহির হওয়ার তিন দিন পরে রূহ বলে হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি যে শরীরে ছিলাম সেই শরীরটাকে একটু দেখিয়া আসি। তখন আল্লাহ তায়ালা অনুমতি প্রদান করিলে রূহ তাহার কবরেব নিকট চলিয়া গিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া শরীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবে। তখন রূহ দেখিতে পাইবে যে শরীরের নাক ও মুখ দিয়া পানি বহিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া সে অনেক্ষণ পর্যন্ত অনুতাপ ও ক্রন্দন করিতে থাকিবে।

অতঃপর বলিবে, "হে আমার আশ্রয়হীন শরীর! হে আমার বন্ধু জীবনকাল কি তোমার স্মরণ হচ্ছে? এই কবর কিন্তু ভয় মুসিবত, চিন্তা দুঃখকষ্ট এবং লজ্জিত হওয়ার স্থান।" এই কথা বলিয়া রূহ চলিয়া যাইবে।

অতঃপর যখন পাঁচ দিন অতিবাহিত হইবে রূহ আবার বলিবে হে আল্লাহ। আপনি আমাকে আর একটি বার অনুমতি দিন। তাহা হইলে আমার শরীরটাকে পুনরায় দেখিয়া আসিব। আল্লাহ পাক অনুমতি দিবেন তখন রূহ কবরের কাছে আসিবে এবং দূরে থাকিয়া শরীরে দিকে তাকাইবে। তখন দেখিতে পাইবে যে নাকের ছিদ্র ও মুখ দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। কান দিয়া পুঁজ ও হলুদ পানি বাহির হইতেছে। তখন সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিবে এবং বলিবে "হে আমার আশ্রয়বিহীন শরীর। তোমার সেই জীবন কালের কথা স্মরণ আছে কি? এই কবর কিন্তু চিন্তা, দুঃখকষ্ট, পোকা মাকড় ও সাপ বিচ্ছুর স্থান। কীট পোকারা তোমার মাংস ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কিছু খাইয়া ফেলিবে।" অতপর সে চলিয়া যাইবে।

فَاِذَا كَانَ سَبْعَةُ اَيَّامٍ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِئْذَنْ لِّيْ حَتّٰي اَنْظُرَ اِلٰي جَسَدِيْ فَيَاْذَنُ اللّٰهُ تَعَالٰي فَيَاْتِيْ اِلٰي قَبْرِهٖ فَيَنْظُرُ مِنْ بَعِيْدٍ وَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ دُوْدٌ فَيَبْكِيْ بُكَاءً شَدِيْدًا . وَيَقُوْلُ اَتَذْكُرُ اَيَّامَ حَيَاتِكَ اَيْنَ اَوْلَادُكَ؟ وَاَيْنَ اَقْرِبَائُكَ؟ وَعَشِيْرَتُكَ؟ وَدَارُكَ وَعَقَارُكَ وَاَيْنَ اَخَوَاتُكَ وَاَصْدِقَائُكَ وَرُفَقَائُكَ وَجَارُكَ الَّذِىْ كَانُوْا يَصُوْتُكَ فِيْ جَارِكَ اَلْيَوْمَ يَبْكُوْنَ عَلَيْكَ .

যখন সাত দিন অতিবাহিত হইয়া যায় তখন রূহ আবার আল্লাহর দরবারে অনুমতি চাহিয়া বলে হে আল্লাহ আপনি আমাকে আরও একটু অনুমতি দিন যাহাতে আমি আমার শরীরটাকে আবারও দেখিয়া আসিতে পারি। আল্লাহ তা'লা অনুমতি দিলে রূহ কবরের কিছু দূরে থাকিয়া শরীরের দিকে দৃষ্টি করিতে থাকিবে। তখন রূহ দেখিতে পাইবে যে, শরীরের উপর পোকা পড়িয়াছে। রূহ ইহা অবলোকনে খুবই কাঁদিতে থাকিবে। আর বলিবে হে আমার শরীর তোমার কি সেই জীবনকাল মনে আছে? তোমার সন্তানাদি, আত্মীয় স্বজন, গোত্রের লোকেরা কোথায়? কোথায় তোমার ঘরবাড়ী, কোথায় তোমার ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব ও সেই প্রতিবেশী যাহারা তোমার প্রতিবেশীত্বে সন্তুষ্ট ছিল? তাহারা সবাই আজ তোমার বিরহ বেদনায় কাঁদিতেছে।

رُوِىَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يَدُوْرُ دَوْرًا رُوْحُهٗ حَوْلَ دَارِهٖ شَهْرًا فَيَنْظُرُ اِلٰي مَا خَلَّفَهٗ مِنْ مَّالِهٖ كَيْفَ يُقْسَمُ وَكَيْفَ يُوَدّٰى دُيُوْنُهٗ؟ فَاِذَا تَمَّ شَهَرٌ رُدَّ اِلٰي حَفْرِهٖ فَيَدُوْرُ حَوْلَ قَبْرِهٖ حَوْلاً وَيَنْظُرُ مَنْ يَّدْعُوْ لَهٗ وَيَحْزَنُ عَلَيْهِ وَاِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ رُفِعَ رُوْحُهٗ اِلٰي حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْاَرْوَاحُ اِلٰي يَوْمٍ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ الاية يُقَالُ اَلرُّوْحُ فِيْهَا اَلرَّحْمَةُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا قُرِئَ الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ مَعْنَاهُ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَمَعَهُمُ الرَّوْحُ وَالرَّيْحَانُ .

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে মুমিন বান্দা যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার রূহ এক মাস পর্যন্ত তাহার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকে ও দেখিতে থাকে যে তাহার রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হইতেছে? কিভাবে তাহার কর্জ পরিশোধ করা হইতেছে। যখন এক মাস পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে কবরের দিকে ফিরিয়া যায়। এক বৎসর পর্যন্ত সে কবরের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাক এবং দেখিতে থাকে যে কে তাহার জন্য দোয়া করিতেছে, কে তাহার জন্য চিন্তা করিতেছে। বছর যখন শেষ হয় তখন তাহার সেই রূহকে সকল রূহ যেখানে রহিয়াছে সেখানে পৌছাইয়া দেওয়া হয় এবং সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সময় কাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

যেমন আল্লাহ তা'লা কোরান মজীদে এরশাদ করিয়াছেন "ফিরিশতা এবং রূহ কদর রজনীতে অবতীর্ণ হয়। কাহারও মতে উপরোক্ত আয়াতে রূহ অর্থ মুমিনের প্রতি রহমত করা। যেমন কোন ক্বেরাতে শব্দটিকে যবর ও পেশ সহকারে পড়া যায় তখন ইহার অর্থ ফিরিশতা রহমত ও শান্তি নিয়া আসেন।

وَيُقَالُ الرُّوْحُ مَلَكٌ عَظِيْمٌ يَنْزِلُ بِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا حَالَ فِيْهِ وَقَدْ قِيْلَ الرُّوْحُ يَحُلُّ فِيْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ لِاَنَّ الْمَوْتَ فِيْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ .

কাহারও মতে 'রূহ' একজন বড় ফিরিশতা যিনি মুমিনের সম্মানার্থে অবতীর্ণ হন, বাস্তবে শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন রূহ সমস্ত শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হয় কেননা মওতও সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যে ঘটে। এই কথা প্রমাণ করিতেছে আল্লাহর বাণী– "হে মুহাম্মদ আপনি বলিয়া দিন সেই জীর্ণ শীর্ণ হাড্ডীগুলোকে সেই প্রভুই পুনরায় জীবিত করিবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

فَاِنْ قِيْلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالرَّوَانِ قُلْنَا هُمَا وَاحِدٌ لٰكِنَّ الرُّوْحَ يَذْهَبُ وَيَجِيْئُ وَالْبَدَنُ لَا يَتَحَرَّكُ كَذَا الرَّوَانُ يَذْهَبُ وَيَجِيْئُ وَالرُّوْحُ لَا يَتَحَرَّكُ ثُمَّ مَوْضَعُ الرُّوْحِ فِي الْجَسَدِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَمَوْضَعُ الرَّوَانِ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ فَاِذَا زَالَ الرُّوْحُ مَاتَ الْعَبْدُ لَا مُحَالَةَ وَاِذَا زَالَ الرَّوَانُ يَنَامُ . وَكَمَا اَنَّ الْمَاءَ اِذَا صُبَّ فِي الْقَصْعَةِ وَوُضِعَ فِي الْبَيْتِ وَوَقَعَ الشَّمْسُ عَلَيْهَا وَشُعَاعُهَا فِي السَّقْفِ يَتَحَرَّكُ وَلَمْ يَتَحَرَّكِ الْقَصْعَةُ مِنْ مَوْضَعِهَا كَذَالِكَ الرُّوْحُ مَسْكَنُهُ فِي الْبَدَنِ وَشُعَاعُهَا فِي الْعَرْشِ وَهُوَ الرَّوَانُ فَيَرَي الرُّؤْيَا فِي الْمَلَكُوْتِ ثُمَّ اِذَا نَامَ الْعَبْدُ خَرَجَ الرُّوْحُ مِنْ اَنْفِهِ وَصَعِدَ اِلَي السَّمَاءِ وَيَنُوْبُ نِيَابَةَ النَّفْسِ فِي الْخِدْمَةِ .

যদি প্রশ্ন করা হয় রূহ এবং রওয়ানের মধ্যে পার্থক্য কি? আমি বলিব দুইটি একই জিনিস। কিন্তু রূহ চলিয়া যায় ও পুনরায় আসে তবে শরীর মোটেই নড়ে না। অনুরূপ রওয়ানও চলিয়া যায় এবং পুনরায় আসে তবে রূহ নড়ে না। অতএব রূহ শরীরের অনির্দিষ্ট স্থানে থাকে আর রওয়ান দুই ভ্রুর মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। রূহ বাহির হইয়া গেলে বান্দা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে। কিন্তু রওয়ান বাহির হইয়া গেলে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে। যেমন ঘরের ভিতর একটি পেয়ালাতে পানি রাখা হইল, আর তাহাতে সূর্য্যের আলো পড়িল, সূর্য্যের কিরণ কিন্তু ছাদের উপর দুলিতেছে অথচ পেয়ালা একটুও নড়িতেছে না তাহার স্থান হইতে। অনুরূপভাবে রূহ দেহের ভিতর রহিয়াছে তাহার কিরণ আরশের নিকট পৌছিয়াছে। ইহার নাম রওয়ান। অতএব সে আলমে মালাকুতের স্বপ্ন দেখে। বান্দা যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার নাক দিয়া রূহ অর্থাৎ রওয়ান বাহির হইয়া যায় এবং আসমানের দিকে উঠে। তখন আলমে মালাকুতে (রূহ জগতে) রওয়ান রূহের কাজ আনজাম দিয়া থাকে।

فَاِنْ قِيْلَ لَوْ كَانَ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنُوْبُ نِيَابَةَ النَّفْسِ فِي الْخِدْمَةِ فَرُوْحُ الْكَافِرِ اَيْنَ يَكُوْنُ؟ قِيْلَ رُوْحُ الْكَافِرِ اَيْضًا يَصْعَدُ اِلَّا اَنَّهُ يَلْعَنُهُ الْمَلَائِكَةُ -

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় মুমিনের রূহ যদি আসমানে চলিয়া যায় এবং সেখানে রূহের কাজ আনজাম দিয়া থাকে তবে কাফেরের রূহ কোথায় থাকিবে? উত্তরে বলা হইয়াছে কাফেরের রূহ আসমানের দিকে যাইতে থাকিবে তবে ফিরিস্তাগণ ধিক্কার ও বাধা দিতে থাকবে।

فَاِنْ قِيْلَ لَوْ ذَهَبَ الرُّوْحُ كَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَتَنَفَّسَ قِيْلَ مِنْ وُجُوْهٍ اَحَدُهَا مَا قَالُوْا يَذْهَبُ الرُّوْحُ مِنْهُ وَلٰكِنَّهُ يَبْقٰى فِيْهِ الْحَيَاةُ وَالنَّفْسُ لِاَنَّهَا لَيْسَ بِرُوْحٍ . اَلَا تَرٰى مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ قَالَ الرُّوْحُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ

(١) لِلْاِنْسِ (٢) وَلِلْجِنِّ (٣) وَلِلْمَلَائِكَةِ (٤) وَلِلشَّيَاطِيْنِ وَلِسَائِرِ هِنَّ نَفَسٌ وَحَيٰوةٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ التِّرْمِذِيْ اَلرُّوْحُ رُوْحَانِ رُوْحٌ بِهِ الْحَيٰوةُ وَالنَّفْسُ وَرُوْحٌ بِهِ الْحَرَكَةُ فَاِذَا نَامَ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الرُّوْحُ الَّذِيْ بِهِ الْحَرَكَةُ وَلٰكِنْ لَمْ يَخْرُجِ الرُّوْحُ الَّذِيْ بِهِ الْحَيٰوةُ وَالنَّفْسُ وَاَمَّا مَسْكَنُ الرُّوْحِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَقَدْ قِيْلَ مَسْكَنُهُ الصُّوْرُ فِيْهِ ثَقْبٌ بِعَدَدِ كُلِّ حَيْوَانٍ يُخْلَقُ اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، اِنْ كَانَ مُنْعِمًا فَهُنَاكَ مُنْعِمًا وَاِنْ كَانَ مُعَذَّبًا فَهُنَاكَ مُعَذَّبًا .

যদি প্রশ্ন করা হয় যে ঘুমাইলে যদি রূহ চলিয়া যায় তবে ঘুমন্ত লোকের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয় না কেন? উত্তরে বলা হয়, ইহার কারণ অনেকঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন তন্মধ্যে একটি হইল রূহ তো চলিয়া যায় কিন্তু হায়াত বা জীবনি শক্তি এবং শ্বাস প্রশ্বাস বাকী থাকে। কেননা এই দুইটি তো আর রূহ নহে।

তোমার কি জানা নাই যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন রূহ চার প্রকারের জীবের জন্য নির্ধারিত (১) মানুষ, (২) জ্বিন, (৩) ফিরিশতা ও (৪) শয়তান। বাকী সকল সৃষ্টির শ্বাসই হইল হায়াত বা জীবনী শক্তি।

মুহাম্মদ বিন তিরমিজী (রঃ) বলিয়াছেন রূহ দুই প্রকার– (১) যাহা দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস লয়। (২) অপরটি যাহা দ্বারা শুধু নড়াচড়ার কাজ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে ঐ নড়াচড়ার রূহই বাহির হইয়া যায়। কিন্তু হায়াত এবং শ্বাস প্রশ্বাসের রূহ বাহির হয় না।

রূহ বাহির হওয়ার পর উহার বাসস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে– (১) কাহারও মতে রূহের বাসস্থান ইসরাফিলের (আঃ) সিংগা, যাহাতে কিয়ামত পর্যন্ত যতসব জীব হইবে সব জীবের সমসংখ্যক ছিদ্র রহিয়াছে।

রূহ যদি পুরস্কারের যোগ্য হয় এখানেই পুরস্কার পাইবে, আর যদি শাস্তির যোগ্য হয় তবে এখানেই শাস্তি পাইবে।

وَيُقَالُ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ اَخْضَرَ فِي الْجَنَّةِ وَاَرْوَاحُ الْكَافِرِيْنَ فِيْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ اَسْوَدَ فِي النَّارِ .

(২) কাহারও মতে মুমিনের রূহ বেহেশতের সবুজ রং এর পাখীদের দেহের মধ্যে থাকিবে এবং কাফিরদের রূহ দোযখের কাল বর্ণের পাখীদের দেহের মধ্যে থাকিবে।

وَيُقَالُ اَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا قُبِضَتْ رَفَعَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ اِلَي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ بِالْاِعْزَازِ وَالْاِكْرَام ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰي اُكْتُبُوْاهَا فِيْ عِلِّيِّيْنَ ثُمَّ رُدُّوْهَا اِلَي الْاَرْضِ فَيُرَدُّ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَفُتِحَ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰي مَوْضَعِهِ مِنْهَا حَتّٰي يَقُوْمَ السَّاعَةُ. وَاِنَّ اَرْوَاحَ الْكَافِرِيْنَ اِذَا قُبِضَتْ رَفَعَتْهَا مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ اِلَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُغْلَقُ اَبْوَابُهَا وَيُؤْمَرُ بِرَدِّهَا اِلٰي مَضْجَعِهِ وَيُضَيَّقُ قَبْرُهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلٰي مَقْعَدِهِ مِنْهَا حَتّٰى يَقُوْمَ السَّاعَةُ وَعَلٰي هٰذَا يَدُلُّ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَ قَرْعَ نِعَالِكُمْ وَاِنَّهَا مُنِعَتْ مِنْ كَلَامٍ .

কাহারও মতে মুমিনের রূহ যখন কবজ হয় তখন রহমতের ফিরিশতা অতি আদর ও সম্মানে তাহা চতুর্থ আকাশে লইয়া যায়। তখন আল্লাহর তরফ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবেন যে উহাকে ইল্লিয়ীনে তালিকাভূক্ত কর। তারপর তাহাকে দুনিয়ার জগতে লইয়া যাও। অতঃপর তাহাকে তাহার নিজ দেহে প্রবেশ করান হইবে এবং তাহার জন্য বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। সে দরজা দিয়া তাহার বেহেশতস্থিত স্থান কিয়ামত পর্যন্ত দেখিতে থাকিবে।

আর যখন কাফিরদের রূহ কবজ করা হয় তখন আযাবের ফিরিশতা উহা নিয়া পৃথিবীর আকাশের দিকে যাইবে কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার মুর্দা শরীরে আনিয়া প্রবেশ করানোর আদেশ করা হইবে, কবর আঁটসাট করিয়া দেওয়া হইবে। আর তাহার দিকে দোযখ মুখি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে যেখান হইতে সে তাহার দোযখস্থিত ঠিকানা কিয়ামত পর্যন্ত দেখিতে থাকিবে।

এই সম্পর্কে হুজুর (সঃ) এর বাণী প্রমাণ করিতেছে– মুর্দা তোমাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায় কিন্তু কথা বলিবার শক্তি তাহাদের নাই।

سُئِلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعَادِنِ الْاَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ (١) اِنَّ اَرْوَاحَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ تَكُوْنُ فِي اللَّحْدِ مُؤْنِسًا وَاَجْسَادُهُمْ حَامِدَةٌ سَاجِدَةٌ لِرَبِّهِ . (٢) وَاَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِى الْفِرْدَوْسِ الْاَعْلٰى فِىْ وَسْطِ الْجَنَّةِ فِيْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ اَخْضَرَ يَطِيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَيَأْكُلُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ يَاْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ (٣) وَاَرْوَاحُ اَوْلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ حَوَاصِلِ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ عِنْدَ جِبَالِ الْمِسْكِ اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤) وَاَرْوَاحُ اَوْلَادِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ يَدُوْرُ فِي الْجَنَّةِ لَيْسَ لَهُمْ مَاْوٰى اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَخْدِمُوْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٥) وَاَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ عَلَيْهِمْ دُيُوْنٌ وَمَظَالِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْهَوَاءِ لَا يَذْهَبُ اِلَي الْجَنَّةِ وَلَا اِلَي السَّمَاءِ حَتّٰي يُؤَدِّي عَنْهُ الدُّيُوْنُ وَالْمَظَالِمُ (٦) وَاَرْوَاحُ الْفُسَّاقِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُصِرِّيْنَ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْجَسَدِ (٧) وَاَرْوَاحُ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ فِيْ سِجْنِ نَارِ جَهَنَّمَ .

কোন বুজুর্গ আলেমের নিকট মুত্যুর পর মানুষের রূহসমূহের স্থান কোথায় হইবে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দেন– (১) আম্বিয়াগণের রূহসমূহ 'আদন' বেহশতে থাকে এবং কবরে নিজের দেহের সহানুভূতি প্রকাশে ও স্বীয় রবের প্রশংসা ও সেজদা পালনে রত থাকে। (২) শহীদগণের রূহসমূহ বেহেশতের মধ্যে সবুজ বর্ণের পাখির দেহে অবস্থান করে ও বেহেশতের যাহা ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইয়া আহার করিতে থাকে, অতঃপর তাহারা আরশের নিম্নদেশে লটকানো ফানুসগুলিতে বিশ্রাম নেয়। (৩) মুসলিম সন্তানদের রূহসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত বেহেশতের চড়ুইসমূহের দেহে মিশকের পাহাড়ের নিকট অবস্থান করিবে। (৪) কাফির ও মুশরিকের সন্তানদের রূহসমূহ বেহেশতের মধ্যে চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা কোন স্থান পাইবে না। অতঃপর তাহারা মুমিনদের খাদেম হইবে (৫) মুমিনদের মধ্যে যাহারা ঋণী ও যাহাদের উপর অন্যের হক (দাবী) রহিয়াছে তাহাদের রূহ শূন্যস্থানে ঝুলিতে থাকিবে, বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না আসমানেও উঠিতে পারিবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ঋণ পরিশোধ করা না হইবে এবং হকদারের হক আদায় করা না হইবে। (৬) ফাসেক মুসলমান যাহারা জেদ করিয়া গুনাহ করিয়া চলিয়াছে তাহাদের রূহ কবরের মধ্যে দেহের সহিত কঠিনভাবে আযাব ভোগ করিতে থাকিবে। (৭) কাফির ও

মুনাফিকগণের রূহ জাহান্নামের আগুনের বন্দী খানায় অবস্থান করিতে থাকিবে।

قِيْلَ اِنَّ الرُّوْحَ جِسْمٌ لَطِيْفٌ وَاِنَّهُ مَخْلُوْقٌ وَلِذَالِكَ لَا يُقَالُ اَللّٰهُ تَعَالٰي ذُوْ رُوْحٍ لِاَنَّهُ يَسْتَحِيْلُ اَنْ يَكُوْنَ مَحَلَّ الْاَجْسَامِ وَقِيْلَ اِنَّ الرُّوْحَ عَرْضٌ وَقِيْلَ اِنَّهُ يَنْشَقُّ مِنَ الْهَوٰي وَهٰذَانِ الْقَوْلَانِ عَلٰي مَنْ اَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ .

রূহ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে (১) কেহ কেহ বলেন রূহ হইল সূক্ষ্ম জড় বস্তু যাহাকে আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লাহ তা'লাকে রূহ ওয়ালা বলা যায় না,কারণ রূহ থাকিলেই দেহ থাকার প্রশ্ন আসে। (১) কাহারও মতে রূহ হইল 'আরব্য' অর্থাৎ অপরের মাধ্যমে যাহা অবস্থিত (৩) কোন কোন ব্যক্তির অভিমত রূহ হাওয়া হইতে ফাটিয়া বাহির হয়। এই দুইটি উক্তি যাহারা কবরের আযাবকে অস্বীকার করে তাহাদের।

رُوِىَ اَنَّ يَهُوْدِيًّا اَتٰي اِلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوْحِ وَعَنْ اَصْحَابِ الرَّقِيْمِ . وَعَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ . فَنَزَلَ فِيْ شَانِهِمْ سُوْرَةُ الْكَهْفِ ، وَنَزَلَ فِي الرُّوْحِ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ ، قِيْلَ مَعْنَاهُ مِنْ عِلْمِ رَبِّيْ وَلَا عِلْمَ لِيْ بِهَا . وَقِيْلَ اِنَّ الرُّوْحَ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ لِاَنَّهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰي وَاَمْرُ اللّٰهِ كَلَامٌ ، وَقِيْلَ مَعْنَاهُ مِنْ تَكْوِيْنِ رَبِّيْ بِكَلِمَةِ "كُنْ فَيَكُوْنُ" وَالْاَمْرُ ضَرْبَانِ اَمْرُ اِلْزَامٍ كَاَمْرِهِ بِالْعِبَادَاتِ ، وَاَمْرُ تَكْوِيْنٍ كَقَوْلِهِ تَعَالٰي قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا اَوْ خَلْقًا ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالٰي اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

বর্ণিত আছে, একদা জনৈক ইহুদি আসিয়া হুজুর (সঃ) এর নিকট রূহ, আসহাবে কাহাফ ও জুলকরনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তখন সূরা কাহাফ নাজিল হইল। রূহ সম্পর্কে আয়াত যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা হইল "হে নবী আপনাকে রূহ সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলিয়া দিন রূহ আমার প্রভুর একটি হুকুম মাত্র। কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল– আমার প্রভুর এলমের একটি এলম। ইহার জ্ঞান আমাদের জানা নাই।

কেহ কেহ বলেন, রূহ মখলুক নহে, বরং ইহা আল্লাহর একটি আদেশ, আর আদেশ কালাম বা কথার অন্তর্ভূক্ত। কাহারও মতে ইহার অর্থ এই যে 'আমর' অর্থ আদেশ, অর্থাৎ 'কুন' হইয়া যাও আদেশ করা মাত্র "فَيَكُوْنُ" তখন রূহ পয়দা হইয়া যায়। আল্লাহর আদেশ দুই প্রকারের (১) আমরে ইলজাম যথা ইবাদত বন্দেগী

www.AmarIslam.com

সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ। (২) আমরে তাকবীন" যেমন আল্লাহর বাণী" হইয়া যাও পাথর, লোহা, অথবা অন্য কোন মখলুক"। অনুরূপ আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই আল্লাহর আদেশ হইল তিনি যখন কোন জিনিস সৃষ্টির মনস্থ করেন তখন তিনি বলেন হও অমনি হইয়া যায়।"

وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰي نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰي قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ فَمَعْنَاهُ جِبْرَائِيْلُ ع وَاَمَّا قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا فَقَدْ قِيْلَ مَعْنَاهُ بَنُوْ آدَمَ . وَقِيْلَ مَلَكٌ عَظِيْمٌ يَقُوْمُ وَحْدَهُ صَفًّا . وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰي فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ فَمَعْنَاهُ اِذَا اسْتَوٰي خَلْقُ آدَمَ وَنَفَخْتُ مِنْ رُّوْحِيْ فَهٰذَا اِضَافَةُ خَلْقٍ ، وَقِيْلَ اِضَافَةُ تَكْرِيْمٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي نَاقَةُ اللّٰهِ ، وَبَيْتُ اللّٰهِ ، وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰي فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا ، فَقِيْلَ يَعْنِيْ بِهِ عِيْسٰي ع لِاَنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ لِاَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَفْخَةِ جِبْرَائِيْلَ ع وَقِيْلَ يَعْنِيْ بِهِ الرَّحْمَةَ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ اَيْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ .

আর আল্লাহ তা'লার বাণী "জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর কোরআন নিয়া আপনার অন্তকরণের উহার অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে আপনি ভীতি প্রদর্শন কারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হন। এই আয়াতে "রূহ" হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে।

অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "যে দিন রূহ এবং ফিরিশতাগণ কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে" এই আয়াতে" "রূহ" মুরাদ সমস্ত বনী আদম। কেহ বলেন, বড় এক জন ফিরিশতা, যিনি একা একটি কাতার পরিমাণ হইবেন। আর আল্লাহর বাণী " যখন আমি আদমকে ঠিক ঠিক রূপে তৈয়ার করিলাম এবং তাহাতে রূহ ফুঁকিলাম, সমস্তপড়িল।" এই আয়াতে :مِنْ رُّوْحِيْ এর দ্বারা ইজাফতে খলক অর্থাৎ আমি রূহ পয়দা করিলাম, অথবা ইজাফতে তাকরীমি অর্থাৎ "আমার রূহ" যেমন বলা হয়, বায়তুল্লাহ, নাকাতুল্লাহ, তথা আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উটনী, ইহাতে ঘর ও উষ্ট্রির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

তদ্রুপ আল্লাহর বাণী "অতঃপর আমরা তাহাতে আমাদের রূহ ফুঁকিয়া দিলাম" কেহ কেহ বলেন এই আয়াতে "রূহ" দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-ই উদ্দেশ্য। কেননা তিনি রুহুল্লাহ তিনি জিব্রাঈল (আঃ)এর ফুৎকারেই সৃষ্টি হইয়াছেন। আবার কাহারও অভিমত হইল উক্ত আয়াতে "রূহ" দ্বারা "রহমত" উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'লা তাহার রূহ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সিঙ্গায় ফুৎকার ও পুনরুত্থান দিবসের আলোচনা

اَلْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِيْ ذِكْرِ الصُّوْرِ وَالْبَعْثِ

اِعْلَمْ اَنَّ اِسْرَافِيْلَ عـ صَاحِبُ الْقَرْنِ وَهُوَ الصُّوْرِ وَخَلَقَ اللّٰهُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ طُوْلُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ السَّبْعِ ، وَمُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، وَمَكْتُوْبٌ فِيْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِاِسْرَافِيْلَ عـ اَرْبَعَةُ اَجْنِحَةٍ ، جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَجَنَاحٌ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ، وَجَنَاحٌ يُغَطِّيْ بِهِ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ نَاكِسًا فَلَا يَكْشِفُ رَأْسَهُ نَحْوَ الْعَرْشِ وَاَخَذَ قَوَائِمَ الْعَرْشِ عَلٰي كَاهِلِهِ حَتّٰي يَحْمِلَ الْعَرْشَ بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ ، وَاِنَّهُ يَصْغُرُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ كَالْعُصْفُوْرِ . فَاِذَا قَضَى اللّٰهُ شَيْئًا دَنَا اللَّوْحُ فَيَكْشِفُ الْغِطَاءَ عَنْ وَجْهِهِ فَيَنْظُرُ اِلٰي مَا قَضَى اللّٰهُ مِنْ حُكْمٍ وَّاَمْرٍ ، وَلَيْسَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَقْرَبُ مَكَانًا اِلَي الْعَرْشِ مِنْ اِسْرَافِيْلَ عـ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَرْشِ سَبْعُ حِجَابٍ ، وَمِنَ الْحِجَابِ اِلَي الْحِجَابِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِأَةِ عَامٍ ، وَبَيْنَ جِبْرَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ سَبْعِيْنَ حِجَابًا . فَاِنَّهُ قَائِمٌ قَدْ وَضَعَ الصُّوْرَ عَلٰي فَخِذِهِ الْاَيْمَنِ وَرَأْسُ الصُّوْرِ عَلٰي فَمِهِ ، يَنْتَظِرُ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰي يَقُوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَنْفُخُ فِيْهِ ، فَاِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الدُّنْيَا ، يُدَارُ الصُّوْرُ اِلٰى جَبْهَةِ اِسْرَافِيْلَ عـ فَيَضُمُّ اِسْرَافِيْلُ الْاَجْنِحَةَ الْاَرْبَعَةَ ثُمَّ يَنْفُخُ الصُّوْرَ وَيَجْعَلُ مَلَكُ الْمَوْتِ اِحْدٰي كَفَّيْهِ تَحْتَ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ فَيَأْخُذُ اَرْوَاحَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَاَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا يَبْقٰى فِيْ الْاَرْضِ اِلَّا اِبْلِيْسُ وَحْدَهُ ، لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَفِي السَّمَاءِ جِبْرَائِيْلُ ، مِيْكَائِيْلُ وَاِسْرَافِيْلُ وَعَزْرَائِيْلُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُمُ الَّذِيْنَ اِسْتَثْنَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى . بِقَوْلِهٖ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ .

জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা সিংগার বাহক ইসরাফিল (আঃ)কে এবং লওহে মাহফুজকে সাদা মনি মুক্তা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার দৈর্ঘ্য সাত আসমান ও জমিনের দৈর্ঘ্যের সমান, উহা আরশের সাথে ঝুলিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু ঘটিবে তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইসরাফিলের চারটিবাহু রহিয়াছে, একটি বাহু মাশরিকে তথা পূর্ব সীমান্তে, একটি বাহু মাগরিবে অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্তে, একটি বাহুর উপর তিনি দন্ডায়মান এবং একটি বাহু দিয়া তিনি আল্লাহর ভয়ে ও লজ্জায় নিজের চেহারা ও মাথা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। আরশের নিচে অবনত মস্তকে নিজ শক্তিতে আরশের পায়াগুলি কাঁধে নিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহর ভয়ে চড়ুই পাখির মত ছোট হইয়া পড়েন।

আল্লাহ তা'লা যখন কোন জিনিসের আদেশ করেন তখন লওহে মাহফুজ কাছে যায়, সে তাহার চেহারা হইতে পর্দা উঠাইয়া নেয় এবং আল্লাহ পাক যেই হুকুম ও আদেশ করিয়াছেন তাহা দেখে। স্থান হিসাবে আরশের অধিকতর নিকটবর্তী ইসরাফিলের চেয়ে আর কোন ফিরিশ্‌তা নহেন। ইসরাফিল (আঃ) ও আরশের মাঝে সাতটি পর্দা রহিয়াছে এবং এক পর্দা থেকে অন্য পর্দা পর্যন্ত দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের রাস্তা। ইসরাফিল ও জিব্রাঈল এর মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রহিয়াছে।

তিনি সিংগা ডান উরুর উপর রাখিয়া উহার মাথা মুখে দিয়া আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দাঁড়াইয়া আছেন। যখন ফুঁকিবার আদেশ দেওয়া হইবে তখনই তিনি ফুঁকিবেন। যখন দুনিয়ার মেয়াদকাল শেষ হইয়া যাইবে এবং সিংগা তাহার কপালের দিকে ঘুরিয়া আসিয়া পড়িবে তখন তিনি তাহার ডানা চারিখানা গুটাইয়া লইবেন এবং সিংগায় ফুঁক দিবেন। আর মালাকুল মওত তাহার এক হাতের তালু সাত তবক জমিনের নীচে, অপর হাতের তালু সাত আসমানের উপর রাখিয়া আসমান জমিনের সমস্ত মখলুকের রূহ কবজ করিবেন। পৃথিবীতে ইবলিস ছাড়া আর কেহ বাকী থাকিবে না। তাহার উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ। আসমানে জিব্রাঈল, ইসরাফিল, মিকাঈল ও আজরাঈল (আঃ)এবং যাহাদিগকে আল্লাহর ইচ্ছা বাকী রাখিবেন যেমন আল্লাহর বাণীতে রহিয়াছে "আর সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, তখন আসমান জমিনের যত কিছু আছে সবই বেহুশ হইয়া পড়িবে কিন্তু যাহাকে ইচ্ছা করিবেন আল্লাহ তা'লা অবশিষ্ট রাখিবেন।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي (١) خَلَقَ الصُّوْرَ وَلَهُ اَرْبَعُ شُعَبٍ (٢) شُعْبَةٌ مِّنْهَا فِي الْمَغْرِبِ (٣) وَشُعْبَةٌ مِّنْهَا فِي الْمَشْرِقِ وَشُعْبَةٌ مِّنْهَا تَحْتَ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ (٤) وَشُعْبَةٌ مِّنْهَا فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَفِي الصُّوْرِ اَبْوَابٌ بِعَدَدِ الْاَرْوَاحِ فِيْ وَاحِدٍ مِّنْهَا اَرْوَاحُ الْمَلَائِكَةِ ، وَفِيْ وَاحِدٍ اَرْوَاحُ الْجِنِّ ، وَفِيْ وَاحِدٍ مِّنْهَا اَرْوَاحُ الْاِنْسِ وَفِيْ

وَاحِدٍ أَرْوَاحُ الشَّيَاطِيْنِ وَفِيْ وَاحِدٍ مِّنْهَا أَرْوَاحُ الْهَوَاءِ حَتَّى النَّمْلَةِ ، وَالْبَقُّ إِلَى سَبْعِيْنَ صِنْفًا وَأَعْطَاهُ إِسْرَافِيْلَ وَهُوَ وَاضِعَةٌ فِيْ فَمِهٖ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُؤْمَرَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ ثَلٰثَةَ نَفْخَاتٍ ، (١) نَفْخَةُ الصَّعْقِ (٢) وَنَفْخَةُ الْبَعْثِ (٣) وَنَفْخَةُ الْفَزَعِ .

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রসূল (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ সিংগা পয়দা করিয়াছেন এবং ইহাতে চারটি শাখা রহিয়াছে। একটি শাখা পশ্চিম প্রান্তে, আর একটি শাখা পূর্ব প্রান্তে আর একটি শাখা সপ্ত স্তর জমিনের নীচে, আর একটি শাখা সাত তবক আসমানের উপর। সিঙ্গার মধ্যে রূহের সংখ্যা অনুপাতে ছিদ্র (দরজা) রহিয়াছে। তাহার কোন ছিদ্রে ফিরিশতাগণের রূহ, কোন ছিদ্রে জ্বিন জাতির রূহ, কোনটিতে মানব জাতির রূহ, কোনটিতে শয়তান এর রূহ, কোনটিতে সত্তর প্রকার পর্যন্ত জীব জন্তু, কীট, পোকা মাকড়, ইত্যাদি এমনকি মশা মাছির রূহ রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'লা সিংগাটি ইসরাফিলের হাওয়ালা করিয়াছেন। তিনি সিংগায় মুখ লাগাইয়া আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করিতেছেন। অতঃপর তিনি আদেশ পাইলে উহাতে তিনটি ফুঁক দিবেন। (১) একটি ভয়ের ফুঁৎকার (যাহা শূনিয়া সকলেই ভীত হইয়া পড়িবে) (২) আর একটি পুনরুত্থানের ফুঁৎকার (যাহা শুনিয়া সবকিছু হাশরের ময়দানে উঠিবে) (৩) আর একটি মওতের ফুঁৎকার (যাহা শুনিয়া সকল প্রাণী মরিয়া যাইবে)।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا حُذَيْفَةَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ لِتَقُوْمَ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ قَدْ رَفَعَ لُقْمَةً اِلٰى فَمِهٖ فَلَا يَطْعَمُهَا ، وَالْكُوْزُ اِلٰى فَمِهٖ لِيَشْرَبَ الْمَاءَ فَلَا يَشْرَبُهٗ ، وَالثَّوْبُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَلْبِسَ لَا يَلْبَسُهٗ .

হযরত নবী করিম (সঃ) হযরত আবু হুজাইফা কে বলিলেন, হে আবু হুজাইফা! শপথ সেই সত্তার যাহার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ। সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিলেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। তখন অবস্থা হইবে এই যে মানুষ লুকমা মুখের দিকে উঠাইবে কিন্তু খাইতে পারিবে না, পানির পেয়ালা মুখের দিকে উঠাইবে কিন্তু পান করিতে পারিবে না, কাপড় সামনে থাকিবে কিন্তু তাহা পরিধান করিতে সক্ষম হইবে না।

উনবিংশ অধ্যায়

সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া এবং তাহার ভয়ের বর্ণনা

اَلْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِيْ ذِكْرِ نَفْخِ الصُّوْرِ وَالْفَزَعِ

ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَيَبْلُغُ فَزَعُهُ اَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ. وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ، وَتَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ، وَتَرْجِفُ الْاَرْضُ رَجْفًا مِثْلَ السَّفِيْنَةِ فِي الْمَاءِ وَتَضَعُ الْحَوَامِلُ وَتَذْهَلُ الْمَرَاضِعُ ، وَتَصِيْرُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا وَتَصِيْرُ الشَّيْطَانُ هَارِبَةً ، قَدْ تَنَاثَرَتِ النُّجُوْمُ وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَكُشِطَتْ فَوْقَهُمُ السَّمَاءُ وَالْاَمْوَاتُ مِنْ ذَالِكَ فِيْ غِطَاءٍ وَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ وَيَكُوْنُ ذَالِكَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

অতঃপর সিঙ্গায় ফুঁক দিলে আল্লাহর ইচ্ছায় কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত আসমানবাসী ও জমিনবাসী ভীত হইয়া পড়িবে। পাহাড়গুলি উড়িতে থাকিবে, আসমান দুলিতে থাকিবে, জমিন নড়িতে থাকিবে পানির উপর নৌকার মত, গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে, মা শিশুকে দুধপান করান ভুলিয়া যাইবে এবং ছোটরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। শয়তান পলায়ন করিবে, আর তাহাদের উপর তারাগুলি খসিয়া পড়িতে থাকিবে, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং উপরের দিকে আসমানকে টানিয়া লওয়া হইবে। মুর্দা সকল এই ভীতি হইতে আড়ালে পড়িয়া থাকিবে। এই সম্পর্কে আল্লাহর বাণী রহিয়াছে "এই কিয়ামত কালীন ভুকম্পন বড়ই ভয়াবহ হইবে" এবং চল্লিশ বৎসর কাল এই অবস্থা চলিতে থাকিবে।

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ، قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَدْرُوْنَ اَيَّ يَوْمٍ يَكُوْنُ ذَالِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذَالِكَ يَوْمٌ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاٰدَمَ اِبْعَثْ اَوْلَادَكَ اِلَى النَّارِ فَيَقُوْلُ اٰدَمُ يَارَبِّ كَمْ؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعُ مِأَةٍ وَتِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ اِلَى الْجَنَّةِ فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَوَقَعَ عَلَيْهِمُ الْبُكَاءُ وَالْحُزْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِنِّيْ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وسلم اني ارجوا ان تكونوا شطر اهل الجنة ، ففرحوا ، فقال صلي الله عليه وسلم ابشروا فانما انتم في الامم كالشاة في جعب البعير وانما انتم جزء واحد من الف جزء .

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ হে মানব মন্ডলী! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভুমিকম্প অতিশয় বড় জিনিস। হুজুর (সঃ) বলিলেন তোমরাকি জান সেইটি কোন দিন? উত্তরে সকলেই বলিলেন আল্লাহ এবং তাহার রাসূলই ভাল জানেন। হুজুর (সঃ) বলিলেন, সেইটা ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা'লা আদম (আঃ) কে বলিবেন হে আদম! তুমি তোমার সন্তান সন্ততিদিগকে দোযখে পাঠাও! আদম (আঃ) বলিবেন, হে প্রভু! কত সংখ্যক লোককে দোযখে পাঠাইব?

আল্লাহ তা'লা বলিবেন প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন দোযখে এবং একজন মাত্র বেহেশ্তে পাঠাও। হুজুর (সঃ) এর এই বাণী শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন ও চিন্তাযুক্ত হইয়া গেলেন।

তখন হুজুর (সঃ) এরশাদ করিলেন, আমার আশা বেহেশতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরাই হইবে। হুজুর (সঃ) আবার বলিলেন আমার আশা বেহেশ্ত বাসীদের অর্ধেক তোমরা হইবে। ইহা শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন।

হুজুর (সঃ) আবার বলিলেন সুসংবাদ গ্রহণ কর সকল উম্মতের মধ্যে তোমরা যেন উটের পার্শ্বে ছাগল এবং তোমরা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে হাজারে এক অংশই হইবে।

روي عن ابي هريرة رض قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله خلق ماة رحمة وانزل منها رحمة واحدة علي الجن والانس والبهائم والهوام يتعاطفون بها ويتراحمون ، وادخر منها تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة . ثم يامر الله اسرافيل بنفخ الصور فينفخ فيقول . ايتها الارواح العارية اخرجوا بامر الله تعالي فصعق ومات اهل السموات والارض الا ما شاء الله يقال وهم الشهداء فانهم احياء كما قال الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء (عند ربهم) ولكن لا تشعرون .

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা একশত রহমত সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে শুধু

একটি মাত্র রহমত জ্বিন, ইনসান, চতুষ্পদ জন্তু, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির উপর নাজিল করিয়াছেন। যাহা নিয়া তাহার পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ মমতা নিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং নিরান্নব্বই রহমত নিজ হাতে রাখিয়া দিয়াছেন। যাহা দ্বারা কিয়ামতের দিন তাহার বান্দার উপর রহমত করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'লা ইসরাফিলকে সিংগায় ফুঁক দিতে আদেশ করিবেন। তিনি ফুঁক দিয়া বলিবেন হে অস্থায়ী (বাসিন্দা) রূহ সকল, তোমরা আল্লাহ আদেশে বাহির হইয়া আস। ইহাতে আসমান জমিনের সকল বাসিন্দা বেহুশ হইয়া পড়িবে এবং সকলেই মরিয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদিগকে আল্লাহর পাক রক্ষা করিবেন তাহারা জীবিত থাকিবেন। বর্ণিত আছে, যাহারা অক্ষত অবস্থায় থাকিবে তাহারা হইল শহীদগণ, কেননা তাহারা জীবিত। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন "যাহারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইয়াছে তাহাদিগকে তোমরা মৃত বলিয়া ধারণা করিও না। বরং তাহারা তাহাদের স্বীয় প্রভুর নিকট জীবিত কিন্তু তোমাদের সেই ব্যাপারে অনুভূতি নাই।"

وفي الخبر عن النبي صلعم ان الله تعالي اكرم الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها احدا ولا انا (١) احدها ان ارواح جميع الانبياء يقبضها ملك الموت وارواح الشهداء يقبضها الله تعالى (٢) والثاني ان جميع الانبياء يغسلون بعد موتهم وانا كذالك والشهداء لا يغسلون (٣) والثالث ان جميع الانبياء يكفنون وانا كذالك والشهداء لايكفنون بل يدفنون في ثيابهم (٤) والرابع ان الانبياء يسمون بالاموات وانا كذالك يقال مات محمد رسول الله والشهداء احياء لا يسمون بالموتى (٥) والخامس ان الانبياء يشفعون يوم القيامة وانا كذالك والشهداء يشفعون كل يوم الي يوم القيامة .

হাদীস শরীফে নবী করিম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক শহীদগণকে পাঁচটি বুজর্গী দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। সেই পাঁচটি নেয়ামত কাহাকেও দেওয়া হয় নাই এমন কি আমাকেও না! (১) সকল নবীর এবং আমারও রূহ কবজ করিবেন মালাকুল মওত; কিন্তু শহীদগণের রূহ কবজ করেন স্বয়ং আল্লাহ তা'লা (২) মওতের পর সকল নবী এবং আমাকেও গোছল দেওয়া হইবে কিন্তু শহীদগণকে গোছল দিতে হয় না। (৩) সকল নবীগণকে এবং আমাকে কাফন দিতে হইবে কিন্তু শহীদগণকে পৃথক নয়া কাফন দিতে হয় না বরং তাহাদের পরিহিত (রক্তাক্ত) কাপড়েই (দাফন করা হয়)। (৪) আমি সহ সকল নবীগণকে

মৃত নামে আখ্যায়িত করা হইবে যেমন বলা হইবে– "মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মারা গিয়াছেন।" কিন্তু শহীদগণ জিন্দা তাহাদিগকে মৃত নাম দেওয়া হইবে না। (৫) নবীগণ কিয়ামতের দিন নিজ নিজ উম্মতের জন্য শাফায়াত করিবেন এবং আমিও শাফায়াত করিব, কিন্তু শহীদগণ প্রতিদিন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সকল উম্মতের জন্য শাফায়াত করিতে থাকিবেন।

وَيُقَالُ اِنَّمَا يَبْقَى اِثْنَىْ عَشَرَ نَفَرًا جِبْرَائِيْلُ ، وَمِيْكَائِيْلُ ، وَاِسْرَافِيْلُ ، وَعَزْرَائِيْلُ ، ثَمَانِيَةٌ مِّنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ فَتَبْقَى الدُّنْيَا بِلَا اِنْسٍ وَّلَا جَانٍّ وَّلَا شَيْطَانٍ وَّلَا وَحْشٍ وَّلَا طَيْرٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اِنِّيْ خَلَقْتُ لَكَ بِعَدَدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَعْوَانًا وَّجَعَلْتُ لَكَ قُوَّةَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَاِنِّيْ اُلْبِسُكَ الْيَوْمَ اَلْوَانَ الْغَضَبِ فَانْزِلْ بِغَضَبِىْ فَانْظُرْ اِلَي اِبْلِيْسَ فَاَذِقْهُ الْمَوْتَ وَاحْمَلْ عَلَيْهِ مُرَارَةَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّيْطَانِ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّلٰكِنْ مَّعَكَ مِنَ الزَّبَانِيَةِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا كُلُّ زَبَانِيَةٍ مَعَهَا سِلْسِلَةٌ مِّنْ سَلَاسِلَ لَظَى . فَيُنَادِىْ مَلَكٌ بِفَتْحِ اَبْوَابِ النِّيْرَانِ وَمَلَكُ الْمَوْتِ نَزَلَ بِصُوْرَتِهٖ لَوْ نَظَرَ اِلَيْهِ اَهْلُ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ مَا تُوْا كُلُّهُمْ فَيَنْتَهِىْ اِلَي اِبْلِيْسَ فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُوَ صَعِقٌ مِّنْ تِلْكَ الزَّجْرَةِ وَلَهُ خَرْخَرَةٌ لَوْ سَمِعَ اَهْلُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَصَعِقَ مِنْ تِلْكَ الْخَرْخَرَةِ وَمَلَكُ الْمَوْتِ يَقُوْلُ قِفْ يَا خَبِيْثُ! لَاُذِيْقَنَّكَ الْمَوْتَ كَمْ مِّنْ عُمُرٍ اَدْرَكْتَ ؟ وَكَمْ مِّنْ قَرْنٍ اَضْلَلْتَ فَيَهْرُبُ اِلَي الْمَشْرِقِ فَاِذَا هُوَ عِنْدَهٗ فَيَهْرُبُ اِلَي الْمَغْرِبِ فَاِذَا هُوَ عِنْدَهٗ فَلَا يَزَالُ يَهْرُبُ فِيْ وَسْطِ الدُّنْيَا حَتّٰى اَتٰي عِنْدَ قَبْرِ اٰدَمَ ع. فَيَقُوْلُ يَا اٰدَمُ صِرْتُ مِنْ اَجَلِكَ رَجِيْمًا مَلْعُوْنًا مَطْرُوْدًا ثُمَّ يَقُوْلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ بِاَيِّ كَأْسٍ تَسْقِيْنِيْ ؟ وَبِاَيِّ عَذَابٍ تَقْبَضُ رُوْحِىْ ، فَيَقُوْلُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِكَأْسِ اللَّظٰى وَالسَّعِيْرِ فَيَتَمَرَّغُ اِبْلِيْسُ فِي التُّرَابِ مَرَّةً وَمَرَّةً حَتّٰى جَاءَ فِي الْمَوْضَعِ الَّذِيْ اُهْبِطَ وَلُعِنَ فِيْهِ فَيَنْصَبُ لَهُ الزَّبَانِيَةُ الْكَلَالِيْبَ وَتَخْرِسُهُ وَيَطْعَنُ فَيَبْقَى فِي النَّزْعِ وَشِدَّةِ الْمَوْتِ مَا شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

কাহারও মতে, মওতের সিঙ্গা হইতে রক্ষা পাইয়া যাহারা অবশিষ্ট থাকিবেন তাহারা হইতেছেন বার জন– (১) জিব্রাঈল, (২) মিকাঈল, (৩) ইসরাফিল, (৪)

আযরাঈল, (৫-১২) আটজন আরশ বহনকারী ফিরিশতা। তখন পৃথিবী জ্বিন, ইনসান, শয়তান এবং জীব জন্তুহীন অবস্থায় খালি পড়িয়া থাকিবে। অতএব আল্লাহ তা'লা মালাকুল মওতকে ডাকিয়া বলিবেন যে, মালাকুল মওত আমি তোমাকে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যত সংখ্যক প্রাণী রহিয়াছে তত সংখ্যক সাহায্যকারী দান করিয়াছি। জমিন ও আসমানবাসীর সমস্ত শক্তি আমি তোমাকে দিয়াছি। আজকে তোমাকে আমি গজবের পোশাক পরিধান করাইতেছি। তুমি আমার গজব ও হামলা নিয়া ইবলিসের নিকট যাও এবং আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত জীন এবং মানব জাতির সকলের প্রতি যে পরিমাণ মৃত্যুকষ্ট আরোপ করিয়াছ তাহার দ্বিগুন হইতে দ্বিগুন মৃত্যু কষ্ট ইবলিসকে ভোগ করাও। তোমার সাথে দোযখরক্ষী সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকিবে এবং প্রত্যেকের সংগে এক গোছা দোযখের জিনজীর তথা শিকল থাকিবে।

মালাকুল মওত আওয়াজ দিয়া দোযখের দরজা খুলিতে বলিবেন (অমনি দোযখের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং দোযখ হইতে জিনজীর নিয়া আযাবের ফিরিশতাগণ বাহির হইয়া আসিবে) তখন মালাকুল মওত এমন ভয়ানক চেহারা নিয়া অবতীর্ণ হইবেন যে, যদি মালাকুল মওতের প্রতি আসমান ও জমিনবাসী দৃষ্টি করিত তবে সবাই মরিয়া যাইত। অবশেষে আযরাঈল ইবলিসের নিকট গিয়া পৌছিবেন এবং তাহাকে এমন এক ধমকী দিবেন, যাহাতে সে বেহুশ হইয়া পড়িবে। সেই ধমকির কারণে তখন এমন জোরাল শব্দ করিতে থাকিবে যদি ঐ বিকট শব্দ আসমান ও জমিনের কেহ শুনে তবে বেহুশ হইয়া পড়িবে। মালাকুল মওত তাহাকে বলিবে হে ইবলিস দাড়া! আমি তোকে মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করাইব। তুই অনেক বাঁচিয়াছিস, অনেক জাতিকে গোমরাহ করিয়াছিস, তখন সে মশরিকের দিকে পলায়ন করিবে ও এবং দেখিবে মালাকুল মওত তাহার সামনে হাজির। অমনি মাগরিবের দিকে সে পলায়ন করিবে সেখানেও দেখিবে যে মালাকুল মওত তাহার সামনে হাজির। অতঃপর সে দুনিয়ার মধ্যমস্থান হযরত আদম (আঃ) এর কবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং বলিবে হে আদম তোমার কারণেই আমি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছি।

তারপর ইবলিস বলিবে হে মালাকুল মওত! কোন পেয়ালা দ্বারা তুমি আমাকে মৃত্যুর স্বাদ পান করাইবে? কেমন আযাব দিয়া তুমি আমার রূহ কব্জ করিবে? উত্তরে মালাকুল মওত বলিবে অগ্নির পেয়ালা দ্বারা এবং প্রজ্বলিত আগুনের আযাব দ্বারা। তখন ইবলিস বারংবার মাটিতে গড়াগড়ি করিতে থাকিবে। অবশেষে সে ঐ স্থানে পৌছিয়া যাইবে যেইস্থানে লানৎ প্রাপ্ত হইয়াছিল ও অবতরণ করিয়াছিল। এমন সময় দোযখরক্ষী ফিরিশতাগণ তাহকে লোহার অগ্রভাগ বাকানো শলাকা ও বর্শা দিয়া আঘাত করিবে। তখন সে মৃত্যু কষ্ট এবং ভয়াবহ যন্ত্রনায় লিপ্ত হইবে, যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা তাহাকে এই কষ্টে ফেলিয়া শাস্তি দিতে থাকিবেন।

বিশতম অধ্যায়

সব কিছু ধ্বংসের আলোচনা

اَلْبَابُ الْعِشْرُوْنَ فِيْ فَنَاءِ الْاَشْيَاءِ

ثُمَّ يَاْمُرُ اللّٰهُ تَعَالٰي مَلَكَ الْمَوْتِ اَنْ يُّفْنِىَ الْبِحَارَ كَمَا قَالَ جَلَّ شَانُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ فَيَاْتِىْ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَي الْبِحَارِ وَيَقُوْلُ قَدِ انْقَضَتْ مُدَّتُكَ ، فَيَقُوْلُ ائْذَنْ لِىْ حَتّٰي اَنُوْحَ عَلٰى نَفْسِىْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ اَمْوَاجِيْ وَاَيْنَ عَجَائِبِيْ قَدْجَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَصِيْحُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَدَّهَا صَيْحَةً كَاَنَّ مَاءَهَا كَاَنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ يَاْتِيْ اِلَي الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ قَدِ انْقَضَتْ مُدَّتُكَ فَيَقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ حَتّٰى اَنُوْحَ عَلٰى نَفْسِىْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ صُعُوْدِىْ؟ وَاَيْنَ قُوَّتِىْ؟ قَدْ جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَصِيْحُ مَلَكُ الْمَوْتِ صَيْحَةً تَسَاقَطَتْ اَعْيَانُهَا وَغَارَتْ مِيَاهَا . ثُمَّ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً تَنَاثَرَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ تَنَاثَرَتِ النُّجُوْمُ.

অতঃপর আল্লাহ তা'লা মালাকুল মওতকে সাগর মহাসাগরসমূহ ধ্বংস করার আদেশ দিবেন, যেমন আল্লাহর বাণী– "আল্লাহর যাত ব্যতীত জগতের সবকিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে" তখন আদেশ পাইয়া মালাকুল মওত সাগরের দিকে আসিবেন এবং বলিবেন হে সাগর! তোমার মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা শ্রবণ করতঃ সাগর বলিবে হে আযরাঈল! আমাকে একটু অনুমতি দিন যাতে আমি আমার নফসের উপর কিছুক্ষণ কাঁদিতে ও বিলাপ করিতে পারি। সমুদ্র বলিবে হায় আমার তরঙ্গ ও উচ্ছাস কোথায় এবং কোথায় আমার সেই আশ্চর্য্য বস্তু সকল! এই যে আল্লাহর হুকুম পৌঁছিয়াছে। তখন মালাকুল মওত মহাসাগরকে লক্ষ্য করিয়া এমন এক চিৎকার দিবে যে সেই চিৎকারের দরুন সমুদ্রের সমস্ত পানি এমন ভাবে শুকাইয়া যাইবে মনে হইবে যেন, এখানে কোন সময় পানিই ছিল না।

অতঃপর মালাকুল মওত আবার পাহাড়ের দিকে আসিয়া বলিবেন তোমাদের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। পাহাড়সমূহ রাজি হইয়া বলিবে আমাদের একটু অনুমতি দিন যাহাতে আমরা নিজেদের উপর কিছুক্ষণ বিলাপ করিতে পারি ও কাঁদিয়া লইতে পারি। পাহাড়সমূহ তখন বলিবে কোথায় আমাদের সেই উচ্চতা?

কোথায় সেই শক্তি? আল্লাহর হুকুম তো পৌঁছিয়াছে। মালাকুল মওত একটি চিৎকার দিবেন। তখন সমস্ত ঝর্ণাসমূহ ও তাহাদের পানিগুলি নিস্তনাবুদ হইয়া যাইবে।

তারপর মালাকুল মওত আসমানের দিকে গিয়া এমন এক বিকট চিৎকার দিবেন যাহাতে আসমানের সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু খসিয়া পড়িবে।

ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰي يَا مَلَكَ الْمَوْتِ مَنْ بَقِيَ مِنْ خَلْقِىْ؟ فَيَقُوْلُ اِلٰهِىْ اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَبَقِيَ جِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاِسْرَافِيْلُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَاَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِقْبِضْ رُوْحَهُمْ فَيَقْبِضُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ؟ اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلِىْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ؟ وَاَنْتَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِيْ خَلَقْتُكَ مُتْ فَيَمُوْتُ . وَفِىْ خَبْرٍ آخَرَ ذَهَبَ وَمَاتَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَايَبْقٰى شَىْءٌ اِلَّا اللّٰهُ فَيَفْنِى الدُّنْيَا مَا شَاءَ اللّٰهُ .

তারপর আল্লাহ তা'লা মালাকুল মওতকে বলিবেন, হে মালাকুল মওত! আমার সৃষ্টির মধ্যে এখনও কেহ বাকী আছে কি? তখন সে বলিবে হে আমার পরওয়ারদিগার তুমিই সে চিরঞ্জীব যিনি মরিবে না। আর অবশিষ্ট আছে জিব্রাঈল মিকাঈল, ইসরাফিল, আরশ বহনকারী ফিরিশতা এবং আমি দুর্বল বান্দা। আল্লাহ তা'লা বলিবেন তাহাদের জান কবজ কর। তখন তাহাদের জান কবজ করিবেন। অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, হে মালাকুল মওত! তুমি কি আমার কথা শ্রবন কর নাই? প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে। আর তুমিও তো আমার সৃষ্টজীব, আমি তোমাকে সৃজন করিয়াছি। অতএব তুমিও মরিয়া যাও, তখন সে অমনি মরিয়া যাইবে।

অন্য এক হাদিসে আছে যে, তখন মালাকুল মওত আদেশ পাইয়া বেহেশত ও দোযখের মধ্যখানে যাইয়া মৃত্যুবরণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। আর যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

একুশতম অধ্যায়

মখলুকের হাশর বা পুনরায় জিন্দা হইয়া উঠার বর্ণনা

اَلْبَابُ الْحَادِيْ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ مَحْشَرِ الْخَلَائِقِ

وَفِى الْخَبَرِ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَحْشُرَ الْخَلَائِقَ اَحْيٰى جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَعَزْرَائِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَوَّلُهُمْ اِسْرَافِيْلُ وَهُوَ يَأْخُذُ الصُّوْرَ مِنَ الْعَرْشِ فَيَبْعَثُهُمْ اِلَي رِضْوَانٍ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رِضْوَانُ زَيِّنِ الْجِنَانَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمَّتَهُ ثُمَّ يَأْتُوْنَ بِلِوَاءِ الْحَمْدِ وَحُلَّتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَ الْبُرَاقِ .

হাদিস শরীফে আছে আল্লাহ তা'লা যখন মখলুকাতকে পুনরায় জীবিত করিবার মনস্থ করিবেন, তখন তিনি জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও আযরাঈল (আঃ)কে জিন্দা করিবেন। প্রথম ইসরাফিল (আঃ) জিন্দা হইবেন এবং আরশ হইতে সিংগা লইবেন। আল্লাহ তা'লা তাহাদিগকে বেহেশতের রিদওয়ানের নিকট পাঠাইবেন। তাহারা গিয়া বলিবেন, হে রিদওয়ান! বেহশতকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার উম্মতের জন্য সুন্দর করিয়া সাজাও। অতঃপর তাহারা বুরাকসহ হামদ এর ঝান্ডা ও বেহেশতের জেওর সমূহ হইতে জেওর সাথে লইয়া আসিবেন।

فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰي لَهُمُ اَلْبِسُوْهُ . فَيُلْبِسُوْنَهُ سِرَاجًا مُّرَصَّعًا مِّنْ يَاقُوْتٍ حَمْرَاءَ وَلِجَامًا مِّنْ زَبَرْجَدٍ خَضْرَاءَ وَالْحُلَّتَيْنِ اَحَدُهُمَا خَضْرَاءُ وَالْاُخْرٰى صَفْرَاءُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُمْ اِنْطَلِقُوْا اِلَي قَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذْهَبُوْنَ وَصَارَتِ الْاَرْضُ قَاعًا صَفْصَفًا فَلَا يَدْرُوْنَ قَبْرَهُ فَيَظْهَرُ نُوْرٌ مِّثْلَ الْعَمُوْدِ مِنْ قَبْرِهِ اِلَي عَنَانِ السَّمَاءِ .

আল্লাহ তা'লা তাহাদিগকে বুরাক সাজাইতে বলিবেন। তখন তাহারা বুরাককে লাল বর্ণের ইয়াকুত খচিত জিন পরাইবেন, সবুজ পান্না খচিত লেগাম, একটি সবুজ এবং একটি হলুদ লেবাছ পরাইবেন। আল্লাহ তা'লা তাহাদিগকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কবরের দিকে যাইতে আদেশ করিবেন। তাহারা যাইবেন কিন্তু জমিন সমান থাকায় রওজা শরিফের পরিচয় পাইবেন না। তখন একটি নূর স্তম্ভের মত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রওজা হইতে আসমানের দিকে প্রকাশ পাইবে।

فَيَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ نَادِ اَنْتَ يَا اِسْرَافِيْلُ اَنْتَ ضَمِنْتَ اَنْ يَّحْشُرَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ بِيَدِكَ فَيَقُوْلُ اِسْرَافِيْلُ يَا جِبْرَائِيْلُ نَادِ اَنْتَ فَاِنَّكَ خَلِيْفَةُ فِي الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ اَنَا اَسْتَحْيِي مِنْهُ فَيَقُوْلُ اِسْرَافِيْلُ نَادِ اَنْتَ يَا مِيْكَائِيْلُ فَيَقُوْلُ مِيْكَائِيْلُ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صلعم فَلَا يُجِيْبُ فَيَقُوْلُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ نَادِ اَنْتَ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا الرُّوْحُ الطَّيِّبَةُ اِرْجِعِيْ اِلَى الْبَدَنِ الطَّيِّبِ فَلَمْ يُجِبْهُ . ثُمَّ يُنَادِيْ اِسْرَافِيْلُ اَيَّتُهَا الرُّوْحُ الطَّيِّبَةُ قُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَالْحِسَابِ وَالْعَرْضِ عَلَى الرَّحْمٰنِ فَيَنْشَقُّ الْقَبْرُ فَاِذَا هُوَ يَجْلِسُ فِيْ قَبْرِهِ فَيَمْسَحُ التُّرَابَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَيُعْطِيْهِ جِبْرَائِيْلُ ع حُلَّتَيْنِ وَالْبُرَاقَ فَيَقُوْلُ يَا جِبْرَائِيْلُ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ هٰذَا يَوْمُ الْحِسَابِ وَهٰذَا يَوْمُ التَّلَاقِ وَيَوْمُ الْفِرَاقِ وَهٰذَا يَوْمُ الْبُرَاقِ . فَيَقُوْلُ يَا جِبْرَائِيْلُ بَشِّرْنِيْ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ صَلَّيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَالتَّاجُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ اَسْئَلُكَ عَنْ هٰذَا فَيَقُوْلُ الْجَنَّةُ زُخْرِفَتْ لِقُدُوْمِكَ وَالنَّارُ لَقْلَقَتْ فَيَقُوْلُ لَسْتُ اَسْئَلُكَ عَنْ هٰذَا وَاَسْئَلُكَ عَنْ اُمَّتِيْ الْمُذْنِبِيْنَ لَعَلِّيْ تَرَكْتُهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ فَيَقُوْلُ اِسْرَافِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّيْ يَا مُحَمَّدُ مَا نَفَخْتُ الصُّوْرَ اِلَّا بِبَشَارَتِكَ وَبِشَارَةِ اُمَّتِكَ فَيَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاٰنَ طَابَتْ نَفْسِيْ وَقَرَّتْ عَيْنِيْ ثُمَّ يَأْخُذُ التَّاجَ وَالْبُرَاقَ فَيَلْبَسُهُمَا وَيَرْكَبُ الْبُرَاقَ

তখন জিব্রাঈল (আঃ) ইসরাফিল (আঃ) কে বলিবেন হে ইসরাফিল! তোমার হাত দিয়াই আল্লাহ তা'লা সারা মখলুকাতকে হাশর করাইবেন। সুতরাং তুমি আওয়াজ দাও। ইসরাফিল বলিবেন, না আপনি দিন। কেননা আপনিই দুনিয়াতে তাঁহার বন্ধু প্রতিনিধি ছিলেন। জিব্রাঈল বলিবেন আমি লজ্জা পাইতেছি। ইসরাফিল বলিবেন হে মিকাইল আপনি আওয়াজ দিন। তখন মিকাঈল বলিবেন " আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া মুহাম্মাদু (সঃ)! কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া মালাকুল মওতকে আওয়াজের জন্য অনুরোধ করিবেন। মালাকুল মওত আওয়াজ দিয়া বলিবেন, হে পাক রূহ তোমরা পাক শরীরে ফিরিয়া আস, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না।

তখন ইসরাফিল (আঃ) আওয়াজ দিয়া বলিবেন হে পাক রূহ উঠুন। রহমানের দরবারে যাওয়ার জন্য ও হিসাবের জন্য। অমনি রওজা মুবারক ফাটিয়া যাইবে,

দেখা যাইবে হুজুর (সঃ) করব মোবারক এ বসিয়া আছেন এবং মাথা ও দাড়ি মুবারক হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতেছেন। জিব্রাঈল (আঃ) দুইখানা পোশাক এবং বুরাক পেশ করিবেন। হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে জিব্রাঈল এইটি কোন দিন? জিব্রাঈল বলিবেন, ইহা কিয়ামতের দিন, পরিতাপ আপসোস এবং তিরস্কারের দিন। ইহা হিসাব নিকাশের দিন। ইহা প্রস্থান ও বুরাকের দিন, ইহা বিচ্ছেদ বিরহের দিন।

তখন হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করিবেন, হে জিব্রাঈল সুসংবাদ দাও তো। জিব্রাঈল (আঃ) বলিবেন, এই যে লেওয়ায়ে হামদ এবং তাজ সাথে আনিয়াছি। হুজুর (সঃ) বলিবেন, এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি না। জিব্রাঈল বলিবেন বেহেশত আপনার আগমনের জন্য সজ্জিত করা হইয়াছে, দোযখ বন্ধ করা হইয়াছে। হুজুর (সঃ) বলিবেন, এই সকল কথা আমি জানিতে চাই না বরং আমি আমার গুনাহগার উম্মত সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি। বোধ হয় তাহাদিগকে আমি পুল সিরাতের উপর রাখিয়া আসিয়াছি। ইসরাফিল (আঃ) বলিবেন, আল্লাহর কছম হে মুহাম্মদ (সাঃ), আমি এখনও সিংগা ফুঁকি নাই। হুজুর (সঃ) বলিবেন তাহা হইলে আমি একটু শান্তি পাইলাম, মনে আনন্দ আসিল। তারপর হুজুর (সঃ) লেবাস এবং টুপি পরিবেন ও বুরাকের উপর সওয়ার হইবেন।

বাইশতম অধ্যায়

বুরাকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

اَلْبَابُ الثَّانِيْ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ صِفَةِ الْبُرَاقِ

اَلْبُرَاقُ لَهٗ جَنَاحَانِ وَيَطِيْرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَجْهُهٗ كَوَجْهِ الْاِنْسَانِ وَلِسَانُهٗ كَلِسَانِ الْعَرَبِ وَاضِحُ الْجَبْهَةِ رَقِيْقُ الْاُذُنَيْنِ اَسْوَدُ الْعَيْنَيْنِ ضَخْمُ الْقَرْنَيْنِ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَيُقَالُ كَالْكَوَاكِبِ الدُّرِّيِّ نَاصِيَتُهٗ مِنْ يَاقُوْتٍ اَحْمَرَ وَقَوَائِمُهٗ كَقَوَائِمِ الثَّوْرِ ذَنَبُهٗ كَذَنَبِ الْبَقَرِ مُكَلَّلٌ بِالذَّهَبِ الْاَحْمَرِ بَدَنُهٗ كَالْبَرْقِ ، وَيُقَالُ كَالطَّاؤُسِ فَوْقَ الْحِمَارِ دُوْنَ الْبِغَالِ سُمِّيَ بُرَاقًا لِسُرْعَتِهٖ كَالْبَرْقِ .فَلَمَّا دَنٰى لِيَرْكَبَ الْبُرَاقَ يَضْطَرِبُ وَيَقُوْلُ وَعِزَّةِ رَبِّيْ لَايَرْكَبُنِيْ اِلَّا النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْاَبْطَحِيُّ الْقُرَيْشِيُّ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ صَاحِبُ اللِّوَاءِ فَيَقُوْلُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ يَرْكَبُ وَيَنْطَلِقُ الْجَنَّةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَيُنَادِيْ مُنَادٍ اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَامُحَمَّدُ لَيْسَ هٰذَا يَوْمُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ بَلْ يَوْمُ الْحِسَابِ

www.AmarIslam.com

وَالْعَذَابِ سَلْ تُعْطَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَسْئَلُكَ اُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْطَيْتُكَ مَا تَرْضٰى كَقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى . ثُمَّ يَاْمُرُ اللّٰهُ تَعَالٰي السَّمَاءَ اَنْ يَمْطُرَ فَيَمْطُرُ مَاءً كَمَنِيِّ الرِّجَالِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَيَكُوْنُ الْمَاءُ فَوْقَ كُلِّ شَيْئٍ اِثْنَيْ عَشَرَ زِرَاعًا فَيَنْبُتُ الْخَلْقُ بِذَالِكَ الْمَاءِ كَنَبَاتِ الْبَقْلِ .

বুরাকের দুই খানা ডানা আছে, সে আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঐ ডানা দ্বারা উড়িতে পারে। তাহার চেহারা মানুষের চেহারার মত, তাহার ভাষা আরবের ভাষার ন্যায়, কপাল প্রশস্ত, কান দুইখানা পাতলা, চক্ষু দুইটি কাল, শিং দুইখানা জবরজুদ পাথরে নির্মিত মোটা।

কেহ কেহ বলেন, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত,কপালের উপরিভাগের কেশগুলো লাল রঙের ইয়াকুত পাথরের তৈরি, তাহার পা গুলি বলদের পায়ের মত, লেজ হইল গরুর লেজের মত, লাল রঙের সোনায় খচিত। শরীর বিজলির মত। কেহ বলেন, বুরাক ময়ুরের মত, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট। বুরাক নাম দেওয়ার কারণ হইল সে বিজলীর মত ভীষণ বেগে দৌড়াইতে পারে।

যখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বুরাকে চড়িতে মনস্থ করিলেন, তখন সে অনিচ্ছা প্রকাশ করতঃ বলিবে প্রভুর শপথ আমার উপর হাশেমি আবতাহী কোরায়েশী নবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ– যিনি হামদের পাতাকার অধিকারী তিনি ব্যতীত কেহই চড়িতে পারিবে না। তখন হুজুর (সঃ) বলিবেন, আমিই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। অতঃপর হুজুর (সঃ) সওয়ার হইবেন এবং বুরাক তাঁহাকে লইয়া বেহেশতের দিকে রওয়ানা করিবে, তথায় গিয়া তিনি সিজদায় পড়িয়া যাইবেন। তখন আহ্বান কারী আল্লাহর পক্ষ হইতে আওয়াজ দিবেন– হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি মাথা তুলুন। ইহা রুকু সিজদার দিন নহে বরং হিসাব ও শাস্তির দিন। চাহেন আপনি যাহা চাহিবেন– দেওয়া হইবে। হুজুর (সঃ) বলিবেন হে প্রভু আমি আপনার কাছে আমার উম্মতগুলির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আল্লাহ তা'লা বলিবেন আমি আপনাকে এমন সব কিছু দিয়া দিলাম যাহাতে আপনি খুশি হন। যেমন আল্লাহর বানী "অবশ্যই অচিরেই আপনাকে আপনার প্রভু এমন কিছু দিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন।"

অতঃপর আল্লাহ তা'লা আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে বলিবেন,আসমান তখন মানুষের শুক্রের মত একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বারি বর্ষণ করিতে থাকিবে প্রত্যেক বস্তুর উপর বারগজ পর্যন্ত পানি হইবে। এই পানি দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি এমনভাবে জন্মলাভ করিবে, যেমন ঘাস ইত্যাদি গজাইয়া উঠে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَ تَكَمَّلَتْ اَجْسَادُهُمْ كَمَا كَانَتْ ثُمَّ تَطْوِي السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَلَا يُجِيْبُهُ اَحَدٌ كَذَا فَيَقُوْلُ ثَانِيًا وَثَالِثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ وَاَبْنَاءُهُمْ ؟ وَاَيْنَ الْمُلُوْكُ وَاَبْنَاءُهُمْ؟ وَاَيْنَ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ رِزْقِيْ وَيَعْبُدُوْنَ غَيْرِيْ؟ وَتَصِيْرُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ثُمَّ يُبَدَّلُ الْاَرْضُ الَّتِيْ عَمِلَ عَلَيْهَا الْمَعَاصِيْ فَيُنْصَبُ عَلَيْهَا جَهَنَّمُ وَيَاْتِيْ بِاَرْضٍ اُخْرٰي مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءَ فَيُنْصَبُ عَلَيْهَا الْجَنَّةُ

আর তাহাদের শরীরসমূহ পূর্বের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর আসমান ও জমিনকে ভাজ করিয়া ফেলিবেন। পরে আল্লাহ তা'লা বলিবেন, আজকের রাজত্বের মালিক কে? কেহ কোন উত্তর দিবে না। এই ভাবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন তিনি নিজেই উত্তর দিয়া বলিবেন, আজকের এই রাজত্বের একমাত্র মালিক মহা শক্তিশালী আল্লাহ তা'লাই। আল্লাহ তা'লা বলিবেন কোথায় সেই জালিমগণ ও কোথায় সেই জালিমের সন্তান সন্তুতি? রাজা বাদশাগণ কোথায়? কোথায় তাহাদের সন্তান সন্তুতি? কোথায় তাহারা যাহারা আমার রিজিক খাইয়া অন্যের ইবাদত করিত?

অতঃপর পাহাড়গুলি ধুনা তুলার মত হইয়া উড়িতে থাকিবে। তারপর যে যমীনে পাপীরা পাপাচার করিত যেই জমিনকে পরিবর্তন করতঃ উহার উপর দোযখ কায়েম করা হইবে। তারপর রূপার মত সাদা অন্য জমিনে বেহেশত কায়েম করা হইবে।

رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ اَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلْتَنِيْ بِشَيْءٍ عَظِيْمٍ مَا سَاَلَنِيْ عَنْهُ غَيْرُكِ ثُمَّ قَالَ النَّاسُ كُلُّهُ عَلَى الصِّرَاطِ .

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত রাসূলে করিম (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) যেই দিন জমিনকে রূপান্তরিত করা হইবে সেই দিন মানুষ কোথায় থাকিবে? হুজুর (সঃ) ফরমাইলেন, হে আয়েশা! তুমি আমাকে একটি মহান বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে। ইতিপূর্বে তুমি ছাড়া এই বিষয়ে অন্য কেহ প্রশ্ন করে নাই। ঐ দিন লোকেরা পুলছেরাতের উপর থাকিবে।

www.AmarIslam.com

তেইশতম অধ্যায়

সিংগায় ফুঁৎকার ও পুণরুত্থান দিবস সম্পর্কে

اَلْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ نَفْخَةِ الصُّوْرِ وَالْبَعْثِ

ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰي جَلَّ شَانُهُ يَا اِسْرَافِيْلُ قُمْ وَانْفُخْ فَيَنْفُخُ وَيُنَادِيْ اَيَّتُهَا الْاَرْوَاحُ الْخَارِجَةُ وَالْعِظَامُ النَّخِرَةُ وَالْاَجْسَادُ الْبَالِيَةُ وَالْعُرُوْقُ الْمُنْقَطِعَةُ وَالْجُلُوْدُ الْمَخْرُوْقَةُ الْمُتَسَاقِطَةُ قُوْمُوْا لِفَصْلِ الْقَضَاءِ فَيَقُوْمُوْنَ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰي وَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰي فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ اِلَى السَّمٰوٰتِ قَدِ انْشَقَّتْ وَاِلَي الْاَرْضِ قَدْ بُدِّلَتْ وَاِلَي الْعِشَارِ قَدْ عُطِّلَتْ وَاِلَى الْوُحُوْشِ قَدْ حُشِرَتْ وَاِلَي الْبِحَارِ قَدْسُجِّرَتْ وَاِلَي النُّفُوْسِ قَدْ زُوِّجَتْ وَاِلَي الزَّبَانِيَةِ قَدْ اُحْضِرَتْ وَاِلَي الْجَحِيْمِ قَدْ سُعِّرَتْ وَاِلَي الشَّمْسِ قَدْ كُوِّرَتْ وَاِلَي النُّجُوْمِ قَدْ انْكَدَرَتْ وَاِلَي الْمَوَازِيْنِ قَدْ نُصِبَتْ وَاِلَي الْجَنَّةِ قَدْ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰي يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ فَيَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ حَيَارٰي عُرْيَانًا .

আল্লাহ তা'লা বলিবেন হে ইসরাফিল! উঠ এবং মুর্দাগণ জিন্দা হইয়া উঠিবার জন্য ফুঁক দাও। তিনি সিংগায় ফুঁক দিয়া বলিবেন ঃ হে রূহ সকল, যাহারা শরীর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলে, ওহে পুরাতন হাড়গুলি হে পঁচা শরীরসমূহ! হে কাটা ধমনীসমূহ! হে গলিত চর্ম! হে আলুলায়িত চুলরাশী! ফয়সালা ও বিচারের জন্য সত্তর উঠিয়া আস। তখন খোদার হুকুম পাইয়া তাহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইবে। যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ তাহারা দেখিতে পাইবে যে আসমান ফাটিয়া গিয়াছে, জমিন রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, গাভিন উটগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বন্যপশু ভয়ে লোকালয়ে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, সমুদ্রে চুলার জ্বালানী দেওয়া হইয়াছে, আত্মা সমূহ জোড়া (কাফের কাফের এবং মুসলিম মুসলিম করিয়া) বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আযাবের ফিরিশতা হাজির করা হইয়াছে, জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে, সূর্য্যের কিরণ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তারকারাজি বিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তুলাদন্ড দন্ডায়মান করা হইয়াছে, বেহেশত নিকটে আনা হইয়াছে এবং প্রত্যেকে জানিতে পারিবে সে কি নিয়া আসিয়াছে। এইভাবে তাহারা আল্লাহর বাণী অনুসারে বলিবে "কি সর্বনাশ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল?

উত্তরে মুমিন বলিবে, ইহা সেই বস্তু যাহার ওয়াদা দয়াময় প্রভু করিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলিয়া প্রচার প্রসার করিয়াছিলেন।" তাহারা কবর হইতে খালি পায়ে ও নগ্ন দেহে বাহির হইবে।

سُئِلَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْنٰي قَوْلِهٖ تَعَالٰي يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا قَالَ فَبَكٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم حَتّٰى بَلَّتِ الثِّيَابَ مِنْ دُمُوْعِ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا السَّائِلُ سَأَلْتَنِىْ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقْوَامٌ عَلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ صِنْفًا ۔

একদা কোন প্রশ্নকারী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে আল্লাহর এই বাণীর অর্থ "যেই দিন সিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন তোমরা দলে দলে চলিয়া আসিবে" জিজ্ঞাসা করা হইলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাঁদিতে লাগিলেন, চোখের পানিতে তাঁহার কাপড় ভিজিয়া গেল। তারপর হুজুর (সঃ) বলিলেন হে প্রশ্নকারী! তুমি একটি বড় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছ। জানিয়া রাখ কিয়ামতের দিন আমার উম্মত বার দলে বিভক্ত হইয়া হাশর ময়দানে উঠিবে।

(١) اَلصِّنْفُ الْاَوَّلُ فَيُحْشَرُوْنَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقِرَدَةِ وَهُمُ الْفَتَّانُوْنَ فِي النَّاسِ (قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ).

(٢) اَلصِّنْفُ الثَّانِىْ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى صُوْرَةِ الْخَنَازِيْرِ وَهُمْ آكِلَةُ الرِّشْوَةِ اَيْ اَلسُّحْتِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ.

(٣) وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ يُحْشَرُوْنَ عُمْيَانًا يَتَرَدَّدُوْنَ فَيَتَعَلَّقُ بِهِمُ النَّاسَ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَجُوْرُوْنَ فِي الْحُكْمِ قَوْلُهٗ تَعَالٰي فَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۔

(٤) وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ يُحْشَرُوْنَ صُمًّا وَّبُكْمًا وَهُمُ الْمُعْجِبُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ قَوْلُهٗ تَعَالٰي اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

(১) প্রথম দল যাহারা বানরের ছুরতে হাশর করিবে। ইহারা হইতেছে ঐ লোক যাহারা লোকের মধ্যে ফিৎনা ফাছাদ জিয়াইয়া রাখিত। কেননা আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন ফাছাদ হত্যা অপেক্ষা মারাত্মক।

(২) দ্বিতীয় দল ঃ যাহারা কিয়ামতের দিন শুকরের ছুরতে হাশর করিবে, তাহারা হইতেছে ঘুষ খোর, অর্থাৎ হারাম খোর, যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন, "মিথ্যালাপ শ্রবণকারী ও হারাম বস্তু ভক্ষণকারী"।

(৩) তৃতীয় দল ঃ যাহারা অন্ধরূপে হাশর করিবে তাহারা হইতেছে দিশাহারা, চলাফেরায় লোকের গলগ্রহ, তাহারা হইতেছে বিচারে সীমা অতিক্রমকারী লোক। যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন– বিচার কালীন তোমরা যখন দুইজন লোকের মাঝে হুকুম দাও তখন ইনসাফ এবং ন্যায় অনুসারে হুকুম দিও, আল্লাহ তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভাল উপদেশ দেন এবং তিনি শুনেন ও দেখেন।

(৪) চতুর্থ দল ঃ যাহারা বোবা এবং বধির অবস্থায় হাশর করিবে তাহারা হইবে ঐ সব লোক যাহারা নিজের আমল এবং নেকিতে গর্বিত ও অহংকারী ছিল। কেননা আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন, আল্লাহ প্রত্যেক গৌরবকারী অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَاَمَّا الصِّنْفُ الْخَامِسُ : فَيُحْشَرُوْنَ وَيَسِيْلُ مِنْ اَفْوَاهِهِمُ الْقَيْحُ وَيَمْضَغُوْنَ اَلْسِنَتَهُمْ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِيْنَ يُخَالِفُ اَعْمَالُهُمْ اَقْوَالَهُمْ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اَ تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ وَالصِّنْفُ السَّادِسُ : يُحْشَرُوْنَ عَلٰى اَجْسَادِهِمْ قَرْحٌ مِّنَ النَّارِ وَهُمُ الشَّاهِدُوْنَ بِالزُّوْرِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ـ وَالصِّنْفُ السَّابِعُ : يُحْشَرُوْنَ وَاَقْدَامُهُمْ عَلٰي جِبَاهِهِمْ مَعْقُوْدَةٌ بِنَوَاصِيْهِمْ وَهُمْ اَشَدُّ نَتْنًا مِّنَ الْجِيْفِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰي اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اِشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ . وَالصِّنْفُ الثَّامِنُ : يُحْشَرُوْنَ كَالسُّكَارٰى يَقَعُوْنَ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا . وَهُمُ الَّذِيْنَ يَمْنَعُوْنَ حَقَّ اللّٰهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰي يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .

(৫) পঞ্চম দল ঃ যাহারা এই অবস্থায় হাশর করিবে যে, তাহাদের মুখ দিয়া পুঁজ বাহির হইতেছে এবং তাহারা নিজের জিহবাকে নিজের দাঁত দিয়া কামড়াইতেছে। তাহারা হইতেছে ঐ আলেম দল যাহাদের কথা ও কাজে মিল নাই। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "তোমরা কি লোকদিগকে নেকি করিতে আদেশ দাও এবং নিজেকে ভুলিয়া যাও। অথচ তোমরা কোরআন পাঠ কর তোমাদের কি জ্ঞান নাই?"

(৬) ষষ্ঠ দল ঃ যাহারা আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া শরীর নিয়া হাশর করিবে তাহারা হইতেছে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। যেমন আল্লাহর বাণী– "যেই বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তাহার পিছনে পড়িও না।"

(৭) সপ্তম দল ঃ যাহারা কপালের সংগে মাথার চুল দিয়া বাধা অবস্থায় হাশর করিবে। তাহাদের শরীরের দুর্গন্ধ মৃত দেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী হইবে। তাহারা হইতেছে, ঐ সব লোক যাহারা নফছের বিপুল চাহিদা অনুসারে ভোগ বিলাসে লিপ্ত ছিল।

(৮) অষ্টম দল ঃ যাহারা নেশাখোর মাতালদের মত হাশর করিবে, নেশার মত্ততায় তাহারা ডানে বামে হেলিয়া দুলিয়া চলিবে। তাহারা হইতেছে ঐ লোক যাহারা আল্লাহর হকসমূহ বাঁধা দিয়া রাখে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পাক-পবিত্র কামাই হইতে খরচ কর।"

(৯) وَالصِّنْفُ التَّاسِعُ يُحْشَرُوْنَ وَعَلَيْهِمْ سَرَاوِيْلُ مِنْ قَطِرَانٍ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ بِالْغِيْبَةِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

(١٠) وَالصِّنْفُ الْعَاشِرُ : يُحْشَرُوْنَ خَارِجِيْنَ اَلْسِنَتَهُمْ مِّنْ قِفَاهُمْ وَهُمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَصْحَابَ النَّمِيْمَةِ قَوْلُهٗ تَعَالٰي هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ.

(١١) اَلصِّنْفُ الْحَادِيْ عَشَرَ : يُحْشَرُوْنَ سُكْرَانَ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ بِحَدِيْثِ الدُّنْيَا قَوْلُهٗ تَعَالٰي اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا .

(١٢) وَالصِّنْفُ الثَّانِيْ عَشَرَ : يُحْشَرُوْنَ عَلٰى صُوْرَةِ الْخَنَازِيْرِ وَهُمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا فَقَوْلُهٗ تَعَالٰي يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا .

(৯) নবম দল ঃ যাহারা আলকাত্‌রায় লেপা জামা পরিধান পূর্বক হাশর করিবে, তাহারা হইবে ঐ সকল লোক যাহারা গীবত করিয়া বেড়ায়। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– "কাহারও গোপন কথার পিছনে পড়িও না এবং একে অপরের গীবত করিও না।"

(১০) দশম দল ঃ যাহারা জিহবা গ্রীবা দিয়া বাহির হওয়া অবস্থায় হাশর করিবে, তাহারা হইতেছে চোগলখোর লোক। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– চোগল খোর ব্যক্তি চোগল খুরির জন্য খুবই ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাল কাজ থেকে বাধা দানকারী ও সীমা লঙ্ঘনকারী পাপিষ্ট লোক।"

(১১) একাদশ দল ঃ যাহারা মাতাল অবস্থায় হাশর করিবে তাহারা হইতেছে ঐ লোক যাহারা মসজিদে দুনিয়াবী কথা নিয়া মশগুল থাকে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– নিশ্চয়ই মসজিদ আল্লাহরই সুতরাং আল্লাহর সাথে আর কাহাকেও ডাকিও না।

(১২) দ্বাদশ দলঃ যাহারা শুকরের আকৃতিতে হাশর করিবে তাহারা হইতেছে সুদখোর। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– হে ঈমানদারগণ তোমরা সুদ খাইও না।

وَفِي الْخَبَرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَوْمُ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ يَحْشُرُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُمَّتِىْ مِنْ قُبُوْرِهِمْ عَلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ اَفْوَاجًا .

হাদিস শরীফে হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হইতে রেওয়ায়েত করেন, হুজুর (সঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আফসোস ও অনুতাপের দিনে আল্লাহ তা'লা আমার উম্মতগণকে কবর হইতে বারটি দলে বিভক্ত অবস্থায় তুলিবেন।

(١) اَلْفَوْجُ الْاَوَّلُ يُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْجِيْرَانَ قَوْلُهٗ تَعَالٰي وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُ هُمْ اِلَى النَّارِ.

(১) প্রথম দল ঃ তাহারা নিজ নিজ কবর হইতে হাত-পা বিহীন অবস্থায় উঠিবে। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ইহারা স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত এবং তওবা না করিয়া ইহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন, "স্বজন স্বজাতি প্রতিবেশী এবং অচেনা, বিজাতি প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর।"

অতএব ইহা তাহাদের শাস্তি, জাহান্নাম হইবে তাহাদের বাসস্থান।

(٢) اَلْفَوْجُ الثَّانِىْ يُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ عَلٰى صُوْرَةِ الدَّابَّةِ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَتَهَاوَنُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمَاتُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَي النَّارِ قَوْلُهٗ تَعَالٰي فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ .

(২) দ্বিতীয় দল ঃ যাহারা নিজ নিজ কবর হইতে চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতিতে হাশর করিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবেন ইহারা হইতেছে ঐ লোক যাহারা নামাজে অবহেলা করিত এবং তওবা ছাড়া মৃত্যু হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন– "ওয়াইল (দোযখ) ঐ সব নামাজীদের জন্য যাহারা স্বীয় নামাজে বেখবর ছিল, যাহারা লোক দেখানো ইবাদত করিত এবং মানুষদিগকে ছোট খাট নিত্য ব্যবহারের যন্ত্রপাতি যেমন কুড়াল কোদাল ইত্যাদি ধার দেওয়া হইতে বিরত থাকিত।" ইহাদের শাস্তি হইল ইহাই এবং জাহান্নাম তাহাদের ঠিকানা।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(٣) اَلْفَوْجُ الثَّالِثُ : يُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ وَبُطُوْنِهِمْ مِثْلُ الْجِبَالِ مَلِيٌّ بِالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَمْنَعُوْنَ الزَّكٰوةَ وَمَا تُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ مَصِيْرُهُمْ اِلَى النَّارِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ . يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُلِّ دَانِقٍ مِّنْهَا لَوْحًا مِّنَ النَّارِ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ اَلْاٰيَةَ .

(٤) اَمَّا الْفَوْجُ الرَّابِعُ فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يَجْرِىْ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ دَمٌ وَاَمْعَاءُهُمْ تَخْرُجُ حَتّٰى ا تَّصَلَ بِالْاَرْضِ وَالنَّارُ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَاتُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَي النَّارِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰي اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ.

(৩) তৃতীয় দল ঃ যাহারা সাপ বিচ্ছুতে ভরা পাহাড়সম পেট নিয়া কবর হইতে উঠিয়া হাশর করিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে ইহারা জাকাত আদায় না করিয়া তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইহাই তাহাদের শাস্তি ও দোযখ হইবে তাহাদের বাসস্থান। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– "যাহারা সোনা রূপা জমা করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাহাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের খবর শুনাইয়া দিন। সেই কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'লা সোনা ও রূপা দ্বারা একখানা আগুনের ফলক তৈরী করতঃ তাহা দিয়া তাহার কপালের উপরিভাগ, বাহু এবং পেটের পার্শ্বদেশে দাগ দিবেন।

(৪) চতুর্থ দলঃ যাহারা কবর হইতে মুখ দিয়া রক্ত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় ও নাড়ি ভুড়ি বাহির হইয়া জমিনে পড়া অবস্থায় উঠিয়া হাশর করিবে। আর মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকিবে। ঘোষণাকারী প্রভুর পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবে, ইহারা হইতেছে ঐ লোক যাহারা বেচা-কেনায় মিথ্যা বলিত এবং বিনা তওবায় মারা গিয়াছিল। ইহাই তাহাদের প্রতিফল এবং পুনরায় তাহাদিগকে দোযখে যাইতে হইবে। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন– "যাহারা আল্লাহর অঙ্গিকার ও নিজের শপথ দিয়া সামান্য দামের বস্তু খরিদকারে আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই।"

(٥) وَاَمَّا الْفَوْجُ الْخَامِسُ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ اَبْدَانِهِمْ رَائِحَةٌ اَنْتَنُ مِنَ الْجِيْفَةِ ، فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ

يَكْتُمُوْنَ الْمَعَاصِىْ سِتْرًا مِّنَ النَّاسِ وَلَمْ يَخَافُوْا اللّٰهَ تَعَالٰي وَمَا تُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَي النَّارِ، قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ . (نساء ١٠٨)

পঞ্চম দল ঃ যাহারা মৃত জন্তুর শরীরের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী দুর্গন্ধ লইয়া কবর হইতে উঠিবে। ঘোষণাকারী আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবে, ইহারা হইতেছে ঐ লোক যাহারা পর্দা দিয়া মানুষ হইতে গুনাহ গোপন রাখিয়াছে এবং আল্লাহ তা'লাকে ভয় করে নাই ও তওবা না করিয়া মরিয়াছে। ইহাই তাহাদের শাস্তি এবং পরে তাহাদিগকে দোজখে যাইতে হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "তাহারা লোকজন হইতে গোপন রাখে কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন রাখিতে পারিবে না। কেননা তিনি (প্রভু) তাহাদের সাথে রহিয়াছেন।" (আন-নিসা ঃ ১০৮)

(٦) وَاَمَّا الْفَوْجُ السَّادِسُ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ مَقْطُوْعَةَ الْحَلَاقِمِ مِنَ الْاَقْفِيَةِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَمَا تُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَي النَّارِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰي وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ (حج) وَكَذَا قَوْلُهٗ تَعَالٰي وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (فرقان) .

(৬) ষষ্ঠ দল ঃ যাহারা গ্রীবার দিক দিয়া কণ্ঠনালী কাটা অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ইহারা হইতেছে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা যাহারা বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, এইটাই তাহাদের শাস্তি অবশেষে তাহাদের ঠিকানা হইবে দোযখ। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন–"তোমরা মিথ্যা বলা হইতে বিরত থাক।" অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেন– "যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, তাহারা যখন যায় তখন গাম্ভীর্য সহকারে যায়।"

(٧) وَاَمَّا الْفَوْجُ السَّابِعُ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ اَلْسِنَةٌ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الشَّهَادَةَ قَوْلُهٗ تَعَالٰي لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ آثِمٌ قَلْبُهٗ اَلْاٰيَةَ وَمَا تُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَى النَّارِ.

(৭) সপ্তম দলঃ যাহারা কবর হইতে উঠিবে এমতাবস্থায় তাহাদের মুখে জিহবা থাকিবে না। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ইহারা ঐ সব লোক যাহারা সাক্ষ্য গোপন করিত। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন– "তোমরা

সাক্ষ্য গোপন করিও না এবং যে উহা গোপন করিবে তাহার অন্তর গুনাহ দ্বারা মলিন হইবে।" ঐ সকল লোক তওবা ছাড়া মরিয়াছে। অতএব ইহাই তাহাদের শাস্তি এবং দোযখ হইবে তাহাদের স্থান।

وَاَمَّا الْفَوْجُ الثَّامِنُ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ وَيَجْرِىْ مِنْ فُرُوْجِهِمْ اَنْهَارُ قَيْحٍ صَدِيْدٍ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَزْنُوْنَ وَمَا تُوا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَجَزَاؤُهُمْ هٰذَا وَمَصِيْرُهُمْ اِلَى النَّارِ . قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلًا .

(৮) অষ্টম দল ঃ যাহারা মাথা ঝুকানো অবস্থায় এবং পা তাহাদের মাথার উপর রাখিয়া কবর হইতে উঠিবে, তাহাদের লজ্জাস্থান হইতে পুঁজ ও হরিদ্রা বর্ণের পানির নদী প্রবাহিত হইবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী বলিবে ইহারা হইতেছে ঐ সব লোক যাহারা জেনার কাজে লিপ্ত ছিল এবং বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইহাই তাহাদের শাস্তি অবশেষে দোযখ তাহাদের ঠিকানা হইবে। যেমন আল্লহর বাণী– "তোমরা জেনার ধারে কাছেও যাইওনা কেননা ইহা খুবই অশ্লিল, মন্দ ও মারাত্মক খারাপ পন্থা।"

(৯) وَاَمَّا الْفَوْجُ التَّاسِعُ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ اَسْوَدَ الْوَجْهِ اَزْرَقَ الْعَيْنَيْنِ بُطُوْنُهُمْ مَمْلُوْءَةٌ مِّنَ النَّارِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا وَمَاتُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُ هُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَى النَّارِ. قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا.

(৯) নবম দল ঃ যাহারা কাল চেহারা, নীলা রঙের চক্ষু ও পেট দোযখের আগুনে ভর্তি অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে। আল্লাহর তরফ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, ইহারা হইতেছে ঐ সব লোক যাহারা জুলুম করিয়া এতিমের মাল খাইয়াছিল। যেমন আল্লাহর বাণী– "যাহারা জোরপূর্বক এতিমের মাল ভক্ষন করিতেছে তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের পেটে আগুন খাইতেছে।"

(১০) وَاَمَّا الْفَوْجُ الْعَاشِرُ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ جُذَامًا بَرْصًا فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ عَاقُّوا الْوَالِدَيْنِ فِي الدُّنْيَا مَا تُوْا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَى النَّارِ . قَوْلُهُ تَعَالٰى اُعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .

(১০) দশম দল ঃ যাহারা কবর হইতে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়া উঠিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ইহারা হইতেছে ঐ সব লোক যাহারা পৃথিবীতে মাতা-পিতার নাফরমানি করিয়া তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইহা তাহাদের শাস্তি, দোযখ তাহাদের স্থান হইবে। যেমন আল্লাহর বাণী– "তোমরা আল্লাহরই উপাসনা কর তাহার সংগে কোন জিনিসকে শরীক করিও না এবং পিতা-মাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিও।"

وَاَمَّا الْفَوْجُ الْحَادِيْ عَشَرَ فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ عُمْيَانًا بِالْقَلْبِ وَالْعَيْنِ اَسْنَانُهُمْ كَقَرْنِ الثَّوْرِ وَشَفَتَاهُمْ مَطْرُوْحَةٌ عَلٰى بُطُوْنِهِمْ وَفَخِذَيْهِمْ وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهِمُ الْقَذَرُ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَمَا تُوا وَلَمْ يَتُوْبُوْا فَهٰذَا جَزَاءُ هُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَى النَّارِ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

(১১) একাদশ দল ঃ যাহারা অন্তর ও চক্ষু অন্ধ অবস্থায় হাশর করিবে। তাহাদের দাঁত ষাড়ের শিং এর মত, ঠোঁট লম্বা হইয়া তাহাদের বুকের উপর পড়িবে, এবং জিহবা লম্বা হইয়া উরুর উপর পড়িবে। পেট হইতে ময়লা বাহির হইতে থাকিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ইহার হইল সেই সব লোক যাহারা শরাব খোর ছিল, তওবা না করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, ইহা তাহাদের শাস্তি এবং দোযখই তাহাদের ঠিকানা। যেমন আল্লাহর বাণী– "নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, মূর্তি এবং পাশা শয়তানের নাপাক কাজ।"

(১২) وَاَمَّا الْفَوْجُ الثَّانِىْ عَشَرَ : فَيُحْشَرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ وُجُوْهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَيَمُرُّوْنَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعَاصِىْ وَيَحْفَظُوْنَ صَلٰوةَ الْخَمْسِ بِالْجَمَاعَةِ وَمَاتُوْا مَعَ التَّوْبَةِ فَهٰذَا جَزَاءُهُمْ وَمَصِيْرُهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ لِاَنَّهُمْ رَاضُوْنَ عَنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَاضٍ عَنْهُمْ قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ .

(১২) দ্বাদশ দলঃ যাহারা কবর হইতে উঠিবে এই সময় তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝক মক করিবে এবং পুল ছিরাতের উপর দিয়া বিজলীর মত মুহূর্তের মধ্যে পার হইবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ইহারা হইতেছে ঐ সব লোক যাহারা যাবতীয় গুনাহের কাজ হইতে বিরত থাকিত,

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে পড়িত এবং তওবা সহকারে দুনিয়া হইতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহাদের পুরস্কার হইল ইহাই এবং শেষ ফল বেহেশ্‌ত হইবে তাহাদের বাসস্থান।

যেমন আল্লাহর বাণী— "তোমরা ভয় করিও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে দেওয়া ওয়াদা মত বেহেশত এর সুসংবাদ নাও।"

চব্বিশতম অধ্যায়

মখলুকাতের কবর হইতে উঠার বয়ান

اَلْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ نُشُوْرِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْقُبُوْرِ

يُقَالُ اِنَّ الْخَلَائِقَ اِذَا نُشِرُوْا مِنْ قُبُوْرِهِمْ يَقِفُوْنَ عَلَي الْمَوْضَعِ الَّذِىْ نُشِرُوْا عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَا يَاْكُلُوْنَ وَلَا يَشْرَبُوْنَ وَلَا يَجْلِسُوْنَ وَلَايَتَكَلَّمُوْنَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! بِمَا يُعْرَفُ اَهْلُ دِيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اِنَّ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُّحَجَّلُوْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ ۔

বর্ণিত আছে যে, মুর্দাগণ নিজ নিজ কবর হইতে যখন উঠিবে তখন যেই স্থান হইতে উঠিবে সেই স্থানে অনবরত চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে, এই সময় তাহারা কিছু খাইবে না, পান করিবে না, বসিবেও না এবং কোন কথাও বলিবে না। নিরব অবস্থায় থাকিবে।

হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাছুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার দ্বীনদার উম্মতগণের কিভাবে পরিচয় পাওয়া যাইবে? হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মত ওজুর চিহ্নরূপে তাহাদের হাত-পা মুখমন্ডল ঝক ঝক করিতে থাকিবে।

وَفِى الْخَبَرِ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَبْعَثُ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ فَتَأْتِى الْمَلَائِكَةُ اِلٰى رَأْسِ قُبُوْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَمْسَحُوْنَ رُؤُسَهُمْ مِّنَ التُّرَابِ فَيُنْشَرُ التُّرَابُ مِنْهُمْ اِلَّا مِنْ مَّوَاضِعِ سُجُوْدِهِمْ فَيَمْسَحُ الْمَلَائِكَةُ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ فَلَا يَذْهَبُ مِنْهَافَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ يَا مَلَائِكَتِىْ لَيْسَ ذَالِكَ تُرَابُ قُبُوْرِهِمْ اِنَّمَا هُوَ تُرَابُ مَحَارِبِهِمْ دَعُوْا مَا عَلَيْهِمْ اِلَي اَنْ يَمُرُّوْا الصِّرَاطَ وَيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَنْ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَعْلَمُ اَنَّهُمْ خُدَّامِىْ وَعِبَادِىْ ۔

হাদিস শরীফে আছে, যখন কিয়ামত হইবে তখন আল্লাহ তা'লা সমস্ত মাখলুককে কবর হইতে উঠাইবেন। ফিরিশতাগণ কবরের শিয়রে বসিয়া মুর্দার মাথায় হাত বুলাইবেন। মাথা এবং শরীরের মাটি ঝাড়িয়া ফেলিবেন, কিন্তু সেজদার স্থান পরিষ্কার হইবে না। তখন ফিরিশতাগণ ঐস্থান মুছিয়া দিবেন কিন্তু মাটি পরিষ্কার ভাবে যাইবে না।

তখন ঘোষণাকারী আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবেন হে আমার ফিরিশতাগণ! ইহা তাহাদের কবরের মাটি নহে বরং সিজদার চিহ্ন স্বরূপ। কাজেই মাটি যেমন আছে তেমন রাখিয়া দাও। ইহার বদৌলতে তাহারা সহজে পুলসিরাত পার হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে। এমন কি তাহাদের দিকে যে-ই দেখিবে সে বুঝিতে পারিবে যে, ইহারা আমার খাদেম এবং আমার বান্দা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللّٰهُ مَا فِى الْقُبُوْرِ فَاَوْحٰى اِلَي رِضْوَانٍ يَارِضْوَانُ اِنِّيْ قَدْ اَخْرَجْتُ الصَّائِمِيْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ جَائِعِيْنَ عَاطِشِيْنَ فَاسْتَقْبِلْهُمْ بِشَهَوَاتِهِمْ فِي الْجَنَانِ فَيَصِيْحُ الرِّضْوَانُ يَا اَيُّهَا الْغِلْمَانُ وَيَا اَيُّهَا الْوِلْدَانُ الَّذِىْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ حَتّٰى يَاْ تُوْا فَيَاْ تُوْنَ بِاَطْبَاقِ نُوْرٍ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّرَابِ وَاَقْطَارِ الْاَمْطَارِ وَكَوَاكِبِ السَّمَاءِ وَاَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ وَبِالْفَاكِهَةِ الْكَثِيْرَةِ وَالْاَطْعِمَةِ الشَّهِيَّةِ وَالْاَشْرِبَةِ اللَّذِيْذَةِ وَاِذَا لَقِيَهُمْ لِيُطْعِمَهُمْ ذَالِكَ وَيَقُوْلُ لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۔

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কিয়ামতের দিন হইবে তখন আল্লাহ তা'লা যাহারা কবরের মধ্যে আছে, তাহাদের সবাইকে উঠাইবেন। তখন আল্লাহ তা'লা রিদওয়ান ফিরিশতাকে ডাকিয়া বলিবেন হে রিদওয়ান! আমি রোজাদার কে তাহাদের কবর হইতে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্থ অবস্থায় উঠাইয়াছি। তুমি তাহাদের জন্য খানাপিনা এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কর। তখন রিদওয়ান আওয়াজ দিয়া বলিবেন, হে গিলমান! হে বিলদান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যাহারা সাবালক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে।) তোমরা নূরের স্তবক (প্লেট) সমূহ নিয়া আস। মাটির কণা, বৃষ্টির ফোঁটা, আসমানের তারা এবং গাছের পাতা হইতেও অধিক সংখ্যক গিলমান, বিলদান অনেক ফল, মজাদার খানা এবং বিভিন্ন রকমের শরবত নিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা বলিবে বিনা দ্বিধায় খান এবং পান করুন। কেননা এইগুলি আপনাদের পূর্ব প্রেরিত সামগ্রীই।

رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثُ نَفَرٍ يُصَافِحُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ (١) اَلشُّهَدَاءُ (٢) وَصَائِمُوْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٣) وَصَائِمُوْ يَوْمِ عَرَفَةَ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোক কবর হইতে উঠার পর ফিরিশতাগণ তাহাদের সহিত মুসাফাহা করিবেন ঃ (১) শহীদগণ। (২) রমজান মাসের রোজাদারগণ (৩) আরাফাতের দিনের রোজাদারগণ।

وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ فِى الْجَنَّةِ قُصُوْرًا مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوْتٍ وَزَبَرْجَدٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ هٰذِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، يَا عَائِشَةُ اِنَّ اَحَبَّ الْاَيَّامِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ لِمَا فِيْهِمَا مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَاِنَّ اَبْغَضَ الْاَيَّامِ اِلٰى اِبْلِيْسَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَا عَائِشَةُ مَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ عَرَفَةَ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ثَلٰثِيْنَ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ وَالرَّحْمَةِ وَاَغْلَقَ ثَلٰثِيْنَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ وَالْغَضَبِ فَاِذَا اَفْطَرَ وَشَرِبَ الْمَاءَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ عِرْقٍ فِىْ جَسَدِهٖ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ বেহেশতে সোনা-রূপা, পান্না-ইয়াকুত, মনি-মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত একটি বালাখানা রহিয়াছে। আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! সেই বালাখানাটি কাহার জন্য? হুজুর (সঃ) এরশাদ করিলেন ঃ যেই ব্যক্তি আরাফার দিন রোজা রাখে তাহার জন্য এবং আরও বলিলেন হে আয়েশা! আল্লাহর নিকট সবচাইতে উত্তম দিন হইল আরাফার দিন ও জুমার দিন। কেননা এই দিনে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়। আর ইবলিসের নিকট সবচেয়ে অমঙ্গল দিন হইল আরাফাত এবং জুমার দিন।

আর ও বলিলেন হে আয়েশা! যেই ব্যক্তি আরাফাতের দিন রোজা রাখিবে তাহার জন্য আল্লাহতা'লা মঙ্গল ও রহমতের ত্রিশটি দরজা খুলিয়া দিবেন এবং গজবের ত্রিশটি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন। বান্দা যখন ইফতার করিবে এবং পানি পান করিবে তখন তাহার জন্য তাহার শরীরস্থ সকল ধমনী মাগফিরাত চাহিতে থাকিবে ও বলিবে হে আল্লাহ তাহার প্রতি রহমত কর। এইরূপ ফজর পর্যন্ত করিবে।

وَفِىْ خَبَرٍ آخَرَ يَخْرُجُوْنَ الصَّائِمُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ وَيُعْرَفُوْنَ بِرِيْحِ صِيَامِهِمْ وَيُلْقَوْنَ بِالْمَائِدَةِ وَالْاَبَارِيْقِ وَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوْا قَدْ جُعْتُمْ حِيْنَ شَبِعَ النَّاسُ

وَاشْرَبُوْا قَدْ عَطِشْتُمْ حِيْنَ رَوِيَ النَّاسُ فَيَاْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَسْتَرِحُوْنَ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ .

অপর এক হাদিছে আছে রোজাদারগণ কবর হইতে উঠার সময় তাহাদের রোজার খুশবু দ্বারাই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আর তাহাদের সামনে খানার এবং পানির ছোরাহী রাখা হইবে ও বলা হইবে, খাও; কেননা লোকেরা যখন তৃপ্ত ছিল তখন তোমরা উপবাস ছিলে। তোমরা পান কর কেননা মানুষ যখন তৃপ্ত ছিল, তখন তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে। এখন তোমরা আরাম ভোগ কর। অতপর তাহারা পানাহার করিবে এবং আরাম নিবে, ঐদিকে লোকেরা হিসাব নিয়া ব্যস্ত থাকিবে।

وَقَدْ جَاءَ فِى الْخَبَرِ لَا يَبْلٰى عَشْرُ نَفَرٍ (١) اَلْاَنْبِيَاءُ (٢) وَالْغَازِىْ (٣) وَالْعَالِمُ (٤) وَالشُّهَدَاءُ (٥) وَحَامِلُ الْقُرْآنِ (٦) وَالْمُؤَذِّنُ (٧) وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ (٨) وَالْمَرْاَةُ الَّتِىْ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا (٩) وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا (١٠) وَمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . اَوْلَيْلَتَهَا .

হাদিস শরীফে আছে– দশ প্রকারের লোকের দেহ কবরে পঁচিবে না– (১) আম্বিয়া (আঃ) (২) গাজীগণ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় বিজয়ী যোদ্ধাগণ (৩) আলেমগণ (৪) শহীদগণ (৫) কোরআনের হাফেজ (৬) মুয়াজ্জিন (৭) ইনসাফগার বাদশাহ (৮) নেফাছ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী স্ত্রীলোক (৯) না হক ভাবে যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। (১০) জুমার দিন বা রাত্রে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

وَفِى الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ عُرَاةً حُفَاةً فَقَالَ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ مُخْتَلِطُوْنَ بِالنِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ هَلْ اُحْشَرُ عَارِيَةً حَافِيَةً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَا اَسَفَاهُ. يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلعم يَدَهُ عَلٰى مَنْكِبِهَا فَقَالَ يَا ابْنَةَ اَبِيْ قُحَافَةَ اِشْتَغَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّظْرِ وَسَمَرُوْا اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ مَوْقُوْفُوْنَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَا يَاْكُلُوْنَ وَلَا يَشْرَبُوْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُ الْعَرَقَ اِلٰى قَدَمَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُ اِلٰى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُ اِلٰى صَدْرِهٖ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يُحْشَرُ اَحَدٌ رَاكِبًا قَالَ نَعَمْ! اَلْاَنْبِيَاءُ وَاَهْلُوْهُمْ وَصَائِمُوْا رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ عَلَى الْوَلَاءِ وَكُلُّ النَّاسِ جَائِعٌ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الْاَنْبِيَاءُ وَاَهْلُ بَيْتِ

هِمْ وَصَائِمُ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ فَاِنَّهُمْ شَبْعَانُ لاَ جُوْعَ لَهُمْ . وَيُقَالُ يَسُوْقُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ اِلَي اَرْضٍ يُقَالُ لَهَا سَاهِرَةٌ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَي فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَيُقَالُ اِنَّ الْخَلاَئِقَ فِىْ عَرَصَاتِ الْمَحْشَرِيَكُوْنُ مِأَةً وَّعِشْرِيْنَ صَفًّا كُلُّ صَفٍّ مَسِيْرَةُ طُوْلِهِ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَسِيْرَةُ عَرْضِهِ عِشْرِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَيُقَالُ اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ ثَلٰثَةُ صُفُوْفٍ وَالْبَاقِىْ كَفَرَةٌ .

হাদিস শরীফে আছে, কিয়ামতের দিন মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম নেওয়ার ন্যায় উলঙ্গ অবস্থায় নগ্ন পা নিয়া উঠিবে। হযরত আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গেই হাশর করিবে? হুজুর (সঃ) বলিলেন হ্যাঁ। আয়েশা বলিলেন হায় কি অপমান! কি বেইজ্জতী! একে অন্যকে দেখিবে। হুজুর (সঃ) আয়েশার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন হে আবু কুহাফার মেয়ে! ভয় নাই চিন্তা করিওনা। কারণ লোকের সেই দিন দেখার অবসর থাকিবে না, সেদিন তাহারা চিন্তিত অবস্থায় আসমানের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবে, সেখানে তাহাদের একাধারে চল্লিশ বৎসর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। না খাইবে, না পান করিবে।

সেই দিন কাহারও পা পর্যন্ত, কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও বুক পর্যন্ত ঘাম পৌছিবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন–আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রাসূল ! কিয়ামতের দিন কি কোন লোক সওয়ার হইয়া হাশর করিবে? হুজুর (সঃ) বলিলেন হ্যাঁ নবী এবং তাহার পরিবার বর্গ, আর রজব এবং ক্রমাগত রমজান মাসের রোজাদারগণ।

সমস্ত লোকেরা সেই দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকিবে কিন্তু নবী ও তদীয়পরিবার পরিজন, রজব, শাবান ও রমজান মাসের রোজাদারগণ ব্যতীত। কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত থাকিবে তাহাদের ক্ষুধা লাগিবে না।

কথিত আছে ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে সাহেরা নামক স্থানে হাকাইয়া লইয়া যাইবেন। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন– "ইহা তো হইবে শুধু বিকট শব্দ মাত্র তখনই সাহেরা ময়দানে তাহাদের আবির্ভাব হইবে।"

বর্ণিত আছে কিয়ামতের ময়দানে মখলুকের ১২০ কাতার হইবে। প্রত্যেক কাতারের দৈর্ঘ্য হইবে চল্লিশ হাজার বছরের রাস্তার দুরত্ব সমপরিমাণ। আর প্রস্থ হইবে বিশ হাজার বছরের দূরত্ব সমপরিমাণ। বলা হইয়াছে মুমিনদের কাতার হইবে তিনটি আর সবই কাফেরদের।

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم اَنَّ اُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِأَةٌ وَّعِشْرُوْنَ صَفًّا وَهٰذَا اَصَحُّ وَاَمَّا صِفَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهُمْ بِيْضُ الْوُجُوْهِ غُرٌّ مُّحَجَّلُوْنَ وَصِفَةُ الْكَافِرِيْنَ اَنَّهُمْ سُوْدُ الْوُجُوْهِ مُعَذَّبُوْنَ مَعَ الشَّيَاطِيْنِ .

হযরত নবী করিম (সঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমার উম্মতগণ কিয়ামতের দিন ১২০ কাতারে হাশর করিবে এবং ইহাই অধিকতর সহীহ। চেহারা কপাল হাত-পা চাকচিক্যময় হইবে, ইহা হইবে মুমিনের পরিচয়। কাফেরদের পরিচয় হইবে কালো চেহারা তাহারা শয়তানদের সহিত আযাব ভোগ করিতে থাকিবে।

পঁচিশতম অধ্যায়

সমস্ত মখলুককে হাশরের ময়দানের দিকে লইয়া যাওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ سُوْقِ الْخَلاَئِقِ اِلَى الْمَحْشَرِ

يُقَالُ سُوْقُ الْكُفَّارِ بِاَقْدَامِهِمْ وَسُوْقُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِجَنَائِبِهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَيْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَي الرَّحْمٰنِ وَفْدًا .

বর্ণিত আছে, কাফেরদিগকে হাশর ময়দানের দিকে পায়ে হাঁটাইয়া নিয়া যাওয়া হইবে এবং মুমিনগণকে ভাল ভাল উট বা সওয়ারীর উপর সওয়ার করাইয়া নেওয়া হইবে। যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছে– "সেই দিন মুত্তাকিগণকে দয়াময় প্রভুর দিকে মেহমান রূপে একত্রিত করা হইবে।"

قَالَ عَلِيُّ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رض يُحْشَرُ الْمُؤْمِنُوْنَ رُكْبَانًا عَلَيْ جَنَائِبِهِمْ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَيْ لِلْمَلاَئِكَةِ لاَ تَمْشُوْا بِعَبْدِيْ بِلاَ رُكُوْبِهِمُ الْجَنَائِبِ فَاِنَّهُمْ اِعْتَادُوْا الرُّكُوْبَ فِى الدُّنْيَا كَانَ فِي الْاِبْتِدَاءِ صُلْبُ اَبِيْهِمْ مَرْكَبَهُمْ ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ بَطْنُ اُمِّهِمْ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ وَحِيْنَ وَلَدَتْهُمْ اُمُّهُمْ فَحِجْرُ اُمِّهِمْ سَنَتَيْنِ لِلرِّضَاعِ ثُمَّ اِذَا يَفْصِلُ فَعُنُقُ اَبِيْهِمْ مَرْكَبُهُمْ ثُمَّ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرُ مَرَاكِبُهُمْ فِي الْبَوَادِىْ وَالسُّفُنُ فِى الْبِحَارِ وَحِيْنَ مَا تُوْا فَعُنُقُ اِخْوَتِهِمْ فَحِيْنَ قَامُوْا مِنْ قُبُوْرِهِمْ لاَ تَمْشُوْا بِهِمْ رَاجِلاً فَاِنَّهُمْ اِعْتَادُوْا الرُّكُوْبَ وَلَا يَقْدِرُوْنَ عَلَيَ الْمَشْيِ وَقَدَّمُوْا نَجَائِبَهُمْ وَهُوَ الْاُضْحِيَةُ

 www.AmarIslam.com

فَيَرْكَبُوْنَهَا وَيَقْدِمُوْا عَلَي الْمَوْلٰي وَلِذَالِكَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّنُوْا ضَحَايَاكُمْ وَعَظِّمُوْهَا فَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَطَايَاكُمْ .

হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাঃ) বলিয়াছেন, মুমিনগণ তাহাদের ভাল উটের উপর সওয়ার হইয়া হাশর করিবে। আর যখন কিয়ামত হইবে তখন আল্লাহ পাক ফিরিশতাগণকে বলিবেন তোমরা আমার বান্দাগণকে পায়ে হাঁটাইয়া আমার নিকট আনিও না। কেননা পৃথিবীতে তাহাদের সওয়ারীতে চলার অভ্যাস ছিল, কারণ প্রথমে তাহারা বাপের পিঠে সওয়ার ছিল এবং মায়ের পেট নয় মাস পর্যন্ত তাহাদের সওয়ারী ছিল।

মা যখন তাহাদের প্রসব করিলেন তখন দুধ পান করার জন্য দুই বৎসর পর্যন্ত মায়ের কোল সওয়ারী ছিল।

তারপর বাপের ঘাড় তাহাদের সওয়ারী রূপে দাঁড়াইল। তারপর ঘোড়া, খচ্চর, গাধা স্থলভাগে তাহাদের সওয়ারী ছিল এবং সমুদ্রে নৌকা-জাহাজ তাহাদের সওয়ারী ছিল। যখন মৃত্যুবরণ করিয়াছিল তখন তাহার ভাইদের গর্দান ছিল তাহার সওয়ারী। এখন কবর হইতে উঠার পর তাহারা যেন পায়ে হাঁটিয়া না চলে, কেননা সওয়ারীতে চলার অভ্যাস থাকায় তাহারা পায়ে হাঁটিতে পারিবে না। তাহারা তাহাদের ঘোড়া আগে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহা হইল কোরবানীর জন্তু সুতরাং তাহারা উহার উপর সওয়ার হইয়া মওলার নিকট হাজির হইবে। এই জন্যই রাসূল (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা মোটা এবং মাংসল জন্তু কোরবানী কর, কেননা কিয়ামতের দিন ইহা হইবে পুলসিরাতে তোমাদের সওয়ারী জন্তু।

ছাব্বিশতম অধ্যায়

কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা

اَلْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ

وَفِي الْخَبَرِ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَجْمَعُ اللّٰهُ تَعَالٰي خَلْقَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَقَدْ دَنَتِ الشَّمْسُ عَلٰي رُؤُسِهِمْ وَيَشْتَدُّ حَرُّهَا فَيَخْرُجُ عُنُقٌ مِّنَ النَّارِ كَالظُّلَلِ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ اِنْطَلِقُوْا

اِلَي الظِّلِّ فَيَنْطَلِقُوْنَ وَهُمْ ثَلٰثَةٌ (١) فِرْقَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢) وَفِرْقَةُ الْمُنَافِقِيْنَ (٣) وَفِرْقَةُ الْكَافِرِيْنَ. فَاِذَا صَارَ الْخَلَائِقُ اِلَي الظِّلِّ صَارَ الظِّلُّ ثَلٰثَةَ اَقْسَامٍ (١) قِسْمُ الْحَرَارَةِ (٢) قِسْمُ الدُّخَانِ (٣) وَقِسْمُ النُّوْرِ .

হাদিস শরীফে আছে, যখন কিয়ামত হইবে তখন আল্লাহ তা'লা আদি-অন্ত সকল মখলুককে একই জমিনে একত্রিত করিবেন। সূর্য্য মাথার নিকটবর্তী হইবে, তাই তাহার তাপ কঠিন হইবে, তখন দোযখ হইতে ছায়ার ন্যায় একটি গর্দান বাহির হইবে।

ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে হে মানুষেরা ছায়ার দিকে চল। তাহারা চলিবে। তখন তাহারা হইবে তিন দল ঃ (১) মুমিন দল (২) মুনাফিক দল (৩) কাফিরের দল। তাহারা যখন ছায়াতে পৌঁছিবে তখন ছায়া তিন ভাগে বিভক্ত হইবে (১) উত্তাপ, (২) ধুয়া, (৩) নূর।

فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰي اِنْطَلِقُوْا اِلٰي ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ (١) فَالْحَرَارَةُ وَتَقُوْمُ عَلٰي رُؤُسِ الْمُنَافِقِيْنَ (٢) وَالدُّخَانُ عَلٰي رُؤُسِ الْكُفَّارِ (٣) وَالنُّوْرُ عَلٰي رُؤُسِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْحَرَارَةُ عَلٰى رُؤُسِ الْمُنَافِقِيْنَ لِاَنَّهُمْ يَحْرُثُوْنَ مِنَ الْحَرَارَةِ فِى الدُّنْيَا .

তাই আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন– ছায়ার দিকে চল, যাহার শাখা তিনটি। (১) উত্তাপ মুনাফিকদের মাথার উপর ছায়া হিসাবে দাঁড়াইবে, (২) ধুয়া কাফেরদের মাথার উপর ছায়া দিবে এবং (৩) নূর মুমিনদের মাথার উপর ছায়া দিবে। মুনাফিকদের মাথার উপরে উত্তাপ হইবে, কেননা মুনাফিকগণ পৃথিবীতে উত্তাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করিত।

وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰي وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ وَالدُّخَانُ عَلٰي رُؤُسِ الْكَفَرَةِ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا فِي الدُّنْيَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَفِي الْاٰخِرَةِ فِىْ ظُلُمَاتِ الدُّخَانِ–

যেমন আল্লাহর বাণী, "আর মুনাফিকগণ বলিয়াছে গরমে যাত্রা করিও না, আপনি বলুন দোযখের আগুন এর চাইতেও বেশী গরম যদি তাহারা বুঝিত।" যেহেতু কাফেরগণ পৃথিবীতে কুফরের অন্ধকারে কাল কাটাইত, তাই ধুঁয়া তাহাদের মাথার উপর থাকিবে এবং আখেরাতেও অন্ধকারে থাকিবে।

كَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰي وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

النُّوْرِ اِلَي الظُّلُمَاتِ. وَالنُّوْرُ عَلَي رُؤُسِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا فِي الدُّنْيَا فِي النُّوْرِ وَفِي الْاٰخِرَةِ يَكُوْنُوْا فِي النُّوْرِ-

অনুরূপ আল্লাহর বাণী , "যাহারা কাফের তাহাদের সহচর শয়তান তাহাদিগকে নূর হইতে সরাইয়া অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়"। মুমিনগণের মাথার উপর আখিরাতে নূরই ছায়া দান করিবে। কেননা তাহারা দুনিয়াতে নূর ও রোশনীতে কালাতিপাত করিত অনুরূপ আখেরাতে নূরের মধ্যে থাকিবে।

كَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَي اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَي النُّوْرِ. وَقَالَ فِيْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰي نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰى كُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ .

অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ তা'লা নিজেই ঈমানদারদের সহচর, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে নূরের দিকে লইয়া যান।"

কিয়ামতের দিন ঈমানদারগ যেই গুণের অধিকারী হইবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ "সেই দিন মুমিন নর-নারীদের সামনে-ডানে আলোকরশ্মি দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে। তাহাদের প্রতি আজকের দিনে সুসংবাদ যে তাহাদের জন্য এমন বাগান থাকিবে যাহার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহমান।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ نَفَرٍ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلَالِ الْعَرْشِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ (١) اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ(٢) وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ (٣) وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (٤) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ (٥) وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ (٦) وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰي لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ (٧) وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তা'লা আরশের নিচে কিয়ামতের দিন ছায়া দান করিবেন যেই দিন আরশের ছায়া ছাড়া 'আর কোন ছায়া থাকিবে না- (১) আদিল (ইনসাফগার) বাদশাহ (২) যেই যুবক আল্লাহর ইবাদতে থাকিয়া যুবক হইয়াছে। (৩) সেই দুইজন লোক যাহারা একে অপরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসিত এবং আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রিত হইত,

আল্লাহর ওয়াস্তে পৃথক হইয়া যাইত। (৪) যেই লোকের অন্তর সদা মসজিদের সঙ্গে লটকাইয়া থাকে। (৫) যেই লোককে কোন প্রভাবশালী ও সুন্দরী মেয়ে জেনার কর্মে আহবান জানাইলে সে স্পষ্ট বলিয়া দেয় "আমি আল্লাহকে ভয় করি।" (৬) যেই লোক এমন গোপনে ছদকা করিল যে তাহার ডান হাত কি খরচ করিয়াছে তাহা তাহার বাম হাত পর্যন্ত জানিতে পারে না (৭) যেই লোক খালেছভাবে আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকে এমন সময় তাহার উভয় চক্ষু দিয়া আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ভাসিয়া যায়।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ يُنَادِيْ الْمُنَادِيْ اَيْنَ اَهْلُ الْفَضْلِ فَيَقُوْمُ اُنَاسٌ وَيَسِيْرُوْنَ سِرَاعًا اِلَي الْجَنَّةِ فَيَتَلَقّٰى الْمَلَائِكَةُ فَيَقُوْلُوْنَ مَنْ اَنْتُمْ؟ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ اَهْلُ الْفَضْلِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا فَضْلُكُمْ؟ قَالُوْا اِذَا اُظْلِمَ عَلَيْنَا صَبَرْنَا وَاِذَا اُجْبِرَ اِلَيْنَا عَفَوْنَا فَيُقَالُ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ . ثُمَّ يُنَادِي الْمُنَادِيْ اَيْنَ اَهْلُ الصَّبْرِ فَيَقُوْمُ اُنَاسٌ مِّنْهُمْ يَسِيْرُوْنَ سِرَاعًا اِلَي الْجَنَّةِ فَتَلَقَّى الْمَلَائِكَةُ وَيَقُوْلُوْنَ مَنْ اَنْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ اَهْلُ الصَّبْرِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا كَانَ صَبْرُكُمْ؟ يَقُوْلُوْنَ نَصْبِرُ عَلَي طَاعَةِ اللّٰهِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَي مَعَاصِى اللّٰهِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ . ثُمَّ يُنَادِي الْمُنَادِيْ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ فَيَقُوْمُوْنَ اُنَاسٌ مِّنْهُمْ يَسِيْرُوْنَ سِرَاعًا اِلَي الْجَنَّةِ فَيَتَلَقَّى الْمَلَائِكَةُ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا نَرٰكُمْ رَاعًا اِلَى الْجَنَّةِ مَنْ اَنْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ مُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا كَانَ مُحَابَّتُكُمْ؟ قَالُوْا كُنَّا نَتَحَابُّ فِي اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ .

হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'লা যখন হাশর ময়দানে সমস্ত মখলুককে একত্রিত করিবেন- (১) তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবেন আহলে ফজল (ফজিলত ওয়ালা বুজর্গগণ) কে কোথায় আছে? ইহা শুনিয়া একদল লোক দাঁড়াইবে এবং দৌড়াইয়া বেহেশতের দিকে চলিবে। ফিরিশতাগণ তাহাদের সাথে সাক্ষাৎ করতঃ প্রশ্ন করিবেন-আপনারা যে দৌড়াইয়া বেহেশতের দিকে যাইতেছেন আপনারা কাহারা? উত্তরে তাহারা বলিবেন আমরা হইলাম আহলে ফজল। ফিরিশতাগণ বলিবেন আপনাদের সেই ফজল তথা বুজর্গী কি জিনিস? তাহারা বলিবেন, যখন আমাদের প্রতি অত্যাচার করা হইত তখন আমরা সবর

 www.AmarIslam.com

করিতাম এবং কেহ আমাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলে আমরা তাহাকে মাফ করিয়া দিতাম। ফিরিশতাগণ বলিবেন আপনারা বেহেশতে প্রবেশ করন এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম।

(২) তারপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে কোথায় আহলে ছবর? তখন আরেক দল লোক দাঁড়াইয়া দ্রুতবেগে বেহেশতের দিকে চলিয়া যাইবে। ফিরিশতাগণ তাহাদের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া বলিবেন। আপনারা কে বেহেশতের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছেন? তাহারা বলিবে আমরা আহলে ছবর। ফিরিশতাগণ বলিবেন আপনাদের ছবর কোন ধরনের? তাহারা বলিবেন আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া আল্লাহর বন্দেগী করিয়াছিলাম এবং ধৈর্য্য ধরিয়া গুনাহ হইতে পরহেজ করিয়াছিলাম। ফিরিশতাগণ বলিবেন, যান–আপনারা বেহেশতে দাখিল হউন, নেক আমলকারীদের পুরস্কার কতই উত্তম বস্তু।

(৩) অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে কোথায় আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর ভালবাসাকারী? তখন আর একদল লোক দাঁড়াইয়া বেহেশতের দিকে দৌড়াইয়া যাইবে। ফিরিশতাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বলিবেন আমরা আপনাদিগকে জান্নাতের দিকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিতেছি। আপনারা কাহারা? উত্তরে বলিবে আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসিতাম। ফিরিশতাগণ বলিবেন পরস্পরের ভালবাসা কোন ধরনের ছিল? তাহারা বলিবেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালবাসিতাম।

তখন ফিরিশতাগণ বলিবেন তাহা হইলে আপনারা বেহেশতে প্রবেশ করুন। আমেলীনদের পুরস্কার কতইনা উৎকৃষ্ট।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُضِعَتْ مَوَازِيْنُ الْحِسَابِ بَعْدَ دُخُوْلِ هٰؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ فَوْقَ السَّمٰوَاتِ الْعُلٰي سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَعَنْ طُوْلِهٖ وَعَرْضِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْلُهٗ مَسِيْرَةُ اَلْفِ سَنَةٍ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَعَرْضُهٗ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَسِنَانُهٗ مِنْ يَاقُوْتٍ حَمْرَاءَ وَقَصَبُهٗ مِنْ فِضَّةٍ وَزَمُرُّدٍ خَضْرَاءَ وَلَهٗ ثَلٰثُ ذَوَائِبَ مِنْ نُّوْرٍ (١) ذَائِبَةٌ بِالْمَشْرِقِ (٢) وَذَائِبَةٌ بِالْمَغْرِبِ (٣) وَالْاُخْرٰي بِوَسْطِ الدُّنْيَا . مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ بِثَلٰثَةِ اَسْطُرٍ (١) اَلْاَوَّلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) وَالثَّانِيْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٣) وَالثَّالِثُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ . كُلُّ سَطْرٍ مَسِيْرَةُ اَلْفِ سَنَةٍ وَعِنْدَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ لِوَاءٍ وَ

تَحْتَ كُلِّ لِوَاءٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ صَفٍّ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَفِيْ كُلِّ صَفٍّ خَمْسُ مِاَةِ اَلْفِ مَلَكٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُقَدِّسُوْنَهٗ.

হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন– উপরোক্ত লোক সকল বেহেশতে প্রবেশের পর মিজান (তুলাদন্ড) হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে।

লেওয়ায়ে হামদ তথা প্রশংসার ঝান্ডা আসমানসমূহের উপর রহিয়াছে। সেই লেওয়ায়ে হামদের পরিচয় ও উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ লেওয়ায়ে হামদের দৈর্ঘ্য এক হাজার বৎসরের দূরত্ব এবং উহার উপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত থাকিবে এবং তাহার প্রস্থ আসমান জমিন এর মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ। ইহার ফলা–লাল ইয়াকুতের এবং হাতল সাদা রুপা ও সবুজ পান্নার। তাহার তিনটি কেশ বন্ধনী থাকিবে যাহা নূরের তৈরী। (১) একটি মাগরিবে (২) অপরটি মাশরিকে (৩) আর একটি পৃথিবীর মধ্যখানে, তাহাতে তিন লাইন লিখিত থাকিবে। (১) প্রথম লাইনে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রহীম" (২) দ্বিতীয় লাইনে "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন" (৩) তৃতীয় লাইনে– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) লিখিত রহিয়াছে। প্রত্যেক লাইনের দূরত্ব এক হাজার বছরের রাস্তা। লেওয়ায়ে হামদের নিকট আরও সত্তর হাজার ঝান্ডা রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঝান্ডার নিচে সত্তর হাজার কাতার করে ফিরিশতা রহিয়াছে, প্রত্যেক কাতারে পাঁচ লক্ষ ফিরিশতা আল্লাহর তসবীহ ও তকদিসে রত থাকিবে কিয়ামত পর্যন্ত।

قَالَ اِبْنُ اَحْمَدَ الْجُرْجَانِيْ رح مَعْنٰي قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِيْ" اَنَّهٗ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَكَانَ اللِّوَاءُ مَضْرُوْبًا وَالْمُؤْمِنِيْنَ حَوْلَ اللِّوَاءِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ اِلٰي قِيَامِ السَّاعَةِ وَيَكُوْنُ الْكُفَّارُ فِيْ رَاحَةٍ مِّنَ النَّارِ مَا دَامَ لِوَاءُ الْحَمْدِ مَضْرُوْبًا وَاِذَا حُوِّلَ اللِّوَاءُ يُسَاقُ الْكُفَّارُ اِلَي النَّارِ.

ইমাম ইবনে আহমদ জুরজানী (রঃ) হুজুর (সঃ) এর বাণী "লেওয়ায়ে হামদ আমার দুই হাতে থাকিবে" ইহার অর্থ বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন যে, কিয়ামতের দিন যখন লেওয়ায়ে হামদ দাঁড় করানো হইবে, তখন আদম (আঃ) এর সময় হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন লেওয়ায়ে হামদের চারিদিকে থাকিবেন এবং লেওয়ায়ে হামদ দন্ডায়মান থাকা পর্যন্ত কাফেরগণ দোযখের পার্শ্বে থাকিবে। আর যখন উঠাইয়া নেওয়া হইবে তখন কাফেরগণকে দোযখের দিকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে।

 www.AmarIslam.com

وفي الخبر اذا كان يوم القيامة (١) ينصب لواء الصديق لابي بكرن الصديق رض وكل صديق تحت لوائه (٢) ولواء العدل لعمر رض وكل عادل تحت لوائه (٣) ولواء السخاوة لعثمان رض وكل سخي تحت لوائه (٤) ولواء الشهادة لعلي رض وكل شهيد تحت لوائه (٥) ولواء الفقه لمعاذ بن جبل رض فكل فقيه تحت لوائه (٦) ولواء الزهد لابى ذر وكل زاهد تحت لوائه (٧) ولواء الفقر لابى درداء وكل فقير تحت لوائه (٨) ولواء المقرى لابي بن كعب وكل مقري تحت لوائه (٩) ولواء المقتول لحسن بن علي رض وكل مقتول تحت لوائه فذالك قوله تعالي يوم ندعوا كل اناس بامامهم .

হাদিস শরীফে আছে- (১) যখন কিয়ামত হইবে তখন লেওয়ায়ে সিদ্দিক (সততার ঝান্ডা) আবু বকর সিদ্দিকের জন্য উত্তোলন করা হইবে এবং প্রত্যেক সত্যবাদীলোক সেই ঝান্ডার নিচে স্থান পাইবেন। (২) হযরত উমরের জন্য লেওয়ায়ে আদল (ন্যায় বিচারের ঝান্ডা) দাঁড় করানো হইবে। সকল সুবিচারক সেই ঝান্ডার নিচে স্থান পাইবেন। (৩) হযরত ওসমানের জন্য লেওয়ায়ে ছাখাওয়াত (দানশীলতার ঝান্ডা) উত্তোলন করা হইবে এবং ঐ ঝান্ডার নিচে সকল দানশীল ব্যক্তি স্থান পাইবেন। (৪) হযরত আলীর জন্য লেওয়ায়ে শাহাদত (শাহাদতের ঝান্ডা) দাঁড় করানো হইবে, সেই পতাকার তলে সকল শহীদগণ স্থান পাইবেন। (৫) হযরত মুয়াজ বিন জাবালের (রঃ) জন্য লেওয়ায়ে ফিক্‌হ (ফিক্‌হ এর ঝান্ডা) দাঁড় করানো হইবে সেই পতাকার তলে সমস্ত ফকিহ আলেমগণ স্থান পাইবেন। (৬) হযরত আবু যরের জন্য লেওয়ায়ে জুহুদ (সংসার ত্যাগ এর পতাকা) উত্তোলন করা হইবে। সেই পতাকার তলে সমস্ত সংসার ত্যাগীগণ স্থান পাইবেন। (৭) হযরত আবুদ দারদা এর জন্য লেওয়ায়ে ফকর (দরিদ্রতার ঝান্ডা) উত্তোলন করা হইবে সেই পতাকার তলে সমস্ত ফকির মিছকিনগণ একত্রিত হইবেন। (৮) হযরত উবাই বিন কা'ব এর জন্য লেওয়ায়ে ক্বেরাত (ক্বেরাতের ঝান্ডা) কায়েম করা হইবে এবং সেই পতাকার তলে প্রত্যেক কারীগণ সমবেত হইবেন। (৯) হযরত হাছান বিন আলী এর জন্য লেওয়ায়ে মকতুল (হত্যায় নিহত) পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং তাহার নিচে সকল না হক হত্যায় নিহত ব্যক্তিরা সমবেত হইবেন।

যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন- "সেই দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাহাদের ইমামের (দলপতি) সাথে আহবান করিব।"

وفى الخبر اذا كان يوم القيامة يقوم الخلائق واشتد بهم العطش ويلحقهم العرق فهم يكونون في حيرة فبعث الله تعالي جبرائيل ع الي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد صلعم من امتك؟ حتى يدعوني بالاسم الذي كانوا يدعونني في الدنيا عند الشدائد ينادى المحمدية بهذا الاسم بلسان فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم حينئذ يقضى الله القضاء بين الخلائق . ثم يقول الله لسائر الامم لولم يكن ذكر المحمدية لي بهذا الاسم لا تممت القضاء عليكم الف عام ثم يقضى الله بين الوحوش والبهائم حتى يقضي بين الجماء ومن ذوات القرن . ومن يبكى من خشية الله حرم الله تلك العين من النار ويغفر الله له وخلصه من النار ولو بكي بقدر ان تبل شعرة واحدة غفر الله له ببركة شعرة واحدة ثم ينادي المنادي نجا فلان ابن فلان ببركة شعرة واحدة والله يوفق بهذه الكرامة -

হাদিস শরীফে আছে, কিয়ামতের ময়দানে যখন সারা মখলুকাত দাঁড়াইবে, তাহারা অত্যাধিক পিপাসায় অস্থির হইবে, ঘাম ছুটিবে এবং হতভম্ব হইয়া পড়িবে তখন আল্লাহ তা'লা হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট পাঠাইবেন। আল্লাহ পাক জিব্রাইল কে বলিবেন হে জিব্রাইল তুমি মুহাম্মদ (সঃ) কে গিয়া বল, হে মুহাম্মদ আপনার উম্মত কাহারা? তাহারা যেন দুনিয়াতে মুসিবতের সময় যেই নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিত সেই নাম ধরিয়া আজও আমার নিকট দোয়া করে। তখন উম্মতে মুহাম্মদী সবাই এক বাক্যে আওয়াজ তুলিয়া বলিবেন- বিছমিল্লাহির রাহমানির রহীম। তখন আল্লাহ তা'লা মখলুকের মাঝে বিচারের কাজ আরম্ভ করিয়া দিবেন।

তারপর আল্লাহ তা'লা অন্যান্য উম্মতদিগকে ডাকিয়া বলিবেন উম্মতে মুহাম্মদী যদি এই নাম ধরিয়া আমার জিকির না করিত তবে আমি তোমাদের উপর আরও হাজার বৎসর পর্যন্ত ফয়সালা পূর্ণ করিয়া লইতাম। তারপর আল্লাহ তা'লা বন্য পশুপক্ষি ও অন্যান্য জন্তুর বিচার আরম্ভ করিয়া দিবেন। এমন কি শিংওয়ালা হইতে শিংবিহীনকে বদলা দেওয়া হইবে। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে আল্লাহ তা'লা সেই চক্ষুকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। আর তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দোযখ হইতে পরিত্রান দান করিবেন। যদি এতদূর কাঁদে যে, একটি কেশও ভিজিয়া যায় তবে সেই এক কেশের পরিবর্তে তাহাদিগকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে অমুকের পুত্র অমুক বান্দাকে আল্লাহ পাক একটি কেশের পরিবর্তে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তা'লা সবাইকে এই কেরামতের তৌফিক দান করুন।

সাতাইশতম অধ্যায়
বেহেশতের বয়ান

اَلْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ الْجِنَانِ

قَالَ وَهْبٌ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي خَلَقَ الْجَنَّةَ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَطُوْلُهَا لَا يَعْلَمُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَبْطُلُ الْاَرَضُوْنَ وَ السَّمٰوَاتُ وَ وَسَّعَهَا اللّٰهُ اِلٰي حَدٍّ يَسَعُ اَهْلَ الْجَنَّةِ كُلَّهَا مِأَةُ دَرَجَةٍ وَمَا بَيْنَ دَرَجَةٍ اِلٰي دَرَجَةٍ خَمْسُ مِأَةِ عَامٍ . اَنْهَارُهَا جَارِيَةٌ وَثِمَارُهَا دَانِيَةٌ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِي الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَفِيْهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مِّنْ حُوْرِ الْعِيْنِ خَلَقَهُنَّ اللّٰهُ مِنَ الْاَنْوَارِ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ الْمَرْجَانُ وَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَا يَنْظُرُوْنَ غَيْرَ اَزْوَاجِهِنَّ وَلَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ كُلَّمَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا وَجَدَهَا عَذْرَاءَ وَعَلَيْهَا سَبْعُوْنَ حُلَّةً مُخْتَلِفَةَ الْاَلْوَانِ وَحُلِيُّهَا اَخَفُّ عَلٰي بَدَنِهَا مِنْ شَعْرَةٍ وَيُرٰي مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَّرَاءِ لَحْمِهَا وَعَظْمِهَا وَجِلْدِهَا كَمَا يُرٰي الشَّرَابُ الْاَحْمَرُ مِنَ الزُّجَاجِ الْبَيْضَاءِ وَقُرُوْنُهُنَّ مُكَلَّلَةٌ وَمُرَصَّعَةٌ بِالْيَوَاقِيْتِ .

হযরত ওহাব (রাঃ) বলিয়াছেন যে আল্লাহ তা'লা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার প্রস্থ হইল সকল আসমান ও সকল জমিনের সমান, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। যখন কিয়ামতের দিন হইবে তখন আল্লাহ তা'লা আসমান জমিনকে ফানা করিয়া দিবেন এবং বেহেশতকে আল্লাহ পাক এমনভাবে প্রশস্ত করিবেন যাহাতে সমস্ত বেহেশতবাসীর স্থান সংকুলান হইবে। উহার একশতটি স্তর থাকিবে এবং এক স্তর হইতে অন্য স্তরের দূরত্ব হইবে পাঁচশত বছরের রাস্তা। উহার ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান রহিয়াছে, ফলসমূহ নুইয়া রহিয়াছে, উহাতে মনের আকাঙ্খানুপাতে ও চোখের স্বাদানুযায়ী যাবতীয় বস্তুসমূহ রহিয়াছে। যেখানে পবিত্র স্ত্রীগণ রহিয়াছে, আল্লাহ তা'লা ঐ হুরসমূহকে নূর দ্বারা তৈরি করিয়াছেন, দেখিলে মনে হইবে যেন সাদা ধবধবে ইয়াকুত এবং প্রবাল সদৃশ, তাহারা এমন আনত দৃষ্টি সম্পন্না নারী যাহারা স্বামীগণ ছাড়া কাহারও দিকে দৃষ্টি দিবেন না। তাহাদের শরীরে ইতিপূর্বে অন্য কোন ইনসান বা জ্বিন হাতও লাগাইতে পারে নাই। যখন স্বামী তাহাদের সাথে সহবাসের মনস্থ করিবে তখন কুমারী

হিসাবে পাইবে। নানা রঙের সত্তর প্রকারের ভুষণে ভূষিত থাকিবে। ঐ সজ্জিত সত্তর প্রকারের পোশাক তাহাদের জন্য এত হালকা হইবে যে মনে হইবে একটি কেশ বহন করিতেছে। তাহাদের পায়ের গোছার মজ্জা, মাংস হাড় চামড়াএবং পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিয়া পরিস্কার দেখা যাইবে। যেমন সাদা শিশির মধ্যে লাল রং এর শরাব পরিস্কারভাবে দেখা যায়। তাহাদের কেশ জুলফি বা পার্শ্বচুল মুক্তা ও ইয়াকুত খচিত হইবে।

আটাইশতম অধ্যায়
বেহেশতের দরজাসমূহের বয়ান

اَلْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ اَبْوَابِ الْجِنَانِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض لِلْجِنَانِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِّنَ الذَّهَبِ مُرَصَّعٌ بِالْجَوَاهِرِ مَكْتُوْبٌ عَلَي الْبَابِ الْاَوَّلِ (١) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُوَ بَابُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالْاَسْخِيَاءِ (٢) وَالْبَابُ الثَّانِيْ بَابُ الْمُصَلِّيْنَ بِكَمَالِ وُضُوْئِهَا وَاَرْكَانِهَا (٣) وَالْبَابُ الثَّالِثُ بَابُ الْمُزَكِّيْنَ بِطِيْبِ اَنْفُسِهِمْ (٤) وَالْبَابُ الرَّابِعُ بَابُ الْاٰمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (٥) وَالْبَابُ الْخَامِسُ بَابُ مَنْ كَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالظُّلْمِ (٦) وَالْبَابُ السَّادِسُ بَابُ الْحُجَّاجِ وَالْمُعْتَمِرِيْنَ (٧) وَالْبَابُ السَّابِعُ بَابُ الْمُجَاهِدِيْنَ (٨) وَالْبَابُ الثَّامِنُ بَابُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَبْصَارَهُمْ مِّنَ الْمَحَارِمِ وَيَعْمَلُوْنَ الْخَيْرَاتِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَالِكَ .

হযরত ইবনে আব্বাছ(রাঃ) বলিয়াছেন বেহেশতের মুনিমুক্তা খচিত সোনার তৈরি আটটি দরজা রহিয়াছে ঃ

(১) প্রথম দরজার উপর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" লিখিত আছে। ইহা নবী রাসূল শহীদগণ ও দানবীর লোকদের জন্য।

(২) দ্বিতীয় দরজা- নামাজীদের জন্য যাহারা পূর্ণরূপে ওজু করিয়া নামাজ পড়ে।

(৩) তৃতীয় দরজা- জাকাত আদায়কারীদের জন্য যাহারা দিলের খুশির সহিত জাকাত আদায় করে।

(৪) চতুর্থ দরজা- যাহারা সৎকাজ করিতে হুকুম দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে তাহাদের জন্য।

(৫) পঞ্চম দরজা॥ কুপ্রবৃত্তি ও জুলুম অত্যাচার করা হইতে যাহারা নিজের আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখে তাহাদের জন্য।

(৬) ষষ্ঠ দরজা – হজ্ব ও ওমরা পালনকারীদের জন্য।

(৭) সপ্তম দরজা– মুজাহিদীন তথা জিহাদকারীদের জন্য।

(৮) অষ্টম দরজা– সেই সকল মুমিনগণের জন্য যাহারা নিজেদের দৃষ্টিকে হারাম বস্তু হইতে বিরত রাখে এবং নেককাজ করে। যেমন পিতামাতার সহিত সৎ ব্যবহার করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এইরূপ অন্যান্য উত্তম কাজসমূহ করে।

وَاَمَّا الْجِنَانُ فَثَمَانِيَةٌ (١) اِحْدٰهَا دَارُ الْجِنَانِ وَهِيَ مِنْ لُؤْ لُؤٍ اَبْيَضَ (٢) وَثَانِيْهَا دَارُ السَّلَامِ وَهِيَ مِنْ يَاقُوْتٍ اَحْمَرَ (٣) وَثَالِثُهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰي وَهِيَ مِنْ زَبَرْجَدٍ اَخْضَرَ (٤) وَرَابِعُهَا جَنَّةُ الْخُلْدِ وَهِيَ مِنْ ذَهَبٍ اَصْفَرَ (٥) وَخَامِسُهَا جَنَّةُ النَّعِيْمِ وَهِيَ مِنْ فِضَّةٍ (٦) وَسَادِسُهَا جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَهِيَ مِنْ ذَهَبٍ اَحْمَرَ (٧) وَسَابِعُهَا جَنَّةُ عَدْنٍ وَهِيَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ (٨) وَثَامِنُهَا جَنَّةُ الْفِضَّةِ وَهِيَ مُشْرَفَةٌ عَلَي الْجِنَانِ كُلِّهَا وَلَهَا بَابَانِ وَمِصْرَعَانِ مِنْ ذَهَبٍ كُلُّ مِصْرَاعٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاٰخَرِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

বেহেশতের সংখ্যা মোট আটটি–

(১) দারুল জেনান– ইহা সাদা মুক্তা দ্বারা তৈরী।

(২) দ্বিতীয় ঃ দারুস সালাম– ইহা লাল ইয়াকুতের দ্বারা তৈরী!

(৩) তৃতীয় ঃ জান্নাতুল মাওয়া– ইহা সবুজ পান্নার দ্বারা প্রস্তুত।

(৪) চতুর্থ ঃ জান্নাতুল খুলদ– ইহা হলদে প্রবালের তৈরী।

(৫) পঞ্চম ঃ জান্নাতুন নাঈম– ইহা সাদা রূপার তৈরী।

(৬) ষষ্ঠ ঃ জন্নাতুল ফেরদৌস– ইহা লাল সোনার তৈরী।

(৭) সপ্তম ঃ জন্নাতুল আদন– ইহা সাদা মুক্তার তৈরী।

(৮) অষ্টম ঃ জান্নাতুল ফিদ্দা– রূপার তৈরী বেহেশত। ইহা সকল বেহেশত হইতে আ'লা ও মর্যাদাবান। ইহার দুইটি দরজা এবং স্বর্ণের দুইখানা কপাট রহিয়াছে। প্রতি দুই কপাটের দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ।

واما بنائـها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها من المسك الازفر و تـرابها

www.AmarIslam.com

اَلْعَنْبَرِ وَالزَّعَفْرَانِ وَقُصُوْرُهَا اللُّؤْ لُؤُ وَغُرْفَتُهَا الْيَوَاقِيْتُ وَاَبْوَابُهَا الْجَوَاهِرُ وَفِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنَ الرَّحْمَةِ وَهِيَ تَجْرِيْ فِيْ جَمِيْعِ الْجِنَانِ وَحَصَائُهَا اللُّؤْ لُؤُ وَمَائُهَا اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰي مِنَ الْعَسَلِ وَفِيْهَا نَهْرَ الْكَوْثَرِ وَهِيَ نَهْرُ مُحَمَّدٍ اَشْجَارُهَا مِنَ الدُّرِّ وَالْيَوَاقِيْتِ . وَفِيْهَا (١) نَهْرُ الْكَافُوْرِ (٢) نَهْرُ التَّسْنِيْمِ (٢) وَفِيْهَا نَهْرُ السَّلْسَبِيْلِ وَفِيْهَا (٤) نَهْرُ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ وَمِنْ وَّرَاءِ ذَالِكَ اَنْهَارٌ وَلَا تُحْصٰى كَثْرَتُهَا .

অতএব বেহেশতের প্রস্তুত প্রণালী এই যে, একখানা ইট সোনার, একখানা রূপার, সুরকী মিশকের, আম্বর ও জাফরানের মাটি, মুক্তাখচিত অট্টালিকা, কক্ষ সমূহ ইয়াকুতের, দরজা সমূহ মনিমুক্তার ! তাহাতে রহমতের অনেক নহর (নদী) রহিয়াছে, যেই নহরগুলি সকল বেহেশতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। তাহার কাঁকর-পাথরগুলি মুক্তার এবং যাহাতে বরফের চাইতে সাদা মধুর চাইতেও মিষ্টি পানি রহিয়াছে । ইহাতে কওছর নামী নহর রহিয়াছে ইহাকে নহরে মুহাম্মদী বলা হয়। বেহেশতের গাছগুলি মোতী এবং ইয়াকুত পাথরের তৈরী। ইহাতে রহিয়াছেঃ (১) নহরে কাফুর (২) নহরে তাসনীম (৩) নহরে সলসবীল (৪) নহরে রহীকে মখতুম বা মোহরযুক্ত সরাবের নদী। ইহা ছাড়াও আরও অসংখ্য নদনদী রহিয়াছে।

وَفِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ اِلَي السَّمَاءِ وَعُرِضَ عَلَيَّ جَمِيْعُ الْجِنَانِ فَرَاَيْتُ فِيْهَا اَرْبَعَةَ اَنْهَارٍ (١) نَهْرُ مَاءٍ (٢) نَهْرٌ مِّنْ لَّبَنٍ (٣) نَهْرٌ مِّنْ خَمْرٍ (٤) وَنَهْرٌ مِّنْ عَسَلٍ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى .

হাদিস শরীফে নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন আমাকে মেরাজের রাত্রে আসমান ভ্রমণ করান হইল এবং বেহেশত দেখান হইল। তখন আমি বেহেশতে চারটি নহর দেখিতে পাইলাম (১) একটি পানির (২) দ্বিতীয়টি দুধের (৩) তৃতীয়টি শরাবের এবং (৪) চতুর্থটি মধুর।

যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (১) তাহাতে গন্ধহীন পানির অনেক নদী রহিয়াছে (২) পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের অনেক নদী রহিয়াছে (৩) খাবারে ও স্বাদে পরিবর্তনতা ছাড়া বহু দুধের নদীও রহিয়াছে (৪) পরিস্কার মধুরও বহু নদী রহিয়াছে।

فَقُلْتُ لِجِبْرَائِيْلَ يَا جِبْرَائِيْلُ مِنْ اَيْنَ تَجِيْئُ هٰذِهِ الْاَنْهَارُ وَاَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ جِبْرَائِيْلُ تَذْهَبُ اِلَي الْحَوْضِ الْكَوْثَرِ وَاَنَا لَا اَدْرِيْ مِنْ اَيْنَ تَجِيْئُ؟ سَلْ مِنَ اللّٰهِ يُعْلِمُكَ اَوْ يُرَاكَ فَدَعَا رَبَّهٗ فَجَاءَ مَلَكٌ فَسَلَّمَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِغْمِضْ عَيْنَيْكَ فَغَمَضْتُ ثُمَّ قَالَ اِفْتَحْ عَيْنَيْكَ فَفَتَحْتُ فَاِذَا اَنَا عِنْدَ شَجَرَةٍ فَاِذَا رَاَيْتُ قُبَّةً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَلَهَا بَابَانِ مِنْ يَاقُوْتٍ اَخْضَرَ وَقُفْلٌ مِنْ ذَهَبٍ اَحْمَرَ لَوْ اَنَّ جَمِيْعَ مَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَضَعُوْا عَلَيْ تِلْكَ الْقُبَّةِ فَكَانُوْا مِثْلَ طَائِرٍ جَالِسٍ عَلَيْ جَبَلٍ وَالْقُفْلُ عَلَى الْقُبَّةِ فَرَاَيْتُ هٰذِهِ الْاَنْهَارُ الْاَرْبَعَةُ تَجْرِيْ مِنْ هٰذِهٖ .

হজুর পুর নূর (সঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম– এই নদীগুলি কোথা হইতে আসিতেছে– এবং কোথায় যাইতেছে? জিব্রাঈল উত্তর দিলেন হাওজে কাওছারে পড়িতেছে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি স্থল আমার জানা নাই। আপনি আল্লাহর নিকট জানিতে চান তিনি আপনাকে তাহা জানাইয়া দিবেন অথবা দেখাইয়া দিবেন।

হুজুর (সঃ) আল্লাহর দরবারে দোওয়া করিলেন। অমনি একজন ফিরিশ্‌তা আসিয়া হুজুর (সঃ)কে ছালাম দিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি চক্ষু দুইটি বন্ধ করুন। আমি চক্ষু দুইটি বন্ধ করিলাম। তারপর বলিলেন, চোখ খুলুন, চোখ খুলিয়া দেখিলাম আমি একটি গাছের নিকট দাঁড়াইয়া আছি, সেখানে একটি সাদা মোতির গম্বুজ দেখিতে পাইলাম। উহার মধ্যে সবুজ ইয়াকুতের তৈরি দুই খানা দরজা এবং লাল সোনার তৈরী একটি তালা রহিয়াছে। যদি সারা দুনিয়ার মানুষ এবং জ্বিনকে উহার উপর বসিতে দেওয়া হয়, তবে মনে হইবে যেন একটি পাখি এক পাহাড়ের উপর বসিয়া আছে। দেখিতে পাইলাম নদী চারটি সেই গম্বুজের নিচ হইতে আসিতেছে।

فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَرْجِعَ قَالَ لِيَ الْمَلَكُ لِمَ لَا تَدْخُلُ فِي الْقُبَّةِ قُلْتُ كَيْفَ اَدْخُلُ وَعَلَي بَابِهَا الْقُفْلُ. قَالَ لِيْ اِفْتَحْ قُلْتُ كَيْفَ اَفْتَحُ؟ قَالَ لِيْ فِيْ يَدِكَ مِفْتَاحُهٗ قُلْتُ اَيْنَ مِفْتَاحُهٗ؟ قَالَ مِفْتَاحُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْقُفْلِ قُلْتُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَفَتَحَ الْقُفْلُ فَدَخَلْتُ فِي الْقُبَّةِ فَرَاَيْتُ هٰذِهِ الْاَنْهَارَ تَجْرِيْ مِنْ اَرْبَعَةِ اَرْكَانِ الْقُبَّةِ . فَلَمَّا اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ عَنِ الْقُبَّةِ قَالَ الْمَلَكُ هَلْ نَظَرْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الْمَلَكُ اُنْظُرْ اَرْكَانَهَا فَلَمَّا نَظَرْتُ رَاَيْتُ مَكْتُوْبًا عَلَي اَرْبَعَةِ اَرْكَانِ الْقُبَّةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَرَاَيْتُ نَهْرَ الْمَاءِ يَخْرُجُ مِنْ "مِيْمِ" بِسْمِ اللّٰهِ وَنَهْرِ اللَّبَنِ مِنْ "هَاءِ" بِسْمِ اللّٰهِ وَنَهْرَ الْخَمْرِ مِنْ مِيْمِ الرَّحْمٰنِ وَنَهْرَ الْعَسَلِ مِنْ مِيْمِ الرَّحِيْمِ قُلْتُ اِنَّ اَصْلَ هٰذِهِ الْاَنْهَارَ الْاَرْبَعَةَ مِنَ التَّسْمِيَةِ .

হুজুর (সঃ) বলিলেন, আমি যখন তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে চাহিলাম তখন ফিরিশতা আমাকে বলিলেন, আপনি কেন গম্বুজের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন না? আমি বলিলাম কেমন করিয়া প্রবেশ করিব? দরজায় যে তালা দেওয়া আছে।

ফিরিশতা বলিলেন তালা খুলিয়া ফেলুন, আমি বলিলাম চাবি কোথায়? কিভাবে খুলিব? ফিরিশ্‌তা বলিলেন চাবি আপনার হাতে আর তাহা হইল "বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম"

অতঃপর আমি যখন তালার কাছে গেলাম এবং বিছমিল্লাহ পাঠ করিলাম তখন অমনি উহা খুলিয়া গেল এবং আমি গম্বুজের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিতে পাইলাম গম্বুজের চারি কোণার চারটি স্তম্ভ হইতে চারটি নদী প্রবাহিত হইতেছে।

আমি যখন গম্বুজ হইতে বাহিরে আসার ইচ্ছা করিলাম তখন ফিরিশতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি ভালভাবে দেখিয়াছেন? বলিলাম হ্যাঁ। তিনি বলিলেন আবার চারি কোণের স্তম্ভ ভালরূপে দেখুন। আমি আবার দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম চারিকোণের স্তম্ভে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"লেখা রহিয়াছে। আরও দেখিলাম যে, (১) পানির নদী "বিছমিল্লাহ-র" এর মিম হইতে, (২) দুধের নদী "বিসমিল্লাহর "হা" হইতে (৩) শরাবের নদী "রহমান" এর মিম হইতে জানিতে পারিলাম এবং (৪) মধুর নদী রহীম এর "মিম" হইতে প্রবাহিত হইতেছে। আমি বলিলাম– "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিমই নদী চারটির উৎপত্তিস্থল।

فَقَالَ اللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرَنِيْ بِهٰذِهِ الْاَسْمَاءِ مِنْ اُمَّتِكَ وَقَالَ بِقَلْبٍ خَالِصٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَقَيْتُهٗ مِنْ هٰذِهِ الْاَنْهَارِ الْاَرْبَعَةِ . ثُمَّ يُسْقٰى يَوْمَ السَّبْتِ مَاءُهَا وَيَوْمَ الْاَحَدِ عَسَلُهَا وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لَبَنُهَا وَيَوْمَ الثُّلَثَاءِ خَمْرُهَا فَاِذَا شَرِبُوْا سَكِرُوْا وَطَرِبُوْا فَاِذَا طَرِبُوْا طَارُوْا اَلْفَ عَامٍ حَتّٰي يَنْتَهُوْا عَلَيْ جَبَلٍ عَظِيْمٍ مِنَ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ فَيَخْرُجُ السَّلْسَبِيْلُ مِنْ تَحْتِهٖ فَيَشْرَبُوْنَ وَذَالِكَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ ثُمَّ يَطِيْرُوْنَ اَلْفَ عَامٍ حَتّٰى يَنْتَهُوْا اِلَي قَصْرٍ مُنِيْفٍ فِيْهِ سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ وَاَكْوَابٌ مَوْضُوْعَةٌ وَيَجْلِسُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَي سَرِيْرٍ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِمْ شَرَابُ الزَّنْجَبِيْلِ فَيَشْرَبُوْنَ وَذَالِكَ يَوْمَ

 www.AmarIslam.com

الْخَمِيْسِ ثُمَّ يُمْطَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْمٍ اَبْيَضَ اَلَّذِيْ خُلِقَ مِنْ قَبْلُ بِعَشْرِ اَلْفِ عَامٍ حُلَلاً وَاَلْفَ عَامٍ جَوَاهِرَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ جَوْهَرَةٍ حُوْرِيَّةٌ ثُمَّ يَطِيْرُوْنَ اَلْفَ عَامٍ حَتّٰي يَنْتَهُوْا اِلٰي مَقْعَدٍ صِدْقٍ وَذَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْعُدُوْنَ عَلٰي مَائِدَةِ الْخُلْدِ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الرَّحِيْقُ الْمَخْتُوْمُ بِخِتَامٍ مِّنَ الْمِسْكِ فَيَشْرَبُوْنَ. ثُمَّ قِيْلَ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ وَيَجْتَنِبُوْنَ الْمَعَاصِيْ -

তারপর আল্লাহ তা'লা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার উম্মতের যে লোক এই নামগুলি দ্বারা আমাকে স্মরণ করিবে এবং খালিছ দিলে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলিবে আমি তাহাকে এই নদী চারিটি হইতে পানি পান করাইব।

অতঃপর তাহাকে (১) শনিবার পানি, (২) রবিবার মধু, (৩) সোমবার দুধ, (৪) মঙ্গলবার পবিত্র শরাব পান করান হইবে। শরাব পান করিয়া মাতাল হইয়া সে হাজার বছর পযন্ত উড়িতে থাকিবে, শেষে তীব্র সুগন্ধযুক্ত একটি পাহাড়ে সে পৌছিবে, উক্ত পাহাড়ের নীচ দিয়া 'ছলছবিল নামক নদী প্রবাহিত হইবে এবং সেই নদী হইতে সে বুধবার দিন পানি পান করিবে। আবার হাজার বছর উড়িতে থাকিবে। তারপর সে এক সুউচ্চ বালাখানায় আসিয়া পৌছিবে, সেখানে উঁচু উঁচু তখত, সারি সারি পেয়ালা এবং গালিচা বিছানো থাকিবে, তাহাদের এক একজন এক এক তখতের উপর বসিবে। তারপর তাহাদের উপর জনজবিলের (আদার) শরাব অবতীর্ণ হইবে এবং তাহারা পান করিবে। ইহা হইবে বৃহস্পতিবার।

তারপর আল্লাহতা'লা কতৃক পূর্বেই সৃষ্ট সাদা মেঘমালা তাদের উপর দশ হাজার বৎসর যাবত বর্ষণ করিতে থাকিবে সোনার পোশাক পরিচ্ছদ এবং হাজার বছর পর্যন্ত বর্ষণ করিবে জাওহার, প্রত্যেক জাওহারের সাথে এক একটি হুরও থাকিবে। তারপর হাজার বছর পর্যন্ত উড়িয়া তাহারা মোকআদে সিদ্‌কা তথা এক সভ্য সন্দর মজলিসে ক্ষমতাশালী বাদশাহের নিকট পৌছিবে। সেই দিন হইবে জুমার দিন। তখন তাহারা চিরন্তন দস্তরখানায় বসিবেন এবং তাহাদের প্রতি মিশকের মোহরযুক্ত খাঁটি শরাব অবতীর্ণ হইবে, আর তাহারা তাহা পান করিবেন। অতঃপর বলা হইবে ইহারা ঐ লোক যাহারা নেক আমল করিয়াছেন ও গুনাহের কাজ হইতে বিরত রহিয়াছেন।

قَالَ كَعْبٌ رض سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشْجَارِ الْجَنَّةِ قَالَ لاَ يَبْلٰي اَغْصَانُهَا وَلَاتَسَاقَطُ اَوْرَاقُهَا وَلَا تَفْنٰي اَثْمَارُهَا وَاِنَّ اَكْبَرَ اَشْجَارِ الْجَنَّةِ طُوْبٰي اَصْلُهَا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَوَسْطُهَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَاَغْصَانُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ وَاَوْرَاقُهَا مِنْ

سُنْدُسٍ وَعَلَيْهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ غُصْنٍ وَكُلُّ غُصْنٍ مُلْحَقٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ وَاَدْنٰى اَغْصَانِهَا مِثْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةٌ وَلَا قُبَّةٌ وَلَاحُجْرَةٌ اِلاَّ فِيْهَا غُصْنٌ مُّلْحَقٌ بِهَا فَيَظِلُّ عَلَيْهَا وَذفِيْهَا مِنَ الثِّمَارِ مَا تَشْتَهِي الْاَنْفُسُ نَظِيْرُهَا فِي الدُّنْيَا الشَّمْسُ اَصْلُهَا فِي السَّمَاءِ وَضَوْءُهَا فِيْ كُلِّ مَكَانٍ .

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট বেহেশতের গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে হুজুর (সঃ) বলিলেন, তাহাদের ডালগুলি শুকায় না, পাতা ঝরে না, ফলও শেষ হয় না, বেহেশতের সবচেয়ে বড় বৃক্ষ হইল 'তুবা' নামীয় বৃক্ষ। তাহার মূল সাদা মোতির উপর, মধ্যভাগ রহমতের, ডালগুলি পান্নার, পাতাগুলি রেশমের মত মসৃণ। তাহার সত্তর হাজার ডাল এবং ডালগুলি আরশের পায়ার সাথে মিলিত। তাহার সবচেয়ে ছোট ডালটি পৃথিবীর আকাশ সমতুল্য। বেহেশতে কোন বালাখানা, হুজরা-কামরা, গম্বুজ এমন নাই যেখানে তাহার কোন না কোন একটি শাখা ছায়াপাত করিতেছে না। লোভনীয় অনেক ফল তাহাতে ঝুলিতেছে। দুনিয়াতে উহা সূর্যের সাথে তুলনীয়। কেননা সূর্যের মূল যেমন আসমানে কিন্তু তাহা হইতে প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক স্থানে আলো পৌছিতেছে।

قَالَ عَلِيٌّ (كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ) بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ اَشْجَارَ الْجَنَّةِ تَكُوْنُ مِنَ الْفِضَّةِ وَاَوْرَاقُهَا بَعْضُهَا فِضَّةٌ وَبَعْضُهَا ذَهَبٌ فَاِنْ كَانَ اَصْلُ الشَّجَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ يَكُوْنُ اَغْصَانُهَا مِنَ الْفِضَّةِ وَاِنْ كَانَ اَصْلُ الشَّجَرَةِ مِنَ الْفِضَّةِ يَكُوْنُ اَغْصَانُهَا مِنَ الذَّهَبِ . وَشَجَرَةُ الدُّنْيَا اَصْلُهَا فِي الْاَرْضِ وَفَرْعُهَا فِي الْهَوَاءِ لِاَنَّهَا دَارُ التَّكْلِيْفِ وَلَيْسَ كَذَالِكَ اَشْجَارُ الْجَنَّةِ فَاِنَّ اَصْلَهَا فِي الْهَوَاءِ وَاَغْصَا نُهَا فِي الْاَرْضِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ اَيْ ثَمَرُهَا قَرِيْبٌ وَتُرَابُ اَرْضِهَا مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ وَكَافُوْرٌ وَاَنْهَارُهَا لَبَنٌ وَعَسَلٌ وَخَمْرٌ وَمَاءٌ. وَاِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ يَضْرِبُ الْوَرَقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُسْمَعُ مِنْهُ صَوْتٌ مَا سَمِعَ مِثْلَهُ فِي الْحُسْنِ .

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বেহেশতের গাছগুলি রূপার হইবে এবং পাতা কোনটি রূপার কোনটি সোনার হইবে। যদি গাছের মূল সোনার হয়, তবে ডালগুলি রূপার হইবে এবং মূল রূপার হইলে ডাল সোনার হইবে।

দুনিয়ার গাছগুলির মূল জমিনে এবং ডালগুলি শূন্যে। কেননা দুনিয়া কষ্ট ভোগের স্থান। কিন্তু বেহেশতের গাছগুলি তেমন নয় কেননা সেইগুলির মূল শূন্যে শাখাগুলি জমিনে।

 www.AmarIslam.com

যেমন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন– "তাহার ফলগুলি নিকটবর্তী।" বেহেশতের জমির মাটি মিশক, আম্বর এবং কাফুরের। নদীগুলি দুধ, মধু, শরাব এবং পানির। বেহেশত দিয়া যখন বাতাস বহে এবং পাতাগুলি নড়িয়া পরস্পরের স্পর্শে মনমাতানো যে আওয়াজ হয় সেই সুন্দর মন ভুলানো আওয়াজ কেহ কোথাও শুনে নাই।

رُوِىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَخْرُجُ مِنْ اَعْلَاهَا حُلَلٌ وَّمِنْ اَسْفَلِهَا الْخَيْلُ ذَا تُ اَجْنِحَةٍ وَسُرُوْجُهَا مُرَصَّعَةٌ بِالدُّرِّ وَالْيَوَاقِيْتِ وَلَا يَرُوْثُ وَلَا يَبُوْلُ فَيَرْكَبُ عَلَيْهَا اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَطِيْرُ بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ . فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَسْفَلَ مِنْهُمْ يَا رَبِّ بِمَا بَلَغَ عِبَادُكَ هٰؤُلَاءِ بِهٰذِهِ الْكَرَامَةِ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ تَنَامُوْنَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَكَانُوْا يَصُوْمُوْنَ وَاَنْتُمْ تُفْطِرُوْنَ وَهُمْ يُجَاهِدُوْنَ وَاَنْتُمْ تَجْتَنِبُوْنَ وَهُمْ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْتُمْ تَبْخَلُوْنَ .

হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হযরত রাসূলে করিম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ রহিয়াছে যাহার উপরিভাগ হইতে অলংকার বাহির হয় এবং নীচের অংশ হইতে পাখাবিশিষ্ট ঘোড়া বাহির হয়। সেই ঘোড়ার জ্বিন মনি মুক্তা দ্বারা সজ্জিত। ইহা পেশাব পায়খানা কিছুই করে না। ঐ ঘোড়াগুলির উপর আল্লাহর ওলীগণ সওয়ার হইয়া বেহেশতে উড়িতে থাকিবেন।

তাঁহাদের চেয়ে নিম্ন শ্রেনীর লোকেরা বলিবে হে প্রভু! আপনার এই সব বান্দা এই সমস্ত কারামত কোন আমলের দরুন পাইয়াছেন? তখন আল্লাহ তাহাদিগকে বলিবেন তোমরা যখন ঘুমাইতে তখন উহারা নামাজ পড়িত, তোমরা যখন খাবারে লিপ্ত ছিলে তখন তাহারা রোজা রাখিত, তাহারা যখন জিহাদ করিত তখন তোমরা এক কিনারায় রহিয়া যাইতে, তাহারা যখন নিজ নিজ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিত তখন তোমরা কৃপণতা করিয়া সম্পদ আকড়াইয়া থাকিতে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَّسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِأَةَ عَامٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ" نَظِيْرُهٗ فِي الدُّنْيَا اَلْوَقْتُ الَّذِيْ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ غُرُوْبِهَا اِلٰى اَنْ يَدْخُلَ سَوَادُ اللَّيْلِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বেহেশতে এমন একটি গাছ রহিয়াছে যাহার ছায়ায় সওয়ারী লোক সওয়ার হইয়া একশত বছর পর্যন্ত

ভ্রমণ করিতে পারিবে। যেমন আল্লাহর বাণী "বিস্তৃত ও দীর্ঘ ছায়া।" পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত হইল সূর্য উদয়ের পূর্বের সময় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরের সময় রাত্রির অন্ধকার প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– "আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেন নাই যে, তিনি ছায়াকে কিভাবে দীর্ঘায়িত করিয়াছেন?" (এখানে ছায়াকে প্রশস্ত করার মানে হইল সূর্য উদয়ের আগে ও পরের সময়টুকু।)

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ لَاُنَبِّئُكُمْ سَاعَةً هِيَ اَشْبَهُ سَاعَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ظِلُّهَا قَائِمٌ وَّرَاحَتُهَا بَسِيْطٌ وَبَرَكَتُهَا كَثِيْرَةٌ .

নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলিয়াছেন,.আমি তোমাদিগকে এমন এক সময়ের বর্ণনা দিব যেই সময়টা বেহেশতের সময়ের মত। তাহা হইল সূর্য উদয়ের আগের সময়টা ও অস্ত যাওয়ার পরের সময়টা। যাহার ছায়া অনেকক্ষণ অপেক্ষমাণ থাকে এবং ঐ ছায়ার কিনারা দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার বরকতও অনেক রহিয়াছে।

উনত্রিশতম অধ্যায়

হুরদের বয়ান প্রসঙ্গে

اَلْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ الْحُوْرِ

وَفِي الْخَبَرِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى وُجُوْهَ الْحُوْرِ مِنْ اَرْبَعَةِ اَلْوَانٍ اَخْضَرُ اَبْيَضُ وَاَصْفَرُ وَاَحْمَرُ وَبَدَنُهَا مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُوْرِ وَشَعْرُهَا مِنَ الْقَرَنْفُلِ ، وَمِنْ اَصَابِعِ رِجْلِهَا اِلٰى رُكْبَتِهَا مِنَ الزَّعْفَرَانِ الطَّيِّبِ وَمِنْ رُكْبَتِهَا اِلٰى حِضْنِهَا مِنَ الْمِسْكِ وَمِنْ حِضْنِهَا اِلٰى عُنُقِهَا مِنَ الْعَنْبَرِ وَمِنْ عُنُقِهَا اِلٰى رَأْسِهَا مِنَ الْكَافُوْرِ وَلَوْ بَزَقَتْ بَزْقَةً فِي الدُّنْيَا لَصَارَتْ مِسْكًا وَفِيْ صَدْرِهَا مَكْتُوْبٌ اِسْمُ زَوْجِهَا وَاسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهَا فَرْسَخٌ فِيْ فَرْسَخٍ وَفِيْ كُلِّ يَدٍ مِّنْ يَدَيْهَا عَشَرَةُ اَسْوِرَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّفِيْ اَصَابِعِهَا عَشَرَةُ خَاتَمٍ وَفِيْ رِجْلِهَا عَشَرَةُ خَلَاخِلَ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَاللُّؤْلُؤِ .

হাদিস শরীফে নবী করিম (সঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক হুরদের চেহারাকে চার প্রকারের রং দিয়া পয়দা করিয়াছেন– (১) সবুজ, (২) সাদা, (৩) হলুদ এবং

(৪) লাল। তাহাদের শরীর (১) জাফরান, (২) মিশক, (৩) আম্বর ও (৪) কাফুর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের চুল লবং দিয়া, পায়ের অঙ্গুলী হইতে উরু পর্যন্ত সুগন্ধি জাফরান দিয়া, উরু হইতে স্তন পর্যন্ত মিশক দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্তন হইতে গর্দান পর্যন্ত আম্বর দিয়া এবং গর্দান হইতে মাথা পর্যন্ত কাফুর দিয়া। তাহারা যদি একবার দুনিয়াতে থুথু ফেলে তবে সারা দুনিয়া মিশকে পরিণত হইবে। প্রত্যেকের বুকে তাহার স্বামীর নাম এবং আল্লাহর নামসকল হইতে কোন এক নাম লিখা রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের দুই কাধের ফাঁক এক বর্গ ক্রোশ। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে দুইগাছা সোনার কাঁকন রহিয়াছে। দশ আংগুলিতে দশটি অংগুলিদান, পা দুইখানাতে দশ খানা মনি মুক্তার তৈরী পাজের (পায়ের খাড়ু) থাকিবে।

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ حُوْرًا يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ خَلَقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰي مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَالزَّعْفَرَانُ وَالْكَافُوْرُ وَالْعَنْبَرُ. وَعُجِنَتْ طِيْنَتُهَا بِمَاءِ الْحَيْوَانِ وَجَمِيْعُ الْحُوْرِ لَهَا عُشَّاقٌ وَلَوْ بَزَقَتْ فِي الْبَحْرِ بَزْقَةً لَعَذُبَ مَاءُ الْبَحْرِ مِنْ رِيْقِهَا وَمَكْتُوْبٌ عَلٰي صَدْرِهَا مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ مِثْلِيْ فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ رَبِّيْ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করিম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে বেহেশতের মধ্যে লু'বা নামক হুর রহিয়াছে। তাহাকে আল্লাহ পাক মিশক, কাফুর, জাফরান, আম্বর, এই চারি বস্তুর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। আবে হায়াতের পানি তাহার তৈরীকৃত মাটির সাথে মিশ্রণ করা হইয়াছে, সকল হুর এর জন্য তাহাদের প্রেমিকগণ রহিয়াছে। সে সমুদ্রের মধ্যে একবার থুথু ফেলিলে সমস্ত পানি মিষ্টতা লাভ করিত। তাহাদের বুকে লেখা "যে ব্যক্তি আমার মত হুর পাইতে চায় সে যেন আমার প্রতিপালককে অনুগত হইয়া ইবাদত করে।"

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي خَلَقَ جَنَّاتِ عَدْنٍ ثُمَّ دَعَا جِبْرَائِيْلَ ع وَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَانْظُرْ مَا خَلَقْتُ لِعِبَادِيْ وَاَوْلِيَائِيْ فَذَهَبَ جِبْرَائِيْلُ وَطَافَ عَلٰي تِلْكَ الْجِنَانِ فَاَشْرَقَتْ اِلَيْهِ جَارِيَةٌ مِّنْ حُوْرِ الْعِيْنِ مِنْ تِلْكَ الْقُصُوْرِ فَتَبَسَّمَ فَاَضَاءَتْ جَنَّاتُ عَدْنٍ مِنْ ضَوْئِهَا وَمِنْ نُوْرِ ثَنَايَاهَا فَخَرَّ جِبْرَائِيْلُ ع سَاجِدًا فَظَنَّ اَنَّهُ مِنْ نُوْرِ رَبِّ الْعِزَّةِ

فَنَادَتْهُ الْجَارِيَةُ يَا اَمِيْنَ اللّٰهِ اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَكِ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ يَا اَمِيْنَ اللّٰهِ! اَتَدْرِيْ لِمَنْ خُلِقْتُ قَالَ لَا قَالَتْ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَنِيْ لِمَنْ آثَرَ رِضَاءَهُ عَلٰي هَوَاءِ نَفْسِهِ.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'লা যখন আদন বেহেশত তৈয়ার করিলেন তখন জিব্রাঈল (আঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন যাও তো দেখ আমি আমার বান্দাদের ও অলিদের জন্য কি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছি। জিব্রাঈল (আঃ) গেলেন এবং ঐ বেহেশতগুলির চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ঐ বালাখানার হুরেঈন হইতে একজন হুর তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলে তাহার দাঁতের আলোতে আদন বেহেশত আলোকিত হইয়া গেল। জিব্রাঈল ইহা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং ভাবিলেন ইহা রাব্বুল আলামীনের নূর। হুরটি আওয়াজ দিয়া বলিল হে আমিনুল্লাহ (ইহা জিব্রাঈলের উপাধি)! মাথা তুলিয়া দেখুন তিনি মাথা তুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া। বলিলেন, সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। বালিকটি আবার বলিল, হে আমিনুল্লাহ (আল্লাহর আমানত) আপনি জানেন কি আল্লাহ আমাকে কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। বালিকা বলিলেন, আমাকে ঐ লোকের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যে স্বীয় ইচ্ছা ও স্বীয় ভোগ বিলাসের উপর আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহর সন্তোষকে প্রাধান্য দান করিবে।

وَعَلٰى هٰذَا جَاءَ فِى الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْجَنَّةِ مَلَائِكَةً يَبْنُوْنَ قُصُوْرًا لَبِنَةً مِّنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةً مِّنْ ذَهَبٍ فَبِنَاءٌ هُمْ كَذَالِكَ وَاِذَا كَفُّوْا عَنِ الْبِنَاءِ قَالُوْا تَمَّتْ نَفَقَتُنَا. قُلْتُ مَا نَفَقَتُكُمْ؟ قَالُوْا اِنَّ اَصْحَابَ الْقُصُوْرِ كَانُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فَلَمَّا كَفُّوْا عَنْ ذِكْرِهِ كَفَفْنَا عَنْ بِنَائِهَا.

ইহারই সমর্থনে হাদিস শরীফে বর্নিত আছে যে, হুজুর আকরাম(সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি (মেরাজ রজনীতে) বেহেশত এর মধ্যে কতেক ফিরিশতাদেরকে দেখিলাম তাহারা একখানা বালাখানা তৈয়ার করিতেছে, যাহার একখানা ইট সোনার অপর একখানা রূপার। তাহারা বানাইয়া চলিতেছে কিন্তু হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে কাজ বন্ধ। জিজ্ঞাসা করিলাম কাজ বন্ধ কেন? উত্তরে ফিরিশতাগণ বলিলেন-- খরচ নাই। আমি বলিলাম, তোমাদের আবার খরচ কিসের? তাহারা বলিলেন এই

বালাখানা যাহার জন্য তৈয়ার করা হইতেছে তিনি দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির করেন। তিনি যখন আল্লাহর জিকির বন্ধ করেন আমরাও কাজ বন্ধ করিয়া দেই।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ رَمَضَانَ اِلَّا يُزَوِّجُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ خَيْمَةٍ مِّنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ .

হযরত নবী করিম(সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বান্দা রমজানের রোজাগুলি থাকিবে আল্লাহ তা'লা তাহাকে শাদি করাইয়া দিবেন ঝক ঝকে মুক্তার তৈরি তাঁবুতে বেষ্টিত এক রমণীকে।

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَبْعُوْنَ سَرِيْرًا مِّنْ يَاقُوْتٍ حَمْرَاءَ وَعَلٰى كُلِّ سَرِيْرٍ سَبْعُوْنَ فِرَاشًا وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ اَلْفُ وَصِيْفَةٍ وَفِيْ يَدِ كُلِّ وَصِيْفٍ صَحِيْفَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَ تُعْطِيْهَا زَوْجَهَا . هٰذَا لِكُلِّ مَنْ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سِوٰى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ .

যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন এমন হুর যাহারা তাঁবুতে বেষ্টিত। প্রত্যেক রমণীর জন্য থাকিবে লাল রঙের ইয়াকুতি পাথরে তৈরি সত্তরটি খাঁট, প্রত্যেক খাটের উপর থাকিবে সত্তরটি বিছানা আবার প্রত্যেক রমণীর জন্য এক হাজার জন দাসী থাকিবে,সেই প্রত্যেক দাসীর হাতে থাকিবে এক একটি করিয়া সোনার পেয়ালা, যাহা ঐ রমণীগণের স্বামীগণকে দিবেন।

বস্তুত ঃ এই সকল নেয়ামত ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা অন্যান্য নেককাজ ছাড়াও রমজানের রোজা.রাখিবে।

www.AmarIslam.com

ত্রিশতম অধ্যায়

বেহেশতবাসীর বর্ণনা

اَلْبَابُ الثَّلَاثُوْنَ فِيْ ذِكْرِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

فِي الْخَبَرِ اَنَّ مِنْ وَّرَاءِ الصِّرَاطِ صَحَارٰى فِيْهَا اَشْجَارٌ طَيِّبَةٌ وَ تَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ عَيْنَانِ مِنْ مَّاءٍ اِنْفَجَرَتْ مِنَ الْجَنَّةِ اِحْدٰيهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ وَالْاُخْرٰى عَنِ الشِّمَالِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يَمُرُّوْنَ مِنَ الصِّرَاطِ وَقَدْ قَامُوْا عَنِ الْقُبُوْرِ وَقَامُوْا فِي الْحِسَابِ وَوَقَفُوْا فِي الشَّمْسِ وَجَاءُ وْا يَشْرَبُوْنَ مِنْ اِحْدَي الْعَيْنَيْنِ فَاِذَا بَلَغَ الْمَاءُ صُدُوْرَهُمْ يَزُوْلُ عَنْهَا كُلُّ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خِيَانَةٍ حَسَدٍ وَاِذَا بَلَغَ الْمَاءُ بُطُوْنَهُمْ يَزُوْلُ عَنْهَا كُلُّ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ قَذَرٍ وَّدَمٍ وَبَوْلٍ فَيَطْهُرُوْنَ مِنْ كُلِّ ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ ثُمَّ يَجِيْئُوْنَ فِيْ حَوْضٍ آخَرَ فَيَغْسِلُوْنَ فِيْهَا رُؤُسَهُمْ فَيَصِيْرُ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ تَلِيْنُ نُفُوْسُهُمْ كَالْحَرِيْرِ وَ تَطِيْبُ اَجْسَادُهُمْ كَالْمِسْكِ فَيَنْتَهُوْنَ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَاِذَا بِحَلْقَةٍ مِّنْ يَاقُوْتٍ حَمْرَاءَ فَيَضْرِبُوْنَهَا بِصَفْحَتِهِمْ فَتَخْرُجُ الْحُوْرُ فَتُعَانِقُ زَوْجَهَا فَيَقُوْلُ لَهُ اَنْتَ حَبِيْبِيْ وَاَنَا رَاضِيَةٌ عَنْكَ لَا اَسْخَطُ عَنْكَ اَبَدًا .

وَ تَدْخُلُ بَيْتَهَا وَفِي الْبَيْتِ سَبْعُوْنَ سَرِيْرًا وَعَلٰي كُلِّ سَرِيْرٍ سَبْعُوْنَ فِرَاشًا وَعَلٰي كُلِّ فِرَاشٍ سَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَعَلَيْهَا سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرٰى مُخُّ سَاقَيْهَا مِنْ وَّرَاءِ الْجِلْدِ وَلَوْاَنَّ شَعْرَةً مِّنْ شَعْرِ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَقَطَتْ اِلَي الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ نِسَاءُ اَهْلِ الْاَرْضِ .

হাদিস শরীফে আছে– পুল সিরাতের পিছনের দিকে কতক প্রশস্ত ময়দান রহিয়াছে, তাহাতে অনেক পবিত্র বৃক্ষরাজি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বৃক্ষের নীচ দিয়া বেহেশত হইতে দুইটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইতেছে। একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে। মুমিন পুলসিরাত পার হওয়া, কবর হইতে উঠা, এবং হিসাবের জন্য প্রখর রোদে দাঁড়ানো হেতু কষ্টের পর ঝর্ণা দুইটির কোন একটি হইতে পানীয় পান করিবে। পানি বুকে পৌছিলে প্রত্যেক বুক হইতে হাসাদের (ঈর্ষার) খেয়ানত দূর হইবে। পানি যখন পেটে পৌছিবে তখন পানকারীর পেটে যাহা নাপাকী, খুন এবং পেশাব ছিল তাহা সব দূর হইয়া যাইবে। অতএব তাহারা ভিতরে বাহিরে ঈর্ষা হইতে পাক হইয়া যাইবে।

অতঃপর তাহারা অপর ঝর্ণায় পৌঁছিবে। তাহারা এখানে মাথা এবং শরীর ধৌত করিবে। ইহাতে তাহাদের শরীর মিশকতুল্য সুগন্ধিতে পরিণত হইবে, চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের মত হইবে, আত্মা রেশমের মত কোমল হইয়া যাইবে। তারপর বেহেশতের দরজায় গিয়া পৌঁছিবে। দরজায় উপস্থিত হইয়া যখন মুমিনগণ দেখিতে পাইবে যে, আংটা (জিনজির) লাল ইয়াকুতের তখন ইচ্ছা করিয়া তাহারা খট খট আওয়াজ করিবে। ইহাতে এক সুক্ষ্ম আওয়াজ হইবে তাহা শুনিয়া হুরগণ বুঝিতে পারিবে তাহার স্বামী আসিয়াছে তখন হুরদের প্রত্যেকেই বাহির হইয়া আসিবে এবং নিজ নিজ স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলাকুলি করিবে এবং বলিবে আপনি আমার মাহবুব বন্ধু। আমি আপনার প্রতি চির সন্তুষ্ট, কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। অতপর তাহারা বেহেশতে নিজ ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে। প্রত্যেক ঘরে সত্তর খানা করিয়া তখত থাকিবে, প্রত্যেক তখতে সত্তর খানা করিয়া বিছানা থাকিবে, প্রত্যেক বিছানায় সত্তরজন করিয়া স্ত্রী থাকিবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর ভুষণ হইবে সত্তরখানা। তাদের ত্বকের মধ্যে দিয়া পায়ের গোছার মজ্জা পরিস্কার দেখা যাইবে। হাদীস শরীফে আরও আছে– যদি বেহেশতবাসী মহিলাদের একটি চুলও দুনিয়াতে পড়ে তবে জমিনবাসী সকল মহিলা উহার আলোতে আলোকিত হইত।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَنَّةُ بَيْضَاءُ يَتَلَأْلَأُ لَا يَنَامُ اَهْلُهَا وَلَا شَمْسَ وَلَا قَمَرَ وَلَا لَيْلَ وَلَا نَهَارَ وَلَا نَوْمَ فِيْهَا لِاَنَّ النَّوْمَ اَخُ الْمَوْتِ . وَلِدَارِ الْجَنَّةِ حَوَائِطُ مُحِيْطَةٌ بِالْجِنَانِ كُلِّهَا (١) اَلْاَوَّلُ مِنْ فِضَّةٍ (٢) وَالثَّانِيْ مِنْ ذَهَبٍ (٣) اَلثَّالِثُ مِنْ جَوْهَرٍ (٤) وَالرَّابِعُ مِنْ لُؤْلُؤٍ (٥) وَالْخَامِسُ مِنْ دُرٍّ (٦) وَالسَّادِسُ مِنْ زَبَرْجَدٍ (٧) وَالسَّابِعُ مِنْ نُوْرٍ يَتَلَأْلَأُ مَا بَيْنَ كُلِّ حَائِطَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِأَةِ عَامٍ وَاَمَّا اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ مَكْحُوْلٌ وَلِلرِّجَالِ شَوَارِبُ خُضْرٌ وَهُوَ اَمْلَحُ وَلَا تَكُوْنُ لِلنِّسَاءِ ذَالِكَ لِيَمِيْزَ الرِّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ .

হযরত নবী করিম(সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, বেহেশত সাদা চক্ চকে, বেহেশেতবাসী ঘুমায় না। সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, রাত, দিন এবং ঘুম নাই। কেননা ঘুম মৃতের ভাই।

বেহেশতের চারপাশে অনেক প্রাচীর রহিয়াছে যেইগুলি সকল বেহেশতকে ঘিরিয়া রহিয়াছে– (১) প্রথমটি চান্দির, (২) দ্বিতীয়টি সোনার, (৩) তৃতীয়টি ইয়াকুতের, (৪) চতুর্থটি মোতির, (৫) পঞ্চমটি মুক্তার (৬) ষষ্ঠটি পান্নার, (৭) সপ্তমটি চক্ চকে নূরের। প্রতিটি দেওয়ালের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ শত বছরের রাস্তা।

আর বেহেশতবাসীর শরীরে লোম থাকিবে না এবং মুখে দাড়ি থাকিবে না। তাদের চক্ষে সুরমা লাগানো থাকিবে। পুরুষদের লাবন্যময় সবুজ গোঁফ থাকিবে যাহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাইবে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَكُوْنَ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يَنْقَلِبُ كُلُّ حُلَّةٍ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ سَبْعُوْنَ لَوْنًا فَيَرٰى وَجْهَهُ فِيْ وَجْهِهَا وَصَدْرِهَا وَسَاقِهَا–وَوَجْهَهَا فِيْ وَجْهِهٖ وَسَاقِهٖ وَصَدْرِهٖ لَا يَبْزُقُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَكُوْنُ شَعْرُ الْاِبِطِ وَالْعَانَةِ اِلَّا الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرُ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ثُمَّ يَزْدَادُوْنَ كُلَّ يَوْمٍ حُسْنًا وَجَمَالًا كَمَا يَزْدَادُوْنَ فِي الدُّنْيَا هَرَمًا وَّضُعْفًا فَيُعْطٰى لِلرِّجَالِ قُوَّةُ مِأَةِ رِجَالٍ فِي الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَ تُجَامِعُهٗ كَمَا يُجَامِعُ اَهْلُ الدُّنْيَا اَهْلَهٗ وَلَا جُنُبًا وَلَا كَسَلًا وَلَا مِلَالًا وَلَا مَنِيٌّ فِي الْفُرُشِ وَكُلَّ يَوْمٍ يَجِدُهَا عَذْرَاءَ .

হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক বেহেশতীর সত্তর রকমের পোশাক হইবে। প্রতিটি পোশাক ঘন্টায় সত্তর রকমের রং বদলাইবে। তাহারা নিজের চেহারা (আয়নার মত) হুরের চেহারা, বুক এবং পায়ের গোছার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইবে। এইরূপ হুরগণও তাহাদের চেহারা বেহেশতবাসীর চেহারা, বুক এবং পায়ের গোছা দিয়া দেখিতে পাইবে।

তাহারা থুথু ফেলিবে না, নাক ঝাড়িবে না এবং প্রস্রাব করিবে না। তাহাদের বগল ও লজ্জাস্থানে চুল হইবে না। কিন্তু ভ্রূযুগল, মাথা এবং চোখের পাতায় লোম থাকিবে। ইহাদের দিন দিন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, যেমনিভাবে দুনিয়াতে বার্ধক্য ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়।

বেহেশতী পুরুষদের প্রত্যেককে একশত পুরুষের শক্তি দেওয়া হইবে পানাহারে এবং স্ত্রী সহবাসে। বহুকাল পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষ দুনিয়ার সহবাসের মত সহবাসে লিপ্ত থাকিবে। কিন্তু তাহারা অপবিত্র হইবে না। অলসতাও প্রকাশ করিবে না, দুর্বলতাও অনুভব করিবে না। বিছানায় কোন শুক্রও পাইবে না। প্রতিদিন হুরগণকে তাহারা কুমারী হিসাবেই পাইবেন।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاِذَا اَكَلَ وَلِيُّ اللّٰهِ مِنَ الْفَاكِهَةِ مَاشَاءَ يَشْتَاقُ اِلَى الطَّعَامِ فَيَأْمُرُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يُقَدِّمُوْا آلَةَ الطَّعَامِ فَيَأْتُوْنَ سَبْعُوْنَ اَلْفَ وَصِيْفَةٍ بِسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَائِدَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْ كُلِّ صَحْفَةٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ لَوْنٍ مِّنَ الطَّعَامِ لَمْ تَنَلْهُ النَّارُ وَلَمْ يَطْبَخْهُ الطَّبَّاخُ وَلَمْ يُغْلَ فِيْ قِدْرِ النَّاسِ

وَغَيْرِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَالَ كُنْ فَكَانَ بِلَا تَعْبٍ وَلَا نَصَبٍ . فَيَاْكُلُ وَلِيُّ اللّٰهِ مِنْ تِلْكَ الصَّحَائِفِ مَاشَاءَ وَزَوْجَتُهُ مَعَهُ فَاِذَا شَبِعَ تَنْزِلُ الطُّيُوْرُ عَلٰي مَاءٍ جَارٍ ثُمَّ اَقْبَلَ طَيْرٌ مِّنْ طُيُوْرِ الْجَنَّةِ عَظْمُهَا كَعَظْمِ الْبُخْتِ فَيَقِفُوْنَ بِجَنَاحِهِمْ عَلٰى رَأْسِ وَلِيِّ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ كُلُّ طَائِرٍ اَنَا طَائِرٌ اَكَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَشَرِبْتُ كَذَا مِنْ مَّاءِ السَّلْسَبِيْلِ وَالْكَافُوْرِ وَاَكْوَابٍ كَهَيْئَةِ الْقَوَارِيْرِ وَاسِعَةُ الرَّأْسِ لَيْسَ لَهَا عُرْوَةٌ اِلَّا مِنْ ذَهَبٍ وَدُرٍّ وَّفِضَّةٍ وَّيَاقُوْتٍ يَرَى الشَّرَابُ مِنْ ظَاهِرِهَا كَمَا يُرٰى بَاطِنُهَا مِنْ سِقَاءِ الْعَقِيْقِ وَالطُّيُوْرُ قَدْ رَعَتْ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيَشْتَاقُ وَلِيُّ اللّٰهِ اِلٰي تِلْكَ الطُّيُوْرِ فَيَاْمُرُ اللّٰهُ تَعَالٰي فَيَقْطَعُ فَيَكُوْنُ مَشْوِيًّا عَلٰي مَائِدَةٍ مِّنْ اَيِّ لَوْنٍ شَاءَ فَيَاْكُلُ وَلِيُّ اللّٰهِ مَا شَاءَ مِنْ لُحُوْمِهَا ثُمَّ يَرْجِعُ الطَّائِرُ بِاِذْنِ اللّٰهِ فِي الْجَنَّةِ لَايَنْفَدُ طَعَامُهَا وَاُنَاسٌ اَكَلَ مِنْهُ لَايَنْقُصُ شَيْءٌ مِّنْهُ . نَظِيْرُهُ فِي الدُّنْيَا اَلْقُرْآنُ يَتَعَلَّمُهُ النَّاسُ وَيُعَلِّمُهُ وَهُوَ عَلٰي حَالَتِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ .

হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলিয়াছেন যখন কোন আল্লাহর ওলী বেহেশতের মেওয়া খাইবে তখন আবার খাওয়ার ইচ্ছা হইবে। তখন আল্লাহ পাক আদেশ করিবেন তাঁহাদের নিমিত্তে খাবারের পাত্র উপস্থিত করার জন্য। ফলে সত্তর হাজার রমণী সত্তর হাজার দস্তরখানা যাহাতে সোনালী পাত্র থাকিবে এবং সেই পাত্রে সত্তর হাজার রং এর খাবার মওজুদ থাকিবে যেই খাবারকে আগুন স্পর্শ করে নাই এবং কোন বাবুর্চী রান্নাও করে নাই, কোন তামার পাতিল ইত্যাদিতে জোশও দেওয়া হয় নাই– তানিয়া উপস্থিত হইবে। ইহা কিন্তু আল্লাহ তালা নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে হইয়া যাইবে কোন কষ্ট ও মেহনত করা ব্যতিরেকে।

অতঃপর ওলীআল্লাহগণ ঐ পাত্রসমূহ হইতে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী খাইবেন সাথে তাহাদের বিবিও থাকিবে। যখন তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে তখন চলমান পানির উপর পাখি অবতরণ করিবে পরে বেহেশতের পাখি হইতে কতেক পাখি (যাহার হাড় উটের হাড়ের মত) পাখা মেলিয়া ঐ ওলীআল্লাহর মাথার উপর অপেক্ষা করিবে এবং বলিবে– আমরা ঐ সব পাখি যাহারা বেহেশতের বিভিন্ন রকমের নেয়ামত খাইয়াছি ও সলসবিল নহরের অমুক অমুক বস্তু পান করিয়াছি।

পেয়ালা সমূহ বড় বড় প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট যাহা সম্পূর্ণ সোনার, রূপার, ইয়াকুত ও মুক্তার তৈরী। যাহার বাহির হইতে শরীর দেখা যাইবে যেমনিভাবে আকিক পাথরের স্পষ্টতার কারণে ভিতর হইতে বাহিরে দেখা যায়।

পাখিসমূহ বেহেশতের বাগানের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে। তখন আল্লাহর ওলীগণ ঐ পাখিগুলির প্রতি অনুরাগী হইলে আল্লাহ তা'লা আদেশ করেন এবং পাখি সব এমনেই টুকরো টুকরো হইয়া রোষ্ট আকারে যে কোন বর্ণের হইয়া তাহাদের সামনে দস্তরখানায় অবতীর্ণ হইয়া যায়। উহা হইতে আল্লাহর ওলী তাহাদের ইচ্ছানুপাতে পাখির গোশ্‌ত খাইবে। পরে পাখিগুলি আবার আল্লাহর হুকুমে বেহেশতের মধ্যে উড়িয়া যাইবে। ঐ পাখিগুলির গোশত ফুরাইয়া যায় না অথচ সকল মানুষ উহা হইতে গোশত খাইয়া থাতে। পাখির গোশত খাওয়ার পর শেষ হইয়া যায় না এবং তাহার উদাহরণ হইল পৃথিবীতে কোরআন শরীফ, যেমন উহা শিক্ষাগ্রহণ করা হয় পরে অপরকে শিক্ষা দেওয়া হয় তবু হুবহু রহিয়া যায় কিছুই কমিয়া যায় না.।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَتَفَكَّهُوْنَ ثُمَّ يَصِيْرُ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ كَرِيْحِ الْمِسْكِ . اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهُ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

সাইয়েদুল আম্বিয়া হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, নিশ্চয়ই বেহেশতবাসীগণ যেই সব খানা খাইবেন, পানি পান করিবেন এবং ফল ফলাদি ভক্ষণ করিবেন, তাহাদের সেই সব পানাহার হইতে মিশকের মত সুগন্ধি বাহির হইবে।

হে আল্লাহ এই সব নিয়ামত আপনি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার পুতপবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবার পরিজনের উছিলায় আমাদের দান করুন। হে দয়াময় প্রভু হে সর্ব শ্রেষ্ঠ করুণার আধার আপনার দয়ায় ও করুণায় তা আমাদিগকে দান করুন। আমিন ছুম্মা আমিন।